- স্বাধীনতার অর্ধশতক
- মুক্তিযুদ্ধে নারী
- রোকেয়ার নারীবাদ

মহিলা সমাচার

কার্তিক-পৌষ ১৪২৮ ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

মহিলা সমাচার

Mahila Samachar

কার্তিক-পৌষ ১৪২৮ ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

নির্বাহী সম্পাদক

সারাবান তহুরা

সম্পাদনা পরিষদ

সেলিনা খালেক
সীমা মোসলেম
ইয়াসমিন সালাম
জুয়েলা জেবুননেসা খান

সহযোগী সম্পাদক

গৌতম বসাক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা ও অলংকরণ

আবু সাঈদ তুহিন

মহিলা সমাচারে ব্যবহৃত ছবি

বিভিন্ন উপপরিষদ ও জেলা শাখা থেকে প্রাপ্ত

মূল্য

১০ টাকা

প্রকাশনা উপপরিষদের ই-মেইল

mahilasamachar@gmail.com

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ফোন ৯৫৮২১৮২, ৯৫১১৯০৪, ফ্যাক্স ৯৫৬৩৫২৯, E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে একান্নর যাত্রারম্ভে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন। 'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে'–এই স্লোগান সামনে রেখে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর দুদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কোভিডকালীন নানা উদ্বেগ ও প্রতিকূলতা বিবেচনায় রেখে প্রতিনিধি সংখ্যা সীমিত রেখে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক আলোচনার জন্য গঠনতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা অনুসরণ করা হয় যথাযথভাবে।

দেশব্যাপী অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, সুহৃদ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মহিলা পরিষদের দীর্ঘ অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এবারের সম্মেলনেও তারা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগীতার হাত প্রসারিত করেছেন। পাশাপাশি , সংগঠনের লক্ষাধিক কর্মী, সদস্য ও সংগঠক এবং কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এই প্রতিকূল পরিবেশে আমরা সফলভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্য আয়ের দেশের দিকে বাংলাদেশের যাত্রার গর্বিত অংশীদার এদেশের জনগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। এই উন্নয়নে নারীর যেমন অংশগ্রহণ আছে তেমনি প্রয়োজনীয় নিশ্চিত অংশীদারিত্ব। নারীর মানবিক মর্যাদা, অংশীদারিত্ব আদায়ের লক্ষ্যে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করবে মহিলা পরিষদের এই ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে রচিত করবো নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথরেখা–এই আমাদের প্রত্যয়।

এ বছর উদ্‌যাপিত হলো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। হাজারো শহীদের রক্ত ও মা-বোনের আত্মত্যাগের মহিমায় সঞ্জীবিত আমাদের দেশ, আমাদের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। পাকহানাদার বাহিনীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন প্রায় চার লাখ বা তারও বেশি নারী। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ষণের শিকার নারীদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমানে তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠিক কত লাখ বীরাঙ্গনা আছেন তার সঠিক তালিকা আমাদের কাছে নেই। আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হোক। এ লক্ষ্যে এবারের সংখ্যায় থাকছে একটি বিশেষ নিবন্ধ 'মুক্তিযুদ্ধ ও নারী।'

একইভাবে স্বাধীনতার ৫০ বছরে নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন হলেও যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তার পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। অনেকাংশেই রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূললক্ষ্য থেকে সরে গেছে। বিশেষ করে, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্য, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পাশাপাশি, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, রাজনীতিতে কালো টাকা ও পেশী শক্তির ব্যবহার, সংখ্যালঘু নির্যাতন, বিচারহীনতা ইত্যাদি দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বপ্নপূরণ না-হওয়া নিয়ে থাকছে আরেকটি নিবন্ধ 'স্বাধীনতার অর্ধশতক।'

'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর' ('Stop Violence Against Women and Girls, Ensure Women's Equal Rights') এই স্লোগানে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্র থেকে জেলা শাখাসহ তৃণমূল পর্যায়ে যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই পক্ষ পালন করে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে, এই পক্ষ পালনের মধ্য দিয়ে নারী ও কন্যার প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলে মানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

সূ চি প ত্র

নিবন্ধ

স্বাধীনতার অর্ধশতক ॥ সারাবান তহুরা ৩
মুক্তিযুদ্ধে নারী ॥ রীতা ভৌমিক ৮
রোকেয়ার নারীবাদ ॥ মো. মাহমুদুল হাসান ১৩
নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ॥ অ্যাড. রাম লাল রাহা ১৫
নারী আন্দোলন ও তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব ॥ আফরুজা আরমান ১৯

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন ২১
আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস: সংবাদ সম্মেলন ২৪
নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যক্রম: বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় ২৬
অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম: আদিবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভা ২৯
সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা ৩১
বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ৩৩
নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৩
সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী সমাবেশ ৩৬
ধর্ষণের মামলায় রায়ে আদালতের পর্যবেক্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন ৩৭
সানেম ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ জেন্ডার বাজেট মনিটরিং কার্যক্রম ৩৮
বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম স্মরণসভা ৩৯

আন্তর্জাতিক

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বৈশ্বিক উদ্যোগ ৪১

সংগঠন

জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম ৪৩
জেলা শাখায় সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস পালন ৪৯
জেলা শাখায় সাংগঠনিক পক্ষ পালন ৫৫

আন্দোলন

জেলা শাখায় আন্দোলন কার্যক্রম ৭৪

লিগ্যালএইড

তরুণ-তরুণীদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ ৮৩
কর্মশালা: সমন্বিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম ৮৫
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন বিষয়ক সহায়তা কমিটির কার্যক্রম ৮৬
কেন্দ্রীয় লিগ্যালএইড উপপরিষদ প্রদত্ত বিবৃতি ৮৭
নারী ও কন্যা নির্যাতনের চিত্র ৮৮
জেলা শাখায় লিগ্যালএইড কার্যক্রম ৮৯
জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন ৯৫

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার

জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: সার্টিফিকেট কোর্সে প্যানেল আলোচনা ১১১
জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন: সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী ১১৪
জেলা শাখায় 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১১৬
অনলাইন পাঠচক্র: পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নারী ও পুরুষের সমতার অন্তরায়: তারুণ্যের ভাবনা ও করণীয় ১২০
জেলা শাখায় পাঠচক্র ১২২

শিক্ষা ও সাংস্কৃতি

জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ১২৪
জেলা শাখায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন ১২৭
জেলা শাখায় রোকেয়া দিবস পালন ১২৮

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ

জেলা শাখায় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম ১২৯

কবিতা

সৈয়দা রওশন আরা হোসেনের কবিতা ১৩০

কৃতীনারী ১৩১

নেটওয়ার্কিং ১৩২

স্বাধীনতার অর্ধশতক

সারাবান তহুরা

অভূতপূর্ব গণজাগরণের মধ্য দিয়ে এদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে মুক্তির প্রত্যাশা, শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটেছিল। পাকিস্তানের অপশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। পাকহানাদার বাহিনী যখন উপলব্ধি করেছে তাদের পরাজয় নিশ্চিত তখন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, চিকিৎসক, সমাজসেবকদের।

মার্চে গণহত্যার শুরু থেকে রক্তাক্ত যুদ্ধের নয় মাসই বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি হানাদারেরা। দুঃশাসনের দিনগুলোতে নানা আন্দোলন, সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে যারা আমাদের চেতনা আর আদর্শের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বাঙালি জাতিকে শোষণ আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদেরকে হত্যা করে হানাদাররা আমাদের বাতিঘরগুলো নির্বাপিত করার ষড়যন্ত্রে মেতেছিল। হত্যা করেছিল অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মুনীর চৌধুরী, জোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. আবুল খায়ের, ড. আনোয়ার পাশা, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, নিজামুদ্দিন আহমেদ, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ড. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সেলিনা পারভীন প্রমুখ।

এ প্রসঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিত তার 'স্মৃতি অম্লান' বইতে লিখেছেন, 'কি জঘন্য প্রতিহিংসা, পরাজয়ের মুহূর্তে বাংলার কতিপয় শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অধ্যাপক, ডাক্তার, শিল্পী, সমাজসেবককে কি নৃশংসভাবেই না হত্যা করা হলো। এমন বীভৎস কায়দায় হত্যা শুধু ধর্মোন্মাদ নরপশুদের পক্ষেই সম্ভব। তা না হলে হৃৎপিণ্ডের ডাক্তারের হৃৎপিণ্ডটাকে আর কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে পারে? চোখের ডাক্তারের চোখ উপড়াতে পারে কে? লেখকের হাত কাটতে কিংবা অধ্যাপকের জিহ্বা ছিন্ন করতে পারে কে? '

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এ দেশকে মেধাশূন্য করাই ছিল এই নৃশংসতার উদ্দেশ্য। দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত কয়েকজন শীর্ষ অপরাধীকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণাঙ্গতালিকা আজও উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে প্রণয়ন করা হয়নি।

এ দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই স্বপ্ন আমরা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি আর কোথায় আমাদের কমতি তার হিসাব করতে গেলে একটা নির্মম সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। উন্নয়নের রোল মডেলের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষার চাহিদা আজও পূরণ হয়নি।

স্বাধীনতার সুফল সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে গত অর্ধশতাব্দী কালের স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকাররা সদিচ্ছা, আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়েছেন কিনা-এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়।

কোভিড-১৯ এর রোগশোক, কর্মহীনতা এবং জীবন-মৃত্যুর এক শ্বাসরুদ্ধকর দমবন্ধ করা অবস্থা থেকে বের হয়ে সাধারণ মানুষ যেই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিল তখনই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ যাদের সীমিত আয়ের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের বাজারদরের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে আয় বাড়াবার কোনো উপায় নেই। বাজারে সবজি থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, নুন, আটা-ময়দা, মাছ-মাংস যেমন পাল্লা দিয়ে দাম বাড়িয়েছে তেমনি অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির ভয়াল থাবা, টাকার অবমূল্যায়নে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। ভোজ্যতেল নিয়ে হয়ে গেল কত তেলেসমাতি! তেল যখন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল মন্ত্রী বললেন, ব্যবসায়ীরা যে

সারাবান তহুরা, প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

প্রথমবারের মতো নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি শিরোপা জেতার পর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল

কথা দিয়ে কথা রাখবেন না সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। আসলে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রগুলো সহনীয় করার চেয়ে দুর্বিষহ করার দিকেই যেন জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের নজর।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার দরের পাশাপাশি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে যদি নজর দিলে কি দেখতে পাই? এ যেন অপরিকল্পনা, অপচয় ও লুটপাটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সরকার সেবা খাতের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে গত ১২ বছরে কয়েক দফায় পাইকারি পর্যায়ে ১১৬ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ৯৬ শতাংশ বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। এবার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দাম বাড়ানোর পক্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের যুক্তি হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে বিক্রি করায় বিদ্যুৎ খাত লোকসানের মুখে পড়েছে। প্রকৃত সত্য হলো উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেয়া। গত ১০ বছরে সরকার বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে ৭০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। দেশে বর্তমানে উৎপাদনক্ষমতা হচ্ছে ২৫ হাজার ৫৬৬ মেগাওয়াট আর ১৩ থেকে ১৪ হাজার মেগাওয়াট বিতরণ বাড়তে পারে। অর্থাৎ ১০ থেকে ১১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেও সরকারকে অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের ব্যবস্থা না করে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কোনো যুক্তিতেই পড়ে না। বরঞ্চ বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে কুইক রেন্টালসহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করাই যুক্তিযুক্ত। জনগণের পকেট কেটে টাকা এনে এদের অর্থ পরিশোধ করার চেয়ে অপরিকল্পিত ব্যয়ের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করাই হবে শোভন ও যৌক্তিক। আমাদের অর্ধেক খরচে ভারত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। আমরা এ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করি না কেন? অপব্যয়, লুটপাট, দুর্নীতি, পরিকল্পনা গ্রহণের অদূরদর্শিতা সেবাখাতগুলোকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতের মতো অন্যান্য সেবাখাতগুলোর লুটপাট বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণকে বলির পাঠা করে একশ্রেণির আমলা, ব্যবসায়ীর পকেট ভারি করার সর্বনাশা খেলা বন্ধ করতে হবে।

পরিবহন ব্যবস্থার দিকে তাকালে প্রতিদিন গাড়ির চাকার নিচে গড়ে কতজন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে তার হিসাব মিলাতে বোধবুদ্ধি যেন স্থবির হয়ে যায়। ২০১৮ সাল থেকে শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরিবহন খাত ঢেলে সাজানোর জন্য ছাত্ররা দীর্ঘদিন শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে রাজপথে আন্দোলন করেছে। যোগাযোগমন্ত্রীর আশ্বাসে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাস মালিক সমিতি ও চালক সমিতির অনড় অবস্থানের কাছে নতজানু সরকার ফলপ্রসূ কোনো সুরাহা করতে পারেনি। রাজপথে মানুষের মৃত্যুর মিছিল চলছে। ২০১৮ সালে প্রণীত পরিবহন ব্যবস্থাপনার আইনটি আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

স্বাস্থ্য খাতের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা কি দেখতে পাই? জেনেভায় ৭৫তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্বাস্থ্য খাতের পরিসংখ্যান নিয়ে যে বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে শুধু মাত্র যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের উপরে রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। কেবল জনবল নয়, জিডিপির হিসাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবার বরাদ্দ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম। দেশের মোট স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় মাত্র ১১০ ডলার। এক দশক ধরেই স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয় সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের ৫ শতাংশের মধ্যে ছিল যদিও কোভিডের কারণে চলতি অর্থবছরে কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। এসডিজি অর্জনের জন্য তৈরি করা জনবল কৌশলপত্র অনুযায়ী, ১ হাজার মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য ৪. ৪৫ জন চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ দরকার। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ১ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসক ০.৬৭ জন, নার্স ও মিডওয়াইফ ০.৪৯ জন। অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেয়া মানদণ্ডের চেয়ে ৭৪ শতাংশ চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ কম আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এজন্য কতটা প্রস্তুত ছিল বা আছে এ প্রশ্নের সোজাসাপ্টা জবাব প্রস্তুত ছিল না। তার প্রমাণ কোভিডকালে স্বাস্থ্য খাতের বেহাল অবস্থা। স্বাস্থ্যখাতে কেবল জনবলের ঘাটতি নয়, বরাদ্দের দিক থেকেও পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ, গতবছর স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল বাজেটের ৭%, এর একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে কোভিড মোকাবেলায়। এবার কোভিডের সংক্রমণ নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এবার কোভিড বহির্ভূত স্বাস্থ্যসেবার দিকে নজর দিতে হবে।

বিজ্ঞান সায়িকী ল্যানসেটের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালে পরিবেশ দূষণের কারণে সারা বিশ্বে ৯০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে আর বাংলাদেশে দুই লাখের বেশি। দূষণে মৃত্যুর সংখ্যার দিক থেকে ভারত শীর্ষে আর বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। আর্সেনিক পানি দূষণের সমস্যার কারণে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। পানিতে

আর্সেনিকের কারণে ক্যান্সার, কিডনি জনিত রোগ, হৃদরোগ, স্নায়ু জনিত রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। উন্নয়নের নামে নদী ও বন, খাল, জলাধার, পুকুর ধ্বংস করা হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়ছে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন পরিবেশ দূষণ করোনার চেয়েও ভয়াবহ। ইতোমধ্যে ঢাকা প্রায় বসবাসের অযোগ্য শহরে পরিণত হয়েছে।

যেকোনো দেশে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন নিয়ে কোনো আশার আলো দেখাচ্ছে না। এ যেন ভূতের পা পেছনে হাঁটে। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মোটামুটি একটা সত্যই খোলা চোখে এদেশের জনগণ দেখেছে, পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নির্লজ্জ প্রয়াস। সাধারণ মানুষকে তার নাগরিক অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করে হতোদ্যম করে ক্ষমতাসীন হওয়ার এই লজ্জাজনক ভোট ভোট খেলা দেশে-বিদেশে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। যে নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো তা কালিমালিপ্ত হয়েছে। কমিশনের একজন বিদ্রোহী কর্মকর্তা বলেছেন, 'নির্বাচন আইসিইউতে এবং তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় গণতন্ত্র লাইফ সাপোর্টে।' বর্তমানে নতুন একটি কমিশন গঠনের প্রস্তুতি চলমান। পরপর দুটি কমিশন কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ কমিশন এবং নুরুল হুদা কমিশন নির্বাচনের যে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে গেছে, তা কাটিয়ে উঠে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েম করে নির্বাচন অনুষ্ঠান খুবই দুরূহ ব্যাপার। শুধু সংসদীয় নির্বাচন নয়, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে টাকার খেলা আর পুলিশি শক্তির থাবার নিচে ছেড়ে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ খুন হয়েছে নির্বিচারে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে ও ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

একটি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন গণমাধ্যম অপরিহার্য। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম। এই স্তম্ভটি যত বেশি শক্তপোক্ত ও স্বাধীন হবে দেশে ততবেশি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হবে। গত ৫১ বছরে স্বাধীন বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিভিন্নভাবে বেঁধে রাখার জন্য কালাকানুন সব সরকারের সময়ই সমান বলবৎ ছিল।

২০০৯ সালে যেখানে স্বাধীন সাংবাদিকতার মাপকাঠিতে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২১, বর্তমানে অবস্থান ১৬২। সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সত্তরটি হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০ মে ২০২২ তারিখে ডেইলি স্টারে বারটি আইনের উল্লেখ রয়েছে যে আইনগুলো দ্বারা সাংবাদিকদের হাত-পা বেঁধে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে। ইদানীং নতুন আইন যুক্ত হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রধান বাধা। বিশিষ্ট সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে হামলা-মামলার শিকার হন তা স্বাধীন সাংবাদিকতায় নগ্ন হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। ভিন্ন মতের কারণে কার্টুনিস্ট কিশোর কিংবা সাংবাদিক শফিকুল ইসলামের ওপর

একটি দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন গণমাধ্যম অপরিহার্য। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম। এই স্তম্ভটি যত বেশি শক্তপোক্ত ও স্বাধীন হবে দেশে ততবেশি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে। লেখক মোস্তাক আহমেদ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সব ঘটনায় সাংবাদিক, লেখকদের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বৈরী ও বিদ্বেষমূলক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা তথা বাকস্বাধীনতা খর্ব করেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ ব্যাহত করেছে।

প্রতি দিনের পত্রিকার পাতা খুললে মনে প্রশ্ন জাগে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব আসলে কার? দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারকে মিথ্যা অজুহাতে তার সতীর্থরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। বিচারক এ হত্যা মামলায় জড়িত ২৫ জন বুয়েটের ছাত্রকে সম্প্রতি ফাঁসির রায় দিয়েছেন। বিচারের এ রায়ের দ্বারা কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ কলুষমুক্ত হয়েছে? এমন গ্যারান্টি কি শিক্ষার্থীদের পরিবার পেয়েছে রাজনৈতিক হানাহানি আর আশ্রয়-প্রশ্রয়ের কারণে আর কোনো মায়ের বুক খালি হবে না? পবিত্র শিক্ষাঙ্গন আর কোনো ছাত্রের রক্তধারায় স্নাত হবে না? কুয়েটে তরুণ শিক্ষক সেলিম

মহিলা পরিষদের দশটি দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ২০২১ সালে ৩,৭০৩ জন নারী খুন, ধর্ষণ, যৌতুক ও আত্মহত্যার শিকার হয়েছে। ২০২২ সালে জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত খুন, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১,০৯০ জন। অবশিষ্ট ৮ মাসের সংখ্যা আরও দ্বিগুণের বেশি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোসেন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রদের হেনস্থা আর নির্যাতনের কারণে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। কারণটা ক্যান্টিনে ম্যানেজারের পদ। সেই পদে একটি বিশেষ দলের পছন্দের ব্যক্তিকে তিনি বসাতে সম্মত হননি এই তার অপরাধ। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের দুই গ্রুপের কোন্দলে ছাত্রকে রড দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার সময় তার মাথার ব্যান্ডেজের ওপরে চিকিৎসক লিখে দিয়েছেন 'কেউ হাত দেবেন না, খুলি নেই।' এখন প্রশ্ন আসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিভাবক ভিসি, প্রশাসনের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে কবে? আবরারসহ ২৬ জন মেধাবী ছাত্রের জীবন গেল। কতটা কাঠখড় পুড়িয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে মা-বাবা সন্তানদের মানুষ করার জন্য ভর্তি করিয়েছিলেন। সন্তানদের জীবন গেল, মা-বাবার বুক খালি হল, তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এমনই কতশত ছাত্রের মৃত্যু হচ্ছে, ছাত্রত্ব চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার গত ৫২ বছরের হিসাব কে করবে? এই ছাত্র-শিক্ষকদের জীবন নষ্ট হওয়ার, হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে অপরাজনীতি আর দুষ্টচক্র সক্রিয় তাদেরকে শনাক্ত করে ছাত্র-শিক্ষকের বিপন্ন জীবন নিরাপদ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে করতে হবে কলুষমুক্ত আর এর জন্য প্রয়োজন আইন প্রণেতাদের সদিচ্ছা আর রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি থেকে ছাত্ররাজনীতিকে অব্যাহতি প্রদান।

এতো গেল শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের প্রসঙ্গ। এবার শিক্ষার মানগত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে ৯০ শতাংশের বেশি ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়গামী যা ভারতের চেয়ে বেশি। তবে শিক্ষার গুণগতমান প্রশ্নবিদ্ধ। স্বাক্ষরতা সম্পন্ন হওয়া আর শিক্ষিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। একজন মানুষ যখন লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন তাকে শিক্ষিত বলা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিতের হার কত? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রার্থীরা চাকরির ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ আমাদের শিক্ষার মান এমন পর্যায়ে আমরা নিতে পারিনি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা ১৭ থেকে ১৮ বছরের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে একটি সম্মানজনক বেতন ভাতার চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারেন। বড় বড় কোম্পানিগুলো বিদেশ থেকে যোগ্য লোক এনে তাদের কোম্পানির পদ পূরণ করে। অথচ বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় তরুণরা সারাবিশ্বে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে কর্মজগতে প্রবেশ করছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াকবোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বসেরা ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও স্থান হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট)। টানা পঞ্চমবার কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮০০ থেকে ১০০০তম স্থানের মধ্যে রয়েছে দেশ সেরা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া গতবারের মতো এবারও কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০১ থেকে ১২০০তম অবস্থানের মধ্যে আছে বেসরকারি ব্র্যাক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ৪৪টি ও পাকিস্তানের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় কিউএস-এর প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে এ ৫০০ এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ভারতের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় সেরা ৩০০ তে স্থান পেয়েছে। (প্রথম আলো ১১ জুন ২০২২) স্বাধীন দেশের নারীর অবস্থানের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী কিন্তু সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক নয়। সংসদে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার নারী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবিকে উপেক্ষা করে আগামী পঁচিশ বছরের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত পঞ্চাশটি আসন পূরণের আইন পাস করা হয়েছে। যা সরকারের পাসকৃত নারী উন্নয়ন নীতি ও সরকারের স্বাক্ষরকৃত সিডও দলিলের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গত উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের বিষয়টা উল্লেখ করতে হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েও তারা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। পরিষদের মাসিক সভায় তাদের সম্পৃক্ত করা হয় না। উপজেলায় জনগণের সেবার জন্য পরিষদ গঠিত হলেও তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের যুক্ত করা হচ্ছে না। আগে উপজেলার প্রান্তিক নারীদের আয়বর্ধক উন্নয়ন প্রকল্পের সভাপতি ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। সম্প্রতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে সেই ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের কথা বললেও স্থানীয় সরকার সংস্থাকে আমলানির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। ভারতসহ অনেক দেশেই স্থানীয় সরকার যুগোপযোগী করে সংস্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসেও নারীর ক্ষমতায়ন তথা জনপ্রতিনিধিদের জন্য ফলপ্রসূ কর্মকাঠামো তৈরি করা হয়নি। সেই সাথে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি হিসাবে নিলে দেখা যায়, ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে, গণপরিবহনে নারী কোথাও নিরাপদ নয়।

সমাজ উন্নয়নে নারী পারিবারিক সামাজিক পেশাগত দায়িত্ব

পালনে এবং রাজনীতি, অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু নারী ও কন্যা শিশুরা জীবনের সকল পর্যায়ে সহিংসতাসহ বিভিন্ন দ্বন্দ্বের কারণে ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণে খুন, ধর্ষণ, যৌতুকসহ ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক বিকাশ সমভাবে না হওয়ায় নারীর প্রতি প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। সমাজে নারী-পুরুষের অসম সামাজিক অবস্থান নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর সহিংসতার মূল কারণ। নারীর স্বার্থরক্ষায় বেশ কিছু আইন গৃহীত হলেও সার্বজনীন পারিবারিক আইন আজও বাস্তবায়ন হয়নি যা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায়।

মহিলা পরিষদের দশটি দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ২০২১ সালে ৩,৭০৩ জন নারী খুন, ধর্ষণ, যৌতুক ও আত্মহত্যার শিকার হয়েছে। ২০২২ সালে জানুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত খুন ধর্ষণ, নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১,০৯০ জন, অবশিষ্ট ৮ মাসের সংখ্যা আরও দ্বিগুণের বেশি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবতা হলো ঘটনা যা ঘটে তার শতভাগ পত্রিকায় প্রকাশ পায় না। জরিপে দেখা গিয়েছে শতকরা ৮৭% নারী স্বামীর দ্বারা নিজ গৃহে নির্যাতনের শিকার হন। বাল্যবিবাহের খড়্গ তো কন্যাসন্তানের মাথার উপরে ঝুলছেই। নারী আন্দোলনের ধারাবাহিক তৎপরতায় নারীর স্বার্থে পারিবারিক সহিংসতা সুরক্ষা ও প্রতিরোধ আইন ২০১০ সহ বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টের, অভিযোগ কমিটি গঠনের রায় হলেও তা বাস্তবায়নে অনীহার কারণে নারীসমাজ তার সুফল পাচ্ছে না। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আইন পাস হলেও তাতে প্রত্যাশিত ফল আসেনি। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, অর্থবিত্ত ও ক্ষমতাবানদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাওয়ার কারণে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমবর্ধমান। সেই সাথে গণপরিবহনে নারী ধর্ষণ নির্যাতন বেড়েই চলেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ২০২১ সালে গণপরিবহনে ৬৮টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতনের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার না হওয়ার কারণে নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে।

ডিজিটাল যুগে নারীর জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে সাইবার ক্রাইম। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন ২০২১ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগীদের ২২ শতাংশ নারী। আরেকটি প্রতিবেদনে জানা যায়, সাইবার অপরাধের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কেন্দ্রিক অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এর ঘটনা ২৮ শতাংশ। ভুক্তভোগীদের মধ্যে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সীই বেশি। এছাড়া সাড়ে ৫৬ শতাংশ নারী সাইবার অপরাধের শিকার। যৌন নিপীড়নের কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিডিও ছবি সবচেয়ে বেশি। এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন ও কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন। প্ল্যাটফর্ম থেকে ছবি সরিয়ে নেওয়ার এবং অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা সবচেয়ে জরুরি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমরা সগর্বে সাড়ম্বরে উদযাপন করছি। যারা বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে উপহাস করেছিল তাদের মুখের উপর আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে জবাবটা কথায় নয়, কাজে দিতে পেরেছি। অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমরা নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি করেছি দেশের বৃহত্তম পদ্মা নদীর ওপর ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ দশমিক ৮৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বৃহত্তম সেতু। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সঙ্গে সারাদেশের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করবে এই সেতু। এর মাধ্যমে মংলা বন্দর বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানী এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি । স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অনুমোদন হয়েছে। উত্তরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ ৫ বছর সময় পাবে। ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ় হবে। এর জন্য উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নয়নকে টেকসই করতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং দেশের অভ্যন্তরে আন্তরিকভাবে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বাইরের চেয়ে দেশের অভ্যন্তরে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি বিশেষত : টেকসই উন্নয়নের জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা আবশ্যক তার মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও গণতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। এই শর্তগুলোর একটিতে ঘাটতি থাকলে উন্নয়নের রূপরেখা ব্যাহত হবে। স্বীকার করতে হবে যে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের অনেক অগ্রগতি থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অনেক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া। যেমন- সাগর-রুনি হত্যা, নারায়ণগঞ্জের ত্বকি হত্যাসহ আরও অনেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী হত্যাকাণ্ড। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নড়বড়ে। স্বাধীনতার অর্ধশতক কেটে যাবার পরও নির্বাচনী বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃহত্তর জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন এর দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। টেকসই উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, সুশাসন, বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছি। এই স্বাধীনতা 'কারোর দানে পাওয়া নয়।' স্বাধীন দেশের সকল নাগরিকের জীবনে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষায়, কর্মে, চিন্তা-চেতনায় জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বইবে সুবাতাস তবেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের উৎসব হয়ে উঠবে অর্থবহ সার্থক।

তথ্যসূত্র:

১। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৫
২। আবুল মাল আব্দুল মুহিত, স্মৃতি অম্লান ১৯৭১, প্রথমা প্রকাশন, ১৯৯৬
৩। মফিদুল হক, মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথচলা এবং বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ভবিষ্যত, মহিলা সমাচার, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০২১

মুক্তিযুদ্ধে নারী

রীতা ভৌমিক

একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

একাত্তরের রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাতারে মা-বোনেরাও ছিলেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন। একাত্তরের সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থে ছিল জনযুদ্ধ। ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদী জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রতিহত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশের মানচিত্র অর্জনে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছেন সব শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ। তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিন কোটি চুয়াত্তর লাখ নারী ছিলেন। তাঁরা কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন।

এম. এন. এ. নূরজাহান মুরশিদ ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লিতে ভারতীয় বিধানসভার উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এম. এন. এ. নূরজাহান মুরশিদ 'আমার কিছু স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন–

বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন– বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, লাক্ষ্ণৌ ভ্রমণ করলাম ও বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখলাম। দিল্লিতে আমি তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্পিকার বীলন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজ্জীবন রাম ও বিরোধীদলের নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। দিল্লি পার্লামেন্টের উভয় হাউসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা দান করি। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যেভাবে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়ে শতশত নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, সেই পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা কোনোরকম সম্পর্ক রক্ষায় আগ্রহী থাকতে পারি না। পাকিস্তানের এ আক্রমণের কঠোর নিন্দা করে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সরকারের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য আমরা আবেদন করি। এসব কথা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।'...

অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধার সাহায্যকারী হিসেবে অনেক কাজ করেছেন। রান্না করেছেন, খাদ্য সরবরাহ করেছেন, গুপ্তচরের কাজ করেছেন, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন। রাতের অন্ধকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একা নৌকা চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ আদান-প্রদান করেছেন অনেক নারী। আবার শহর থেকে যারা জীবন নিয়ে পালিয়ে গ্রামে গিয়েছেন তাঁদের সাহায্য করেছেন এমন নারীর সংখ্যাও কম নয়। এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্মুখযুদ্ধের যোদ্ধা।

এদিক থেকে বলা যেতে পারে, নারী মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখযুদ্ধ, জীবনযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে দু'ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এক প্রত্যক্ষ এবং দুই পরোক্ষ অংশগ্রহণ।

প্রত্যক্ষভাবে নারীর অংশগ্রহণ

১. মুক্তিযুদ্ধের আগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ
২. সংগঠক হিসেবে নারী
৩. গেরিলা যুদ্ধে নারী
৪. শব্দসৈনিক হিসেবে নারী

রীতা ভৌমিক, সহসম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর

৫. চিকিৎসা ও সেবা ক্ষেত্রে নারী
৬. অস্ত্র লুকিয়ে রাখায় নারী
৭. খাদ্য সরবরাহে নারী
৮. খবর আদান-প্রদানে নারী
৯. মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখার ভূমিকায় নারী
১০. রাঁধুনীর ভূমিকায় নারী
১১. নির্যাতিত নারী

পরোক্ষভাবে নারীর অংশগ্রহণ

১. মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে নারী
২. মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে নারী
৩. মুক্তিযোদ্ধার বোন হিসেবে নারী
৪. প্রাপ্তবয়স্ক এবং আতঙ্কিত নারী
৫. সে সময়ে গর্ভবতী নারী
৬. গৃহহীন নারী
৭. গৃহবন্দি নারী

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শিক্ষার্থী, নারীনেত্রী, শিক্ষক, চাকরিজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, গৃহবধূসহ বাংলাদেশের সমগ্র নারীসমাজ লড়াই করেছেন। নারীনেত্রী মতিয়া চৌধুরী তাঁর গ্রুপের নারীনেত্রী, কর্মীদের ক্রাফট হোস্টেল ক্যাম্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণে পাঠান। নারীনেত্রীদের মধ্যে মালেকা বেগম, আয়শা খানম, রোকেয়া বেগম, ফরিদা আখতার সাকীও ছিলেন। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছেন।

নারী সংগঠক

মুক্তিযুদ্ধে নারী সংগঠক হিসেবে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা হলেন ১৯৭০ এর সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচিত মহিলা আসন-১ নূরজাহান মুরশিদ, মহিলা আসন-২ রাফিয়া আকতার ডলি, মহিলা আসন-৩ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মহিলা আসন-৪ মমতাজ বেগম, মহিলা আসন-৫ রাজিয়া বানু, মহিলা আসন-৬ তসলিমা আবেদ এবং মহিলা আসন-৭ বদরুন্নেছা আহম্মদ। এছাড়াও মতিয়া চৌধুরীসহ অন্যান্য নারীনেত্রীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এম. এন. এ. সাজেদা চৌধুরী পরিচালিত কলকাতায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঁচ জনের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য লায়লা, লীলা চক্রবর্তী, খুলনার ছাত্রনেত্রী কৃষ্ণা রহমান এবং শিরিন বানু মিতিল প্রমুখকে নিয়ে। এই ক্যাম্পে নারী মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাপ্টেন এসএম তাহেরের কাছে এলএমজি চালানোর প্রশিক্ষণ নেন। তিনি এ সেন্টারে উপপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মহিলা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ সেন্টারের রাফিয়া আক্তার ডলি, কৃষ্ণা রহমান, দীপা, মুকুল মজুমদার প্রমুখ একাত্তরের ১০ই অক্টোবর কলকাতার রাজপথে এক প্রতিবাদ মিছিল করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই মিছিলের ছবি ছাপা হয়।

প্রবাসীদের সংগঠিত করেছিলেন আশালতা সেন। তিনি তখন নিউইয়র্কে ছিলেন। এছাড়া নাম না জানা অনেক নারী দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট দল, ক্যাম্প গঠন করে সাংগঠনিক কাজ করেছেন। সিরাজগঞ্জের সৈয়দা ইসাবেলা ছিলেন রৌমারি ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের সমস্ত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। এরকম থানা শহর বা গ্রামের অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, খবর, অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারী গেরিলাদের কথা এলেই বেগম ফোরকানের নাম উঠে আসে। তাঁর নেতৃত্বে গেরিলা স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল। প্রথমে দলে ছিলেন আট জন। তাঁরা ফেব্রুয়ারি থেকেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ করেছিলেন। এরপর শতাধিক নারী এসেছেন। তাদের সুইসাইড স্কোয়াডের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যুদ্ধ শুরু হলে এম. এন. এ. সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর পরিচালনায় 'গোবরা ক্যাম্পে' ৩০০ তরুণীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

লুৎফুন্নাহার হেলেন যোদ্ধা, সংগঠক, অন্যদিকে গুপ্তচরের কাজও করতেন। আগস্টে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। চলন্ত জিপের পেছনে বেঁধে সারা শহরে টেনে নিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করে। তারপর লাশ নবগঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়।

যোদ্ধা নারী

রণাঙ্গনেও বীর বিক্রমে অস্ত্র হাতে লড়েছেন নারীরা। পাবনার বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী এবং সত্তরের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নির্বাচিত নেত্রী সেলিনা বানুর মেয়ে শিরিন বানু মিতিল পুরুষের পোশাক পরে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একাত্তরের ২৮ মার্চ পাবনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে দখলরত ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ৩৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। একাত্তরের ১২ এপ্রিল স্টেটসম্যান পত্রিকায় শিরিন বানু মিতিলের ছবিসহ সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীথিকা বিশ্বাস বা শিশির কণার মতো নারীরা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গানবোট গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পার্লামেন্ট সদস্য বদরুন্নেছা আহম্মদ মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর বীরত্বের কথা লিখেছেন:

'বরিশালের আটঘর কুড়িয়ানা গ্রামে মেয়েরা সংঘবদ্ধ হয়ে ১৭ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেন।'

এগার নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর তাহেরের ছোট বোন ডালিয়া আহমেদ ভাইয়ের কাছেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। রেকি করা শেখেন। একাত্তরের ১৪ নভেম্বর মেজর তাহেরের নেতৃত্বে কামালপুর সম্মুখযুদ্ধে অস্ত্র হাতে অংশ নেন। এই যুদ্ধে মেজর তাহের গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

সুন্দরবন সাব-সেক্টরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড শামসুল আলম তালুকদারের স্ত্রী খুরশীদ জাহান বেগম মুক্তিযোদ্ধা নারী ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। এছাড়া সম্মুখ যুদ্ধ, গেরিলা প্রশিক্ষণ এবং নতুন যোগ দেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দীন বি. বি. নারীদের দিয়ে আলাদা একটা কমান্ড গঠন করেন। এই নারী কমান্ডে মোট ৩৫০ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এই বিশাল নারী মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে হেমায়েত উদ্দীন আশালতা বৈদ্যকে দায়িত্ব প্রদান করেন। হেমায়েত উদ্দীনের নেতৃত্বে বিভিন্ন অপারেশনে সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে অংশ নেন তিনি। এছাড়া অন্য মেয়েদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জন অংশ নিতেন। তিন জন থাকতেন ফাস্ট এইড নিয়ে তৈরি। চার জন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেন।

মাগুরা গার্লস স্কুলের শিক্ষক লুৎফুন্নাহার হেলেন। তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন। মাগুরার মোহাম্মদপুর থানার একটি রাজাকার ক্যাম্প দখল করে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পরিণত করেছিলেন তিনি।

আলমতাজ বেগম ছবি প্রথমে মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে রান্নাবান্না করতেন এবং পরে অস্ত্র চালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সাত-আট জন পাকিস্তানি সেনা তাঁদের ক্যাম্প ঘিরে ফেললে তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন।

বরিশালের মুলাদী থানায় কুতুব বাহিনীতে ৫০ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। এই বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন করুণা বেগম।

পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধ করেছিলেন আলেয়া বেগম। তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা কমান্ডের ইউনিট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভারতের চাপড়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

এভাবে নারী মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারীনেত্রী, ছাত্রীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে ওঠে ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর প্রধান ছিলেন জাহানারা হক, সাধারণ সম্পাদিকা ফোরকান বেগম, সহসভানেত্রী আম্বিয়া আজম, সুচিত্রা গাঙ্গুলী, কোষাধ্যক্ষ রিজিয়া চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদিকা মিনারা বেগম (ঝুনু), সদস্য ফিরোজা আতিক, নাসিমুন নাহার হুদা, সাজেদা চৌধুরী। তাদের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন নারায়ণগঞ্জের ফরিদা আক্তার, নুরুন্নাহার জহুর, আলী আজম, শেফালী সাহা, গৌরী গাঙ্গুলী, নিলুফার পান্না প্রমুখ। এই বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে তোলেন এম. এন. এ. বদরুন্নেছা আহম্মদ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা করা হয়:

- নার্সিং শাখা কমিটি
- গেরিলা ট্রেনিং কমিটি
- হাসপাতাল ট্রেনিং কমিটি
- রিলিফ ট্রেনিং কমিটি
- মাতৃ ও শিশু কল্যাণ ট্রেনিং কমিটি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য আগরতলা মহিলা নার্সিং শাখা কমিটি

গঠন করে। শরণার্থী শিবির থেকে বাছাইকৃত মেয়েদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট ১৫ দিনের প্রথম ব্যাচে নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন শিখা চক্রবর্তী, নূপুর, সীমা, প্রীতি কণা দাস, অঞ্জলি, রমা মজুমদার, স্মৃতি কণা, দিপালী রানী দাস, শায়লা আখতার, লক্ষ্মী চক্রবর্তী। দ্বিতীয় ব্যাচে ১৫ সেপ্টেম্বর নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন আমিনা সুলতানা, তাহমিনা আক্তার, মাফছুরা খাতুন, আমিরা খাতুন, রওশন শর্মিনা চৌধুরী, তাহরিমা, খোরশেদ আরা বেগম, সামশেদ আরা বেগম, কাজী হেলেন, গৌরী রানী পাল, পরিণীতি পাল চৌধুরী।

তৎকালীন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না আগরতলা শরণার্থী শিবিরের পাশে ছোট্ট ঘরে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা দিতেন।

ডা. নূরুন্নাহার জহুর আগরতলা জেভি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দেন, শরণার্থী ক্যাম্পে প্রসূতি ও শিশুদের চিকিৎসাসেবা দেন ও রিলিফ প্রদানে অংশ নেন।

ডা. ফওজিয়া মোসলেম আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের চিকিৎসকের এবং চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা করেছিলেন।

চিত্রশিল্পী সাঈদা কামাল, সুলতানা কামাল সোনামুড়া ফরেস্ট বাংলায় দুই নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ক্যাপ্টেন আখতারের ফিল্ড হাসপাতালে জুন মাসে নার্স হিসেবে যোগ দেন। এ হাসপাতাল তৈরিতে সহযোগিতা করেছিলেন ডা. ডালিয়া সালাহউদ্দিন, পদ্মা, নীলিমা, আসমা, রেশমা, নৃত্যশিল্পী মিনু বিল্লাহ, জাকিয়া খাতুন প্রমুখ। ছাব্বিশে আগস্ট এ হাসপাতাল স্থানান্তরিত হয় বিশ্রামগঞ্জে। অক্টোবরে এ হাসপাতালে যোগ দেন ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথক, লেখক, গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন ড. নুরুন্নাহার জহুর, কুলসুম আসাদ, রমা দাস, আইভি রহমান, নূরজাহান মাজহার, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুণ, দীপ্তি লোহানী, রাফিয়া আখতার ডলি, মুশতারী শফি। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সন্‌জিদা খাতুন, অনিতা বসু, শাহীন সামাদ, অর্চনা বসু, অরুণা সাহা, আরতি ঘোষ, আরতি ধর, উমা চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ, বুলবুল মহলানবীশ, মালা খান, রূপা ফরহাদ, নাসরীন আহমেদ, নমিতা ঘোষ, মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, শিলা ভদ্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, স্বপ্না রায়, মিনু রায়, লায়লা জামান, রমা ভৌমিক, ডালিয়া নওশীন, জয়ন্তী লালা প্রমুখ।

ইনফরমার হিসেবে

রাজারহাটের বুলি রাণী সাহা, নারায়ণগঞ্জের রোকেয়া শাহাবুদ্দীন মুক্তিযোদ্ধাদের ইনফরমার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বোরখা পরে মুক্তিযোদ্ধাদের ওষুধ, কাপড়, অস্ত্র, বুলেট এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিতেন। এরকম অনেক নারী ইনফরমার হিসেবে কাজ করেছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

জাহানারা ইমাম মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন। স্বামী শরীফ ইমামের কাছ থেকে ব্রিজ-কালভার্টের তালিকা নিয়েছেন। চৌদ্দ বছরের তারামন বিবি কমান্ডারের নির্দেশে একটা কলাগাছ বুকে নিয়ে নদী পার হয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে যান গুপ্তচর হিসেবে। সারা রাত নদী সাঁতরে খরস্রোতা নদী পার হয়ে শত্রু শিবিরের কাছেই অবস্থান নেন। নোংরা কাপড় আর চুলের মধ্যে কাদা মেখে 'পাগলীর' বেশ ধরেন। এভাবেই তারামন বিবি পাকিস্তানি ক্যাম্পের সমস্ত খবরাখবর নিয়ে আসতেন। পাকিস্তানি সেনাদের কতগুলো অস্ত্র আছে, কয়টা মেয়ে ক্যাম্পে প্রতিদিন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, পাকিস্তানি আর রাজাকাররা কোথায় ক'টা অপারেশন চালাবে, সমস্ত খবর তিনি পৌঁছে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে।

রান্না-বান্নার সহযোগিতা

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর ওসমানের স্ত্রী নাজমা বেগম অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। রান্না-বান্নার তদারকি করেছেন।

নেত্রকোণার চার সন্তানের মা মিরাসি বেগম মদন থানার বাঙালি পুলিশ কর্মকর্তা ও সিপাহীদের রান্না-বান্নার কাজ করতেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আসার খবর পেয়ে বাঙালি কর্মকর্তারা মিরাসি বেগমের কাছে থানার বারটি আগ্নেয়াস্ত্র রেখে অন্যত্র সরে পড়েন। মদন থানার ওসি এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাসু মিরাসিকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন। অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে মিরাসি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। অনেক মা-বোন নিজের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের রক্ষা করেছেন। খাবার সংগ্রহ করেছেন।

তারামন বিবি রাজীবপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে রান্নার কাজে যোগ

... ঠিক কত লাখ বীরাঙ্গনা আছেন, তার সঠিক তালিকা আমাদের কাছে নেই। চার লাখ বা এরও বেশি নারী পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু যাঁদের বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছিলেন।

দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৪/১৫ বছর। এ সময় তিনি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করতেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালাতো। এছাড়া তিনি অনেক বাঙালি পরিবারকেও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন।

হত্যা-নির্যাতন

একাত্তরে কম করে হলেও পাঁচ লাখ বাঙালি নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। কোনো কোনো নারী বারবার ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। অনেকে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে প্রাণ হারিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন একাত্তরের জননী গ্রন্থের লেখক চট্টগ্রামের রমা চৌধুরী।

সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার ফলস্বরূপ আলবদররা একাত্তরের তেরই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক তারামন বিবির কথা আমাদের সবার জানা। মুক্তিযুদ্ধে এরকম অসংখ্য তারামন বিবির অবদান লুকিয়ে আছে। বীরপ্রতীক তারামন বিবি পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কুড়িগ্রামের শঙ্কর মাধবপুর গ্রাম থেকে। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন, সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের বীর উত্তমের নেতৃত্বে ক্যাম্পে যোগ দেন তারামন বিবি।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মির্জানগর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা প্রভা রানী মালাকার। শমশেরনগর গ্রামের ডাক বাংলোয় পাকিস্তানি সেনাক্যাম্পে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। একই উপজেলার বড়চেগ গ্রামের আরিনা বেগমও পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।

একাত্তরের মে মাসে সিলেটের হবিগঞ্জের মাধবপুর থেকে দুই মাসের গর্ভবতী সন্ধ্যা রানী ঘোষ তার বাবার বাড়ি আদাউর এসেছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধরে হাইস্কুলের সামনে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করে।

একাত্তরের ৩০ মে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনারা ধরলা নদী পেরিয়ে নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী সীমান্তে রায়গঞ্জ হাসপাতালে ক্যাম্প স্থাপন করে। ৬ জুন রাত ৮টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রামগুলোতে ঢুকে নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। নববধূ রেজিয়ার স্বামীকে হত্যা করে রেজিয়াকে রায়গঞ্জ হাসপাতাল ক্যাম্পে এনে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার হওয়ায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

খুলনার বটিয়াঘাটার বারআড়িয়ার কপিলমুনি রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকাররা বিভিন্ন গ্রাম থেকে নারীদের ধরে নিয়ে এসে ক্যাম্পে আটকে রাখত। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের দ্বারা তাঁরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। গুরুদাসী মালোর সামনে তাঁর স্বামী দর্জি গুরুপদ মালো, এক ছেলে এবং দুই মেয়েকে রাজাকাররা হত্যা করে। তাঁকে ধরে নিয়ে রাজাকার ক্যাম্পের পাশে মনি গোলদারের বাড়িতে আটকে রেখে দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতন চালায়।

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলের বলিপাড়া গ্রামের টেপরি রানীও পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

একাত্তরের ২৫ অক্টোবর রাতে রাজাকার ছিদ্দিক ও মোস্তফা মিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনারা আরিনা বেগমের মুক্তিযোদ্ধা স্বামী মোতালিবকে ধরতে আসে। পাকিস্তানি সেনারা আরিনা বেগমকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়।

খুলনার দৌলতপুরে একটি কলোনিতে ভাড়া থাকতেন মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামের আয়েশা বেগম। আয়েশা বেগমকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে যায়। চার দিন চার রাত পাকিস্তানি সেনারা তাঁর ওপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে রিজিয়া বেগম স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় বসবাস করতেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলামটরে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা তিনি গণধর্ষণের শিকার হন।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ষণের শিকার নির্যাতিত নারীদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঠিক কত লাখ বীরাঙ্গনা আছেন, তার সঠিক তালিকা আমাদের কাছে নেই। চার লাখ বা এরও বেশি নারী পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু যাঁদের বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পুরুষ যোদ্ধাদের অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁরা হয়েছেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদিকে ধর্ষণের শিকার নারীদের বলা হয়েছে বীরাঙ্গনা। শব্দগতভাবে আলাদা হওয়ার কারণে সামাজিকভাবেও বীরাঙ্গনারা সমাজে অস্পৃশ্য-অবহেলিত হয়ে আছেন। তাঁরা বীরাঙ্গনা নয়, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। এই পরিচয়ে তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন এই প্রত্যাশা রইল।

রোকেয়ার নারীবাদ

মো. মাহমুদুল হাসান

Feminism বা নারীবাদ শব্দটি শুনলেই অনেকের মনে নানান কল্পনা এবং ধারণার উদ্রেক হয়। কেউ এটাকে নারীত্বের অবসান, যৌন স্বাধীনতা অথবা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সাথে একাকার করে ফেলেন। এর কারণ হতে পারে নারীবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, অথবা নারীবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ না বোঝা। সে প্রেক্ষাপটে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেমন নারীবাদী ছিলেন অথবা তিনি নিজেকে কখনো নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন কি না সে আলোচনা দরকার।

রোকেয়া ছিলেন বহুবিধ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী এবং বহুকার্য সম্পাদনকারী একজন সমাজ সংস্কারক। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। মূলত তিনি চেয়েছিলেন সমাজের ব্যাপক ও সার্বজনীন উন্নয়ন এবং কল্যাণ। সে জন্যে ব্যক্তির উন্নয়নকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশের বিখ্যাত দার্শনিক কবি মুহাম্মদ ইকবাল এবং রোকেয়ার মধ্যে একটি মিল রয়েছে। দুজনই ব্যক্তি মানুষের উৎকর্ষের জন্যে কাজ করেছেন। মানুষ বলতে আমরা নারী ও পুরুষ বুঝি। রোকেয়া দেখলেন যে, এ দুজনের মধ্যে একজন (পুরুষ) অনেকটা স্বাধীন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই অকর্মণ্য এবং অযোগ্য। আর দ্বিতীয়জন (নারী) ঘরে আবদ্ধ এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সেজন্যে রোকেয়া তাঁর লেখায় নারী-পুরুষ দু'জনকে নিয়েই কথা বলেছেন। দু'জনেরই সমালোচনা করেছেন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'জনের প্রশংসাও করেছেন। সে জন্যে রোকেয়ার লেখাকে শুধু নারী বিষয়ক আলোচনায় সীমিত করলে তাঁর সার্বিক মূল্যায়ন হবে না। নারী স্বাধীনতার কথা তিনি বেশি বলেছেন কারণ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ঘরে আবদ্ধ ও অশিক্ষিত রেখে কোনো জাতি সামনে এগোতে পারবে না– এ কথা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। পুরুষের সমালোচনা তিনি বেশি করেছেন কারণ তিনি দেখেছেন পুরুষ অদূরদর্শী। তাঁরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় নারীর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

রোকেয়ার কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সকলের উন্নয়ন। রোকেয়া কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর সময়, অর্থ এবং শক্তি উৎসর্গ করেছিলেন। স্কুলটি এখনও চলছে যদিও তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে নয়। ১৯১৬ সালে তিনি যে আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলামের বঙ্গীয় অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যা এখনো আলো দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বহু প্রজন্মকে আলোকিত করবে তা হলো তাঁর সাহিত্যিক প্রযোজনা। তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল উপাদান বা প্রধান প্রসঙ্গ হলো নারীমুক্তি যা এখন সাধারণত নারীবাদ নামে পরিচিত। যদিও রোকেয়া প্রধানত একজন

মো. মাহমুদুল হাসান, শিক্ষক ও গবেষক, ইংরেজি বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

> মানুষ বলতে আমরা নারী ও পুরুষ বুঝি। রোকেয়া দেখলেন যে, এ দুজনের মধ্যে একজন (পুরুষ) অনেকটা স্বাধীন কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই অকর্মণ্য এবং অযোগ্য। আর দ্বিতীয়জন (নারী) ঘরে আবদ্ধ এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

নারীবাদী লেখিকা হিসেবে পরিচিত, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নিজেকে সেরকম পরিচয় দেননি অথবা কখনোই 'নারীবাদ' শব্দটির সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করেননি। তাঁর সময়ে 'নারীবাদ' শব্দটি সাহিত্য অধ্যয়নে ব্যাপকভাবে পরিচিত বা ব্যবহৃতও হয়নি।

Feminism বা 'নারীবাদ' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য মত হল: ফ্রান্সের নারীবাদকর্মী Hubertine Auclert ১৮৮০-এর দশকে প্রথম feminisme (feminism) শব্দটির উদ্ভাবন করেছিলেন। Merriam-Webster অভিধান-এর মতে ইংরেজিতে feminism শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৯৩ সালে, আর feminist শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৫২ সালে। আরেক মত অনুসারে, ফরাসি সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক Charles Fourier ১৮৩৭ সালে প্রথম feminism শব্দটি আবিষ্কার করেন আর feminist শব্দটি ১৮৭২ সালে প্রথম আবির্ভূত হয়। Mary Wollstonecraft-এর বই A Vindication of the Rights of Woman প্রকাশিত হয় ১৭৯২ সালে। এটাকে যদি পশ্চিমা বিশ্বের প্রাচীনতম তাৎপর্যপূর্ণ নারীবাদী গ্রন্থ মনে করা হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে, 'নারীবাদ' শব্দটি নারী অধিকার আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক পরে এসেছে। Feminism শব্দটির প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি হয়েছিল ১৯১০ সালে যখন মার্কিন suffrage movement অথবা ভোটাধিকার আন্দোলনের একটি অংশ এটি গ্রহণ করেছিল। শব্দটি ১৯৬০ এবং '৭০-এর দশকে পশ্চিমে second wave feminism-এর উত্থানের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

রোকেয়া 'নারীবাদ' শব্দটি নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি অথবা শব্দটি ব্যবহারও করেননি। যাহোক, আমরা তাঁকে একজন নারীবাদী পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করি মূলত আমাদের নিজস্ব একাডেমিক সুবিধার জন্য, যা সম্ভবত খুব বেশি আপত্তিকর নয়। তবে আমরা যদি feminism-এর পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সংজ্ঞার সাথে তাঁকে যুক্ত করি, তাহলে আমরা তাঁর নারী অধিকার আন্দোলনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবো না। যদিও রোকেয়া কোনো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা ভৌগোলিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার বজায় রাখেননি, তিনি পশ্চিমা আধুনিকতার অনুকরণ বা নারীমুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেননি। তাঁর নারীবাদ ছিল অনেকটাই দেশজ বা স্বদেশজাত। একই সাথে, তিনি ছিলেন দূরদর্শী এবং বিপ্লবী।

রোকেয়ার সময়ে, ব্রিটিশ ভারতের পার্সি মহিলারা ঘরোয়া বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমা পোশাক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রোকেয়া এটাকে প্রকৃত মুক্তি মনে করেননি। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন: 'এখন পার্সি মহিলাদের পর্দামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পর্দা ছাড়িয়েছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার তো কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পার্সি পুরুষগণ কেবল বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পর্দার বাহিরে আনিয়াছেন। ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির তো কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না–তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের 'নাকের দড়ি' ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা পর্দার বাহির হইয়াছেন। ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কি?'

রোকেয়া পাশ্চাত্য অর্থে নারীমুক্তি অর্জন করতে চাননি। নারী শিক্ষার প্রচারেও তিনি দেশজ বা স্বদেশজাত সংস্কৃতির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। 'Educational Ideals for the Modern Indian Girl' প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন: When we advocate the education of girls we generally imply the adoption of western methods and ideals in their training to the exclusion of all that is Indian. This mistake on our part cannot be too strongly guarded against. We should not fail to set before the Indian girl the great and noble ideals of womanhood which our tradition has developed. This ideal was narrow and circumscribed in the past. We may enlarge and widen it thus increasing its excellence but what we should avoid is its total neglect and a tendency to slavish imitations of western custom and tradition. (আমরা যখন মেয়েদের শিক্ষার প্রচলনের কথা বলি তখন তাদের শিক্ষায় সাধারণত আমরা ভারতীয় পদ্ধতি এবং আদর্শবাদ দিয়ে পশ্চিমা পদ্ধতি এবং আদর্শ গ্রহণের কথা বুঝি। আমাদের পক্ষ থেকে এটি বড় এক ভুল। নারীত্বের যে মহান ও মহৎ আদর্শ আমাদের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে তা ভারতীয় মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়া আমাদের উচিত নয়। এ আদর্শ অতীতে সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা এটিকে প্রসারিত করতে পারি যার ফলে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়; তবে আমাদের যা এড়ানো উচিত তা হলো এর সম্পূর্ণ অবহেলা এবং পাশ্চাত্য প্রথা ও ঐতিহ্যের অনুকরণের প্রবণতা।)

এভাবে নারীবাদী চিন্তাধারায়, রোকেয়া তাঁর সময়ের বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম আধুনিকতাবাদীদের মতো দেশীয় সংস্কৃতিতে তাঁর আস্থা হারাননি। তাই রোকেয়ার নারীবাদী চিন্তা-ভাবনা এবং নারী শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচারণা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের উচিত তাঁকে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

অ্যাড. রাম লাল রাহা

সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষায় এদেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংবিধানে ২৭ ও ২৮(১) অনুচ্ছেদে বৈষম্য বিলোপ ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমঅধিকার, মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হলেও সর্বস্তরে বৈষম্য নিরসন, নারীর পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এখনো সম্ভব হয়নি। নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য এখনও নির্মম বাস্তবতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, প্রথা, সংস্কৃতি, আইন ও বিধি-বিধানের কারণে নারী ন্যায্যতা, সমতা, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ বহুমুখী সহিংসতার মুখোমুখি হয়। শুধুমাত্র নারী ও কন্যা হওয়ার কারণে নানারূপ সহিংসতার শিকার হতে হয় তাদের।

সহিংসতা নারীকে প্রান্তিক, বৈষম্যমূলক অবস্থানে নিয়ে যায়। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আশির দশক থেকে গুরুত্বের সাথে বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কাজটি শুরু করে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৯ সালে সমতার নীতি, বৈষম্যহীনতার নীতি, রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার নীতি অন্তর্ভুক্ত করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হওয়ার পর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনের ঘোষণা 'নারীর অধিকার মানবাধিকার–নারী নির্যাতন মানবাধিকার লংঘন', ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতাকে সমতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তা নির্মূলে সদস্য রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, অঙ্গীকারের বিষয়; নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বানও সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে অধিকারভিত্তিক ও সেবামূলক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সহায়তার লক্ষ্যে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার আবেদন গ্রহণ, কাউন্সিলিং, আইনগত পরামর্শ প্রদান, মেডিটেশনের মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি, দেনমোহর ও ভরণ-পোষণ আদায়ের মাধ্যমে নারীর ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা, সহিংসতার ঘটনার তথ্যানুসন্ধান, প্রয়োজনে মামলা পরিচালনা, চিকিৎসা সহায়তা, ঘটনার শিকার নারীর নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে রোকেয়া সদনে সাময়িক আশ্রয় প্রদান, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার পদক্ষেপ গ্রহণসহ সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার কাজটি করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। কেন্দ্র, জেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে সর্বত্র পরিচালিত হচ্ছে এ কার্যক্রম।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার এবং নতুন আইন প্রণয়নের নিমিত্তে আইনসংস্কার আন্দোলন করে চলেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যতগুলো আইন প্রণীত হয়েছে তার সবগুলোতে

অ্যাড. রাম লাল রাহা, সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ছিল কখনও প্রস্তাবক, কখনও খসড়া প্রণয়নকারী, কখনও বা উদ্যোগী ভূমিকায়। বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নারী সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইন সংস্কার বিষয়ক সুপারিশমালা পেশ করেছে এই সংগঠন। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (বর্তমানে রহিত); পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ বিষয়ে সুপারিশমালা পেশ করেছে। ২০১০ সালে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন-এর প্রস্তাবনা প্রস্তুত, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কারের লক্ষ্যে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (ইউএফসি)-এর প্রস্তাবনা তৈরি এবং তার অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছে। দ্য সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৯ বিষয়ে সুপারিশমালা পেশসহ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর খসড়া তৈরিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক কাজ করা সহ সুপারিশমালা পেশ করেছে। ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ বিষয়েও সুপারিশমালা পেশ করেছে। এছাড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত বিল; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিডও বেঞ্চবুক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর সংশোধনী, বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৫ (খসড়া); বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; প্রস্তাবিত বৈষম্যবিরোধী আইন, ২০২২ বিষয়ে সুপারিশমালা পেশ করেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আইন সংস্কার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের সহায়তায় প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইনের সংস্কারসহ নতুন আইনের খসড়া প্রস্তাবনা তৈরির এসব কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াসহ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রণীত নতুন আইন গণমানুষের মাঝে নিয়ে যাবার, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার সংবাদের তথ্যের ভিত্তিতে সারাদেশে সংঘটিত নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনার তথ্য সংগ্রহসহ পেপার ক্লিপিং সংরক্ষণের কাজটি নিয়মিত করে চলেছে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরাসরি আবেদন অথবা পেপার ক্লিপিং-এর ভিত্তিতে ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশাসনের নিকট স্মারকলিপি প্রদানসহ আন্দোলনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সহিংসতার ঘটনার বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ, ঘটনার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার কাজটি করে চলেছে অবিরাম। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যা যাতে সুবিচার পায়, এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে।

১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সারাদেশে মামলা পরিচালনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করছে। হত্যা, যৌতুকের জন্য হত্যা, ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, অ্যাসিড সহিংসতার মতো এ ধরনের নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনাসমূহে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়ানো, মামলা পরিচালনায় সহায়তাসহ সার্বিক সহায়তার মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পক্ষে রায় প্রাপ্তিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। মামলা রায়ের পরেও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে থাকা, প্রয়োজনীয় সহায়তা, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হয় সে বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখা ও প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাও করে চলেছে।

উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নারী ও কন্যার অধিকারের সুরক্ষা এবং উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জনস্বার্থে মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে ১২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ধর্ষণের শিকার নারীর ডাক্তারি (মেডিকো-লিগ্যাল) পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'দ্বি-আঙুলের পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' অবৈধ ঘোষণা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নির্দেশনা প্রদানসহ ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ধর্ষণ ও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার বিচারপ্রাপ্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা সংবলিত রায় প্রদান করেন। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন জরুরি। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনাসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণের কাজটিও করে চলেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, তরুণ-তরুণী, অভিভাবকবৃন্দ, প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গসহ গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতীতের ধারাবাহিকতায় ২০০২ সাল থেকে ব্যাপকভাবে সারাদেশে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, সেমিনার করে চলেছে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, পথসভা ও সমাবেশ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে গণমানুষের মাঝে যাওয়ার কাজটিও কেন্দ্র, জেলা ও তৃণমূল পর্যায়েও সমভাবে করে চলেছে।

সমাজের সকল অংশের নারী-পুরুষ, পেশাজীবী, নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের সাথে নিয়ে সচেতনতামূলক আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এই আন্দোলনে সামিল করতে নানামুখী উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ ও তরুণ সমাজকে এই আন্দোলনে যুক্ত করার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে বেগবান করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। চেষ্টা করছে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার, সকলকে সাথে নিয়ে ঘটনার শিকার যারা তাদের পাশে থাকার।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার সার্বিক বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির সার্বিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধানে গবেষণা, সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার বিকল্প নেই। বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, সমীক্ষা কার্যক্রম

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে

পরিচালনা করছে। সহিংসতার ঘটনার রাশ টেনে ধরার জন্য সমীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ বাস্তবায়নে সাংগঠনিকভাবে কাজ করাসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরছে।

নারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি, সুপারিশ এবং সরকারের গৃহীত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, আইন, নীতিমালা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি), বাংলাদেশ পুলিশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি)-এর মাধ্যমে যৌথ কার্যক্রম, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান, হটলাইন সেবা নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ, যৌথ কার্যক্রম থাকলেও সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধ, ঘটনার শিকার নারী ও কন্যার বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা, পশ্চাৎপদ ভাবনা, সংকীর্ণতা, পাঠ্যসূচিতে ও শিক্ষকদের কারও কারও জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাবের পাশাপাশি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে ও প্রতিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জকে গভীরতর করে তুলছে।

প্রতিক্রিয়াশীলতাকে দূরে ঠেলে তৃণমূলে ঘরে ঘরে মানুষের মাঝে গিয়ে নারী ও কন্যার প্রতি বৈষম্য, সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, মানবতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর আগামী প্রতিষ্ঠা দুরূহ হয়ে পড়বে। নারী ও কন্যার স্বাধীন চলাচল, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বটে।

সহিংসতার ঘটনার প্রতিকারের জন্য সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার রিপোর্ট এবং ডাক্তারের সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান ও সাক্ষ্য প্রদান প্রতিকারের জন্য জরুরি। এ ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে অনেক সময় লেগে যায়। ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার দ্বি-আঙুলের পরীক্ষা বা টু ফিঙ্গার টেস্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ অবৈধ ঘোষণা করলেও এ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত প্রটোকলটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অনেকে অবগত নন। এটি সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিংয়ের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাকে নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে মামলা পরিচালনা করতে হয়। অনেক সময় ভয়ভীতি অথবা অর্থের বিনিময়ে আপস, মামলা দুর্বল করে ফেলা হয়। মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে পরবর্তীতে সাক্ষী পাওয়া যায় না। প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, দায়বদ্ধতার দুর্বলতা থাকলে তা মামলার রায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং মামলায় আসামি খালাস পেলে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কাজটি আরও দুরূহ হয়ে পড়ে।

মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান, দক্ষ, দায়বদ্ধ প্রসিকিউশন টিম অতীব জরুরি। আবার ন্যায়বিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিপির পাশাপাশি ঘটনার শিকার নারী ও কন্যা নিজ খরচে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ দিতে চাইলে সেটা সহজে পারেন না। খুব জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। ঘটনার শিকার নারী ও কন্যা যেন মামলা পরিচালনার জন্য আসামির মতো স্বাধীনভাবে সহজে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারেন

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বিতভাবে সহিংসতাকারীদের রুখতে হবে।

সেজন্য এ সংক্রান্ত আইন সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে বিভিন্ন কারণে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনার মামলায় আসামির সাজার হার খুব কম হলেও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পরিচালিত নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার মামলার রায়ে আসামির সাজার হার শতভাগের কাছাকাছি। নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পক্ষে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ দিয়ে মামলা পরিচালনা, সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত করে নিষ্ঠার সাথে মামলা পরিচালনার কারণে এই ইতিবাচক অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনার মামলা, ঘটনার শিকার নারী ও কন্যাকে প্রমাণ করতে হয়। মামলা প্রমাণের দায়ভার সংক্রান্ত আইনী বিধানেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। নারীর প্রতি অবমাননাকর নারীর চরিত্র সংক্রান্ত সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা-১৫৫ (৪) এখনও বিদ্যমান। ২০০৯ সালের ১৪ মে প্রদানকৃত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে অভিযোগ কমিটি এখনো গঠিত হয়ে না থাকলে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণসহ অভিযোগ কমিটির কার্যক্রমের বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা প্রয়োজন। নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০-এর প্রচার ও বাস্তবায়ন, ধর্ষণের ঘটনার মামলা প্রমাণের দায়ভার ঘটনার শিকার নারী ও কন্যার পরিবর্তে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তের ওপর প্রদান, নারীর প্রতি অবমাননাকর সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এরধারা ১৫৫ (৪) বাতিল করা, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার মামলার সাক্ষীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নরোধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে পৃথক আইন প্রণয়ন, নারীর মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদানকৃত রায় ও নির্দেশনাসমূহের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, ধর্ষণের ও সহিংসতার শিকার নারীর বিচারপ্রাপ্তি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৮ সালের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'Health Response to Gender Based Violence-Protocol to Health Care Provider'বাস্তবায়ন জরুরি।

জাতিসংঘের সিডও সনদের বাস্তবায়ন, সিডওসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্তকরণ, নারীর জন্য ক্ষতিকর প্রথা (বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, বিচারবহির্ভূত সালিশি কার্যক্রম, বহুবিবাহ) বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাকে দোষারোপ করা বন্ধ করা, অপরাধীকে কোনোরকম রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান না করা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট সকলের জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়টির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহের ব্যাপক প্রচার, মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তসাপেক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের অগ্রীম পর্যবেক্ষণ প্রকাশ থেকে বিরত থাকা, অনলাইন সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (ইউএফসি) চালুর মতো বিষয়গুলো অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সর্বোপরি মানবাধিকার সম্পর্কে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশব্যাপী সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ, গণমাধ্যমে নারীকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যথাযথ বিনিয়োগও জরুরি হয়ে পড়েছে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বিতভাবে সহিংসতাকারীদের রুখতে হবে। সকল পর্যায়ে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা, গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব হবে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতামুক্ত পরিবার, মানবিক সমাজ গঠন করা।

নারী আন্দোলন ও তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব

আফরুজা আরমান

সময়ের পরিক্রমায় নারী আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। পূর্বের তুলনায় এখন নারী আন্দোলনের বিষয় অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীর অধিকার বিষয়ক নানা ইস্যু। নারীদের উপলব্ধির গভীরতাও তৈরি হয়েছে। নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নারীরা আজ একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীদের মধ্যে একটি জাগরণ তৈরি হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সচেতনতা তৈরি হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা আজ পৌঁছে গেছেন বিমানের ককপিট থেকে পর্বতশৃঙ্গে। দশভুজা নারী ঘরে-বাইরে নিজেকে আলোকিত করছেন প্রজ্ঞা আর মেধায়।

বর্তমান সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি দৃশ্যমান। নারী তাঁর যোগ্যতা দিয়ে সমাজে স্থান করে নেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। নানা প্রতিকূলতা, চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে চলছে নারীর অগ্রযাত্রা। তাঁর এই সম্ভাবনাময় অগ্রসরমান প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করে এগিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন নারীদের জন্য যেমন কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান অধস্তনতা দূর করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন, একই সঙ্গে মূলধারার নারী আন্দোলনে সব শ্রেণি পেশার নারীর সমস্যা ও অধিকারের দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত করে জোর দাবি জানাতে হবে। নারী যত সচেতন হবেন, নারী আন্দোলন তত বেশি সংগঠিত হবে, সেই সঙ্গে নারীর প্রতি পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এবং নারীর প্রতি রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে জোর দাবি গড়ে উঠবে।

নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে নানা ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি যে নেতিবাচক চিত্র দেখা যাচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা সব অগ্রগতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শঙ্কার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি, সেখানে যুক্ত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। সমাজের পেশি শক্তি, অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এ তরুণ সমাজকে ব্যবহার করছে নানা রকম অসামাজিক কাজে। কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে তা সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করছে।

সমাজে এখনো নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমঅধিকার বা সমঅংশীদারিত্ব বলতে যা বুঝায়, সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলা যায়, নারীর কাঠামোগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। আইনে, কলমে নারীর অধিকার বা কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিলেই হবে না। একজন মানুষের যেই অধিকার, সেই সকল অধিকার নারীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করতে হবে। নারীকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজের অধিকার বিষয়ে ভাবলে চলবে না, সামগ্রিকভাবে নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সব সচেতন নারীকে সংগঠিত হতে হবে।

নারী আন্দোলন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কাজেই এতে সমসাময়িক চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সমসাময়িক চাহিদাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামাজিক মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে নারীআন্দোলনে নতুন নতুন ইস্যু যুক্ত হচ্ছে। পূর্বে যৌতুক, বাল্যবিয়ে ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে বা এখনও চলছে কিন্তু এখন নারীদের একটা বড় অংশ বাইরে যাচ্ছে, চাকরি করছে। রাস্তায় এখনো নারীর নিরাপত্তা কম, কর্মস্থলে এখনো নারী-পুরুষের ব্যবধান অনেক। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রভৃতি বিষয়ে নারী আন্দোলনে ইস্যু তৈরি করতে হবে, সোচ্চার হতে হবে।

তবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সমাজে নারীর অবস্থান সুদৃঢ়করণে ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত বাড়ানোর পাশাপাশি পুরুষ আর নারীর সমতায়নের বাড়তি উদ্যোগও খুব দরকার। 'সমতায়ন' দরকার পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি

আফরুজা আরমান, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

ক্ষেত্রে সমতার প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে চাই সমতার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানবসত্তা।

নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম কিন্তু শেষ হয়নি। নারীরা এখন আর অন্তঃপুরবাসিনী নন। কাজেই এখন নারী ঘরে এবং বাইরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নারীর মুক্তি সংগ্রামের ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমরা পেয়েছি অসংখ্য প্রগতিশীল নারী নেত্রীকে, যারা নিজেরা আলোকিত হয়েছেন এবং অন্যদের পথ দেখিয়েছেন। আমরা যাদের আলোতে আজ আলোকিত হয়েছি, যারা আমাদের চলার পথ গড়ে দিয়েছেন। আমাদের পূর্বসূরিরা সংকটময় পরিস্থিতিতে যে পথ তৈরি করে দিয়েছেন, আমরা আজকে সেই পথেই হাঁটছি।

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোর মতো এবং নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সেইরকম শক্তিশালী নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এবং নীতি নির্ধারণী আলোচনায় তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে নারী আন্দোলনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলনের ধারাকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে পরিচালনা করতে হবে পাঠচক্র, আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা প্রভৃতি। নারীর অধিকার, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তরুণদের সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন সাম্প্রকিত ইস্যু/ঘটনা বা সমতাপূর্ণ সমাজ গঠনে তাদের মতামত প্রদান ও আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বেশি বেশি পাঠচক্র পরিচালনা করতে হবে। এবং এর পরিধি কেন্দ্রসহ প্রতিটি জেলা শাখায় বিস্তৃত করতে হবে।

তরুণ প্রজন্মকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আন্দোলনের ধারাকে অধিকতর বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ নিয়মিতভাবে পাঠচক্র পরিচালনা করে থাকে। প্রথমে কেন্দ্রীয়ভাবে, পরবর্তীতে সংগঠনের জেলা শাখাগুলোতে মাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মননশীলতাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া সদস্যদের এর মধ্য দিয়ে পাঠচক্র চর্চার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়, যে অভিজ্ঞতাকে সারা জীবন কাজে লাগানো সম্ভব। জ্ঞানচর্চা ও মননশীলতার জায়গায় পাঠচক্রের মাধ্যমে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম নিজেদের মতো করে চর্চা এবং নিজেদের শাণিত করতে পারেন এই লক্ষ্য নিয়েই পঠচক্রের সূচনা। পাঠ, আলোচনা ও চর্চার কোনো বিকল্প নেই। পাঠচক্রের মাধ্যমে তাদের পাঠাভ্যাস, চর্চা এবং লব্ধজ্ঞানের পারস্পরিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে আগামীতে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে তৈরির প্রয়াস চলছে। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া থেকে শুরু করে সাংবাদিক, পেশাজীবী, শ্রমজীবী নারী এমনকি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সাথে প্রতিনিয়ত নেটওয়ার্কিং করে থাকে। তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সংগঠন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাঠচক্র করে থাকে, যার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নারী-পুরুষ সমানাধিকার মনোভাব তৈরি হয়। কারণ, সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়তে তরুণদের সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হয়ে একটি সমতাপূর্ণ মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজে নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা প্রতিরোধ করে নির্যাতনমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সারথি হলো আজকের দিনের তরুণ প্রজন্ম। যেকোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে তরুণদেরই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে একজন তরুণকে দেখে অন্য তরুণরাও অনুপ্রাণিত হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো সাহস প্রদর্শনের স্থান। এই স্থান থেকেই বাংলাদেশের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তরুণদের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের বর্তমানে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি চলমান সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলনে এগিয়ে আসা সংগঠনের জন্য জরুরি। পাশপাশি, তরুণসমাজকে নিজের শক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে গর্জে উঠতে হবে। অন্যরা নির্যাতনের শিকার হলে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ।

তরুণ আত্মজাগরণ ও আত্মশিক্ষণের তথা আত্মবিকাশের মাধ্যমে জাগরিত যুবশক্তি হিসেবে তারুণ্যের শক্তি ও গর্বে পথ চলতে হবে। তাদেরকে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও লিঙ্গীয় নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে যুক্ত থাকতে হবে। যে কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের শক্তি সেই সমাজও রাষ্ট্রের তরুণ সমাজ। তারুণ্যের শক্তি, সাহস, মেধা ও সচেতনতা নিয়ে প্রশিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। আন্দোলন ও সংগ্রামেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও তারুণ্যের সংগ্রামের সেতুবন্ধন তৈরি হোক নারী-তরুণী-কিশোরী নির্যাতন নিপীড়ন-বিরোধী সংগ্রামের বাস্তব কর্ম-প্রবাহের মাধ্যমে। এই দুই সংগ্রামের ধারার মেলবন্ধন ঘটুক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সকল প্রকার সামাজিক অনাচার, নিপীড়ন প্রতিরোধ ও চিরতরে নির্মূল এবং বহুমুখী কর্মকাণ্ডে। এ যুদ্ধে তরুণ সমাজের সাথে মহিলা পরিষদ তথা নারী আন্দোলন এক সাথেই বাঁধা থাকবে। কারণ, তরুণ প্রজন্মকে সাথে নিয়ে কাজ করাকে সংগঠন সবসময়ই তার শক্তি হিসেবে দেখে আসছে। শুধু পাঠচক্র বা আলোচনা সভা আয়োজন করা নয়, এখানে অংশগ্রহণ করা তরুণ-তরুণীদেরকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন দক্ষ ও কার্যকরী সংগঠক ও কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যারাই হবে আগামী নারী আন্দোলনের নতুন নেতৃত্ব।

শুধু নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে সকল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। সমতাপূর্ণ পরিবার ও সমাজ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা নারী আন্দোলন এগিয়ে যাক তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে। জেন্ডার সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সূচিত হোক নতুন নেতৃত্ব।

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন

'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে'–এই স্লোগান সামনে রেখে ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকাতে ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম।

প্রয়াত সভাপতি আয়শা খানমের স্মরণে বিশেষ শোক প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রয়াত নেত্রীদের স্মরণে বিশেষ সাংগঠনিক শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সহসভাপতি ডা. রওশন আরা বেগম। প্রয়াত সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সংগঠনের সহসভাপতি ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী উপস্থাপন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রেখা চৌধুরী। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান; সুইডেন দূতাবাস বাংলাদেশ-এর ডেপুটি হেড অব মিশন ক্রিস্টিন জোহানসন এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার স্পেশাল করসপনডেন্ট রোজিনা ইসলাম। উদ্বোধনী অধিবেশন পরিচালনা করেন ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের মূল প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদেয় শুভেচ্ছা বাণীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী উল্লেখ করেন, শতাব্দীর নারী আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকার আন্দোলনের ধারায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন তথা সমাজ এবং রাষ্ট্রে সমঅধিকার আর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। করোনো অতিমারীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দেশের নারীসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অতিমারীতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংকট উত্তরণে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকেও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মানিত অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার রেকর্ডকৃত বক্তব্যে বলেন, মহিলা পরিষদ সকল নারীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে কর্মজীবী, শ্রমজীবী এবং পেশাজীবী নারীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করছে। তিনি অভিবাসী নারী শ্রমিক– যারা অনেকেই পাচার, বিভিন্ন ধরণের নৃশংসতা ও সহিংসতার শিকার নারী এবং জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন চালু করার বিষয়ে কাজ করা প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহিলা পরিষদকে আরও সক্রিয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনে নব গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির শপথ গ্রহণ

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি
স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
অর্থনীতিবিদ এবং চেয়ারম্যান, (সিপিডি)

ক্রিস্টিন জোহানসন
ডেপুটি হেড অব মিশন, সুইডেন দূতাবাস

রোজিনা ইসলাম
স্পেশাল করসপনডেন্ট, প্রথম আলো

ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

সুইডেন দূতাবাস বাংলাদেশ-এর ডেপুটি হেড অব মিশন ক্রিস্টিন জোহানসন ১৩তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে এবং বাংলাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গৌরবময় যাত্রার ৫০ বছর পূর্ণ করায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গব্যবধানের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বোচ্চ এবং ১৪৪টি দেশের মধ্যে ৪৭তম হলেও নারী অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক যে, মহিলা পরিষদের মতো নারী সংগঠনগুলি নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে এবং নিশ্চিত করতে পারছে যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীদের অধিকার, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসুবিধা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সরকারি নীতিমালার মূলধারায় জেন্ডার সম্পৃক্তকরণের দাবিতে নারীরা জোর আওয়াজ তুলছেন। এইক্ষেত্রে যদিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য-পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। মহামারীর কারণে বাংলাদেশে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কিছু বিষয় মহিলা পরিষদ চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অভাব, গার্হস্থ্য কাজের অসম বোঝা, মহামারী মোকাবেলায় সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি।

দৈনিক প্রথম আলোর স্পেশাল করসপনডেন্ট রোজিনা ইসলাম বলেন, মহিলা পরিষদ ৫২ বছর ধরে নারীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই সময়কালে নারীদের অগ্রগতি হয়েছে তবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে। যে-কোনো সহিংসতার ঘটনায় নারীদের হেনস্থার শিকার হতে হয়, তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সহিংসতা পাশাপাশি বেশিরভাগ নারী সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়। সহিংসতার ঘটনা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে হলে নারীকে প্রতিবাদী ও সাহসী হতে হবে, তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৩তম জাতীয় সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের একটা অংশকে আমরা প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করছি। তাঁরা আমাদের মাঝে নেই। তিনি প্রয়াত সকল নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সংগঠনের ৫২ বছরের পথচলায় অনেক অর্জন আছে, অগ্রগতি আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও আত্মশক্তিতে বিকশিত নারীসমাজ যারা আজ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা কৃতী নারী হিসেবে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস্য হয়ে উঠেছেন। তারাই আগামী দিনে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর অবদান থাকলেও নারীর অবদানের স্বীকৃতি এবং অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি এখনো আসেনি। নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করে প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হলে উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে যুক্ত করতে হবে, রাষ্ট্রীয় নীতি নারীবান্ধব হতে হবে, বাস্তবায়নকারীদের জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে, সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীদের সমঅধিকার দিতে হবে, সিডও সনদের ধারা ২-এর উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলমান করোনা মহামারীর কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে ৫৫টি জেলা থেকে মোট ৪৮০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত আছেন। সংগঠনের ৫১ বছরের পথচলায়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেখা যাচ্ছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হয়েছে। তবে এর পেছনে রয়েছে রূঢ় বাস্তবতা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর কাজের স্বীকৃতি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়নি। গণতন্ত্র, সুশাসন ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ফলপ্রসূ তা বলা যাবে না। করোনাকালীন সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে উদ্বেগজনকভাবে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৫০ বছরে সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে, নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে এবং নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সকলের জন্য মানবিক, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়তে সকল কাউন্সিলরদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকাস্থ জাতীয় পরিষদ সদস্য, জেলা প্রতিনিধি ও ঢাকা মহানগরের পাড়া কমিটির সদস্যসহ মোট ৭৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এই বর্ণাঢ্য র‍্যালি নানান রংয়ের ও স্লোগানের ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড দ্বারা সুসজ্জিত ও সংগঠিত ছিল। র‍্যালিটি তরুণী সংগঠকদের উপস্থিতিতে খুব প্রাণবন্ত ও উচ্ছল এবং স্লোগানে মুখরিত ছিল।

বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫৭টি জেলা শাখার ৪৬৭ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং ঢাকাস্থ জাতীয় পরিষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

জাতীয় সম্মেলনের ১ম কর্ম অধিবেশনে সাংগঠনিক শোক প্রস্তাব (২০১৯-২০২০) পাঠ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যবিবরণী পেশ করেন সংগঠনের সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম; সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু; কেন্দ্রীয় কমিটি আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম। সভা সঞ্চালনা করেন জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ।

২য় কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনূস। উক্ত অধিবেশনে কমিশনভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১নং কমিশন : করোনার অভিঘাত : নারী আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ ও সংগঠন বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, মডারেটর ছিলেন সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন।

২নং কমিশন : নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা ও নারীর মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম; মডারেটর ছিলেন সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম।

৩নং কমিশন: নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন-গণতন্ত্র, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আলোচনা করেন সহসভাপতি রেখা চৌধুরী; মডারেটর ছিলেন সহসভানেত্রী ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না।

৪নং কমিশন: জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শরমিন্দ নিলোর্মী, মডারেটর ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী।

৫নং কমিশন: নারীআন্দোলনে নেতৃত্ব ও নতুন প্রজন্ম বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, মডারেটর ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. মাহবুবা কানিজ কেয়া।

আলোচনা শেষে দলীয় কাজ অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় কাজে মোট ৪৪৬ কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সম্মেলনের ২য় দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল সাড়ে ৯টায় বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকাতে ২য় কর্ম অধিবেশন ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডা. ফওজিয়া মোসলেম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা মহানগর কমিটির সহসভাপতি হুমায়রা খাতুন। সভার ২য় কর্ম অধিবেশনে ৫টি কমিশনভিত্তিক দলীয় কাজের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। কমিশনভিত্তিক আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম।

৩য় কর্ম অধিবেশনে জাতীয় সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। সাধারণ প্রস্তাব পাঠ করেন পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পারভীন ইসলাম। নতুন কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম উপস্থাপন করেন সহসভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী। ডা. ফওজিয়া মোসলেমকে সভাপতি এবং মালেকা বানুকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ৮৬ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সদস্যবৃন্দের নাম উপস্থাপন শেষে নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যমণ্ডলীকে শপথ পাঠ করান সংগঠনের সহসভাপতি ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না। সমাপনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। সম্মেলনে জেলা শাখা থেকে ৫০৯ জন, ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কমিটি ২৬ জন এবং ঢাকাস্থ ৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ মোট ৫৪৪ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ফেসবুক পেইজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে মোট ৫৯৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন

সংবাদ সম্মেলন

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকাতে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আখতার। 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর' –এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ বছর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস'২১ পালনের লক্ষ্যে কেন্দ্রসহ জেলা শাখাসমূহে ১৫ দিনব্যাপী বহুমুখী কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবীর, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত গণমাধ্যম সম্পাদক রীনা আহমেদ, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনূসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এখনো সম্ভব হয়নি। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন এবং সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। তাঁর বা পাশে সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু ও সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, এবং ডান পাশে লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবির এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক মাকসুদা আক্তার ও সিনিয়র আইনজীবী দীপ্তি সিকদার

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন এবং সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা ও ভয়াবহতা ক্রমাগত উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর অভিঘাত এই সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা ও ভয়াবহতা ক্রমাগত উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর অভিঘাত এই সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে। লিখিত বক্তব্যে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য 'সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা-কে অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গৃহীত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সুপারিশে বলা হয় :

- পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে।
- মানবাধিকার সম্পর্কে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।
- নারীর জন্য ক্ষতিকর প্রথা (বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, বিচারবহির্ভূত সালিশি কার্যক্রম, বহুবিবাহ) বন্ধ করতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন ও বিচারিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকলকে নারীবান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। সিডওসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্ষণের ঘটনার বিচার সংক্রান্ত আইনের সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।
- অপরাধীকে কোনরকম রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান বন্ধ করতে হবে।
- সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সমাবেশের নামে নারীর প্রতি নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।
- গণমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য, ছবি প্রকাশ ও প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নরোধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারীকে দোষারোপ করা বন্ধ করতে হবে।
- তরুণসমাজকে পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকারে উদ্বুদ্ধ করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৫৫ (৪) বাতিল করতে হবে।
- জাতিসংঘের সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ) এর ওপর হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করতে হবে।

উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সরকারসহ নাগরিকসমাজ, তরুণসমাজ, গণমাধ্যম এবং নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার ইস্যুতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যই যথেষ্ট নয়। তবে প্রকাশিত তথ্যসমূহের আলোকে সংগঠন সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে, তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে, বাস্তবমুখী পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। নারীরাও অনেক সময় নারীদের নির্যাতন করছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নারী-পুরুষ এক অভিন্ন সত্তা। পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতনের সংখ্যার তুলনায় নারী কর্তৃক নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা কেমন সেটি এখন দেখতে হবে। নারীকে নির্যাতনের পেছনে সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, পারিবারিক শিক্ষা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব অনেকাংশে দায়ী। নারী আন্দোলন এর বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার। তিনি এ সময় কোনো নারী নির্যাতনকারী হলেই তার দায় নারী আন্দোলনের ওপর না দেয়ার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই দায় সমাজের, সামাজিক প্রেক্ষিতের। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য করণীয় হিসেবে তিনি বলেন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সমন্বিত পরিবর্তন করতে হবে; সহিংসতার শিকার নারীদের পাশে দাঁড়াতে হবে; বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করে নারীর প্রতি সংবেদনশীল বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, প্রচলিত আইনের সংস্কার করতে হবে। ধর্ষণের আইন সংশোধন করা হলেও এর তেমন প্রচার নেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রও সীমিত। তিনি মিডিয়াকে নিয়মিত তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম

বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. শহীদুজ্জামান সরকার, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. সাবিরুল ইসলাম ও আনার কলি মাহবুব।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সুপ্রিম কোর্টের লিগ্যালএইড অফিসার (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ) ফারাহ্ মামুন, ওজিএসবি'র সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসি বেগম, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন) লায়লা ফেরদৌসী, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সামিরা তারান্নুম রাবেয়া, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. মোহাম্মদ মাকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন ও একজন সারভাইভার। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সিনিয়র আইনজীবী রামলাল রাহা।

সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীকে অধঃস্তন করে কোনো সমাজ এগোতে পারে না। নারী ও কন্যা নির্যাতনের বিচার চাওয়ার জন্য এখন আন্দোলন করতে হচ্ছে। নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে, নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে, তাদের শ্রমের মূল্যায়ন করতে হবে, আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জাতীয় বাজেটে নারীর গৃহশ্রমের মূল্যায়নের পরিকল্পনা নিতে হবে। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত হলে সমতা আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এ সময় নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে পৃথক সেল গঠন করার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. শহীদুজ্জামান সরকার বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ভয়েজ রেইজিং যখন শুরু হয়েছে, তখন নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হবে। আজকের আলোচনায় যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেগুলোও একসময় বাস্তবায়ন হবে। তিনি বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা সম্পর্কে বলেন, বিচার একটি প্রক্রিয়া। বিচার শুধুমাত্র আইন দিয়েই হয় না। বিচারের রায় দেয়ার আগে অনেকের উপর নির্ভর করতে হয়। বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো একটি চেইন দুর্বল হয়ে গেলে মামলা দ্রুত শেষ হয় না। মামলার বিচার দ্রুত শেষ না হলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কেবলমাত্র আইনগত পরিবর্তনই নয়, মানসিকতারও পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এজন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. সাবিরুল ইসলাম বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়ের কাজ করা হয়ে থাকে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কমিটি, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটিতে নারী ও এনজিও সংগঠনের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের উদ্যোগ সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব আনার কলি মাহবুব বলেন, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সবাইকে নিয়ে একত্রে এগিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের একত্রে কাজ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সামিরা তারান্নুম রাবেয়া বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা আছে। তারপরও আদালতে আইনি ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার প্রতি এখনো ঘটনার দায় চাপানো হয়। সাক্ষীরা আদালতে ঠিকমত সাক্ষ্য প্রদান না করলে অভিযুক্তকে শাস্তি প্রদান দুরূহ হয়।

মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) কর্মসূচির আওতায় বৈশ্বিক নারী

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম

আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই কর্মসূচি পালন করছে। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম উদ্বেগের বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা। এর মাত্রা ও ভয়াবহতা নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিতে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনদের প্রতি আহ্বান জানান।

ওজিএসবির সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসি বেগম সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, যে চিকিৎসাসেবা তাদের পাবার কথা সেটা যথাযথ হতে হবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার, (উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন) লায়লা ফেরদৌসী বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার নারী ও কন্যা নির্যাতনের মামলাগুলো উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন তদন্ত করে থাকে। ঘটনার শিকার নারী বা কন্যা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে পাঁচ দিনের সাময়িক আশ্রয়ে থাকতে পারে। একটি হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাকে সেবা প্রদা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ২০০৯ সাল হতে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে আইনগত পরামর্শ, কাউন্সিলিং সেবা, রোকেয়া সদনে আশ্রয় প্রদান, মামলা পরিচালনায় সহায়তা করে আসছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন বলেন, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বড় শিকার নারী। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানা আইন রয়েছে। তবে প্রতিকার পেতে গেলে কেমন আইন হওয়া উচিত এবং আইনটি প্রতিকার দিতে পারবে কিনা তার বিশ্লেষণে এখনো অনেক গ্যাপ আছে উল্লেখ করে তিনি কয়েকটি গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করে বলেন, যেসব নারী ও কন্যা ঘটনার শিকার হয়ে আসেন তাদের অনেকেই আইন সম্পর্কে জানেন না। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এ উল্লেখিত প্রতিকার বিষয়ে অনেকেই অবগত নন। এ আইন প্রয়োগের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ধারাবাহিক ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মোহাম্মদ মাকসুদ উল্লেখ করেন, ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ হতে মেডিকো-লিগ্যাল অংশের রিপোর্ট প্রদান করা হয়। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সোয়াব মাইক্রোবাইওলোজি বিভাগে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। বয়স পরীক্ষার জন্য এক্স-রে করতে হয়। সব রিপোর্ট পেতে সময় লাগার কারণে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে সময় লেগে যায়।

সভায় উপস্থিত একজন সারভাইভার বলেন, একটি বাসায় ৩ বছর গৃহকর্মীর কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাকে। নির্যাতনের একপর্যায়ে তাকে বাসা থেকে বের করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে এ ঘটনায় মামলা করার পর আসামি গ্রেফতার হয়। মামলা এখনো চলছে। আসামিরা প্রভাবশালী হওয়ায় তার মাকে প্রভাবিত করার ফলে মামলার রায় এখনো হয়নি বলে জানান তিনি।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সুপ্রিম কোর্টের লিগ্যালএইড অফিসার (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ) ফারাহ্ মামুন বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা।

সহিংসতার শিকার নারীর অনেক সময় থানায় যেতে কিছুটা দেরি হয়। আবার অনেকে কোথায় গেলে আইনি সেবা পাবেন এ বিষয়ে অবগত নন। সরকার যে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনেকে এ বিষয়ে অবগত নন।

লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংরক্ষিত ১৩টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত নারী ও কন্যা নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয় জানুয়ারি-অক্টোবর '২১ সময়কালে ৩,১২৮ জন নারী ও কন্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা সকল ক্ষেত্রে নারীর দৃশ্যমান ইতিবাচক অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। সহিংসতা মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকারে পদক্ষেপসহ প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি জানানো হয়। এ সময় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন, ডাক্তার, আইনজীবী, সমাজকর্মী, গবেষক, গণমাধ্যম, বিচারকবৃন্দকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে ২০টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সুপারিশগুলো হলো–

১। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।
২। নির্যাতনের শিকার নারীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করতে হবে।
৩। বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায় ও নির্দেশনাসমূহের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধে অধিকতর কার্যকর, দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পৃথক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় করতে হবে।
৫। জাতিসংঘের সিডও সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ)-এর ওপর হতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং সিডওসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৬। নারীর জন্য ক্ষতিকর প্রথা (বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, বিচারবহির্ভূত সালিশি কার্যক্রম, বহুবিবাহ) বন্ধ করতে হবে।
৭। নির্যাতনের শিকার নারীকে দোষারোপ করা বন্ধ করতে হবে।
৮। অপরাধীকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান বন্ধ করতে হবে।
৯। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন ও বিচারিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সকলকে নারীবান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।
১০। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের অগ্রীম পর্যবেক্ষণ প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে।
১১। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনসমূহের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
১২। অনলাইন সহিংসতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১৩। নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যথাযথ বিনিয়োগ করতে হবে।
১৪। সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সমাবেশের নামে নারীর প্রতি নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।
১৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
১৬। গণমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য, ছবি প্রকাশ ও প্রচারণা বন্ধ করতে হবে।
১৭। বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করতে হবে।
১৮। মানবাধিকার সম্পর্কে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।
১৯। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।
২০। সকল পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা, গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করাসহ সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ–

- সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়াতে হবে।
- মানসিকতার পরিবর্তনসহ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের উপর জোর দিতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রয়োগের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ধারাবাহিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- থানাগুলোকে আরও নারীবান্ধব হতে হবে।
- ধর্ষণের বর্ণিত সংজ্ঞার বাইরে সুক্ষ্ম বিষয়সমূহকে ধর্ষণের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ধর্ষণ ও যৌন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিমকে সহজে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে।
- মামলা পরিচালনায় প্রসিকিউশন টিমকে আরও এক্টিভ হতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সকলে মিলে সরকারের বিনামূল্যে আইনগত সেবা প্রদান সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে।
- ঘটনার প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা একত্রে কাজ করতে হবে।
- নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে পৃথক সেল তৈরিসহ নির্যাতনের ঘটনা মনিটরিং করতে হবে।

সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবির, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত গণমাধ্যম সম্পাদক রীনা আহমেদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর শাখার নেত্রীবৃন্দ, আইনজীবী, সাংবাদিকবৃন্দসহ মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

আদিবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কে আদিবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দের একাংশ

'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে ৬ ডিসেম্বর'২১ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম, মুনিরা খান মিলনায়তনে 'প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আক্তার। সভায় আরো আলোচনা করেন আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব চঞ্চনা চাকমা, সমন্বয়কারী ফাল্গুনী ত্রিপুরা, বাংলাদেশ যুব ফোরামের মনিরা ত্রিপুরা, কাপেং ফাউন্ডেশনের সুজয়া ঘাগ্রা ও মহিলা পরিষদের জুনিয়র আইনজীবী সিনো মারমা।

স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। স্বাধীনতার পর আমরা সংবিধান পেয়েছি। সংবিধানে সকলের জন্য সমতা ও মানবিক মর্যাদার কথা বলা হলেও সকল নাগরিকের মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ এখনো নানা বৈষম্যের শিকার। বৈষম্যের মূল কারণ নারীর প্রতি সহিংসতা। এসডিজির যে দর্শন- কাউকে পিছনে ফেলে নয় এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং সবার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আজকের মতবিনিময় সভা থেকে আসা সুপারিশসমূহ অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা রেখে বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আক্তার বাংলাদেশের প্রচলিত পারিবারিক আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, দত্তক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণ- ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় বক্তারা সকলকে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আইনটির অধীনে চট্টগ্রামে এখনও শাসন চলছে। এর রেজ্যুলেশন বাস্তবায়ন নিয়ে এখন আইনি লড়াই চলছে। এই আইন বাতিল করা হলে আদিবাসীদের জীবনে আরো প্রান্তিকতা নেমে আসবে। বক্তারা আদিবাসীদের মানবাধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠা জন্য কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করেন। তারা বলেন,

প্রথাগত আইনকে সুরক্ষিত করতে হবে, আদিবাসীদের ভূমির প্রকৃত মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে, আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে। মারমাসহ সকল অধিবাসীদের সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আইনের মাধ্যমে বলবৎ করতে হবে। আদম শুমারিতে আদিবাসীদের প্রকৃত সংখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। পরিসংখ্যান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড বরাদ্দ করতে হবে। ভূমি ও অর্থনীতিতে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে আদিবাসীদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যে ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে হবে, আদিবাসীদের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করতে হবে, আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে চলা সংঘর্ষ নিরসন করতে হবে, সকলের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নে আমরা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি তাকে আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। সকলের নাগরিকের অধিকার বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, আদিবাসী নিজস্ব প্রথার সাথে যাতে সাংঘর্ষিক না হয় সেটিও বিবেচনায় রেখে তাদের মূলধারার নারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

মতবিনিময় সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, অধ্যাপক হান্নানা বেগম, লক্ষ্মী চক্রবর্তী, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবীর, প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা, সংগঠন সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক এবং ভারপ্রাপ্ত গণমাধ্যম সম্পাদক রীনা আহমেদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, ঢাকা মহানগর কমিটির লিগ্যালএইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরীন এবং সংগঠনের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক জনা গোস্বামী। সভার মোট উপস্থিতি ছিল ৫০ জন।

অভিন্ন পারিবারিক আইন বিষয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

বিশ্বব্যাপী ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করে আসছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদও প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিবস পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর'- এই বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে পক্ষকালব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ এবং লিগ্যালএইড উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে 'অভিন্ন পারিবারিক আইনের আলোকে সম্পদ সম্পত্তিতে সমঅধিকার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা' বিষয়ে ৯ ডিসেম্বর'২১ তারিখে গ্রিন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রিন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রধান ড. পারভেজ আহমেদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদা রেহানা বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবীর এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক রীনা আহমেদ এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নারী নির্যাতনের মূল কারণ, সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও কিছু প্রচলিত আইন কানুন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ যেন সমঅধিকার পায় সে জন্য দেশের সুধীসমাজ, নাগরিক সমাজের সাথে সমন্বয় করে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইনের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক রীনা আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নারীমুক্তির দর্শন নিয়ে বহুমাত্রিক কাজ করে যাচ্ছে। নারীর মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করে আসছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসসহ ১৬ দিনব্যাপী কর্মসূচি শুরু হয় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এবারের কর্মসূচির মধ্যে 'অভিন্ন পারিবারিক আইনের আলোকে সম্পদ সম্পত্তিতে সমঅধিকার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা' বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আদিবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৯৩ সাল থেকে অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্য নিয়ে দেশে-বিদেশে জনমত সৃষ্টি করছে এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়-অভিন্ন পারিবারিক আইনের আলোকে সম্পদ সম্পত্তিতে সমঅধিকার নিয়ে তরুণ প্রজন্ম যারা আগামী দিনে পরিবারে-সমাজে অবদান রাখবেন তারা কী ভাবছেন? তাদের মতামত-ভাবনা-সুপারিশ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ গুরুত্বের সাথে

সম্পদ-সম্পত্তিতে সম অধিকার: তরুণ প্রজন্মের ভাবনা বিষয়ে গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়সভায় উপস্থিতির একাংশ

গ্রহণ করে এবং এই সংগঠনের কর্মসূচিতে সংযুক্ত করে।

তিনি উপস্থিত তরুণ প্রজন্মের সামনে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের একটি উক্তি তুলে ধরেন, 'ভগিনীরা! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যা, আমরা জড়োয়া অলংকার-রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ'। যা তিনি ২০০'শ বছর আগে বলে গিয়েছেন- তাঁর এই উক্তিতেই আমরা বুঝতে পারি যে কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন রোকেয়া। তাঁর সেই চিন্তা-ভাবনা নিয়েই আমরা আজও কাজ করে যাচ্ছি। তরুণপ্রজন্মের মধ্যে এই দর্শনকে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, নারীরা মানুষ। শুধু সম্পদ-সম্পত্তিতে নয়, সর্বস্তরে যেন নারী সমান অধিকার পায়- এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। এখন যারা তরুণ তারাই আগামীদিনের পরিবার ও সমাজ নির্মাণের কারিগর। তারাই নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক একটি সমাজ গড়বে- এটাই আমাদের আশা।

মহিলা পরিষদের লিগ্যালএইড উপপরিষদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট দীপ্তি সিকদার তরুণপ্রজন্মের প্রতি সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, সমমর্যাদাভিত্তিক একটি সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়ে অভিন্ন পারিবারিক আইনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীদের অভিমত-

এখানে সমঅধিকারের ক্ষেত্রে আর্টিকেল ২৭ যেমন আছে তেমনভাবে আর্টিকেল ৪১-ও আছে, যেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিক যার যার ধর্ম পালন করবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মে সূরা নিসায় যা বলা হয়েছে অভিন্ন পারিবারিক আইন তার বিপরীতে যাচ্ছে। আবার হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ধর্মেও এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব আছে। আপনারা বলছেন, এই আইনগুলো শত বছরের পুরানো, বৈষম্যমূলক। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যে, আপনারা বলছেন যে, জনমত যাচাই করেছেন। আসলে সেটা কতটা হয়েছে। তারা কী ভাবছে যে, তারা বঞ্চিত হচ্ছে? ইসলাম ধর্মে যেটুকু সম্পত্তির অধিকার নারীদের দেয়া হয়েছে তা-ই সঠিকভাবে তারা পাচ্ছে না বলে আমরা ধরেই নিয়েছি। আসলে এ ব্যাপারে কতটা রিসার্চ আমাদের আছে? অভিন্ন পারিবারিক আইনে যখন আমরা যাব তখন আর্টিকেল ৪১ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এখানে মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মানুষ এটা কেন মানতে চাইবে? বা অন্য ধর্মের মানুষও তাদের ধর্মের বাইরে এসে এটা মানতে চাইবে? নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি তাহলে মুসলিমরা তাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ এবং অন্যরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পালন করবে। আর আমরা যারা ধর্মের নিয়ম মেনে চলি না তারা এটাকে মানতে পারি। তা না হলে এই আইন যখন বাস্তবায়নের দিকে যাওয়া হবে তখন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আইন তো মানুষের জন্য। তাই অধিকাংশ মানুষ কী ভাবছে সেটাকে ভাবতে হবে। যেহেতু আর্টিকেল ৪১ এ বলা হয়েছে তাই সে ক্ষেত্রে আপনাদের সমাধান কী হতে পারে?

এখানে যে তৃতীয় লিঙ্গের কথা উঠে এসেছে, তাদেরকে আমরা দেখে এসেছি বাস থেকে টাকা নেয়, পথে-ঘাটে থেকে টাকা তোলে। আমরা কখনো ভাবি না যে এরাও আমাদের মত মানুষ। এরা এমন হলো কেন? তারা মানুষ হিসেবে যে অধিকার পাওয়ার কথা তা পায়নি। তাদের সম্পত্তির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আজকে যেখানে প্রাণীর অধিকারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে কেন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকারের ব্যাপারে আমরা এক পা পিছিয়ে যাই। আমাদের আইনের বিধান নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। আমরা যদি তাদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে চলতে পারি, একই কাতারে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই তৃতীয় লিঙ্গ শব্দটা দূরে চলে যাবে।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের প্রতি বৈষম্য শুরু হয় জন্মের পর তার পরিবার থেকে। তারপর প্রতিবেশী এবং সমাজ থেকে। তাদেরকে সম্পত্তির ভাগ দেয়া হয় একজন মেয়ের সমান। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের যেমন বিয়ে সম্ভব না। তার স্বামীর ওপর নির্ভর করার সুযোগ নেই। তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার নিজেকেই বহন করতে হয়। স্বামীর সম্পত্তিও সে পাবে না। সে ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তির ভাগ আরও কম হয়ে যাচ্ছে না? তাই তাদেরকে একজন ছেলের সমান সম্পত্তি দেয়া উচিত নয় কী?

২০২১ সালে প্রতিযোগিতার যুগেও যেখানে ৩.৫ পেয়েও একজন ছেলে স্কিল থাকা সত্ত্বেও চাকরির সুযোগ পাচ্ছে না সেখানে একটি মেয়ে ৩.২ পেয়েও স্কিল ছাড়াই চাকরি পাচ্ছে সেখানে বারবার সমঅধিকারের কথা বলে মেয়েদেরকে আরও ছোট করা হচ্ছে না?

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি যখন আসে তখন আমরা শুধু শারীরিক নির্যাতনের দিকটিই দেখতে পাই কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে নির্যাতন হয় সেটা আমরা চোখে দেখি না বা কাউকে বলতেও পারি না। পরিবার থেকেই যে ভাই-বোনের মধ্যে বৈষম্য শুরু করা হয়। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারপর আসে শ্বশুর বাড়িতে মানিয়ে নিতে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই যে নানামুখী মানসিক চাপ পড়ে সেক্ষেত্রে আইন কিভাবে সহায়ক হতে পারে? বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম বলেন, মহিলা পরিষদ প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন। যা নারী পুরুষের সমতার আলোকে প্রণীত হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজের পিছনে কিন্তু একটা দর্শন থাকে। কেন এই কাজটা করছি, কেন এই কাজটা করতে চাচ্ছি? বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্তাবিত, অভিন্ন পারিবারিক আইনেরও মূল দর্শন হচ্ছে, মানবাধিকার। নারী পুরুষ উভয়েই আমরা মানুষ। সকলেরই রয়েছে মানবাধিকার। অমরা দেখছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে যে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষিত হলো সেখানে বলা হয়েছে যে, সকলেই মানুষ। সকল মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা। জন্মসূত্রে মানুষ স্বাধীন। এই বাক্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। আমরা তখনই দেখেছি এই নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে একটি বিতর্ক শুরু হয়েছিল। 'সকল মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন' এই মানুষ কারা? তার মানে এই মানুষ নারী-পুরুষ উভয়েই। সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি এখানে কোন বিভেদ নাই। কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখছি, এই মানুষ হয়ে জন্মানোর পরেও সমাজ এক জনকে নারী করে তুলছে আর এক জনকে পুরুষ করে তুলছে। এই যে নারী-পুরুষ তৈরি করা এটা কিন্তু সামাজিকভাবে তৈরি করা হয়েছে প্রাকৃতিকভাবেে তৈরি হয়নি। একটি শিশু যখন জন্ম নেয় সে একইভাবে মায়ের গর্ভে ১০ মাস থাকে, একইভাবে জন্ম নেয়, একইভাবে মায়ের স্তন পান করে বড় হয়। কিন্তু জন্মের পর সে একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষ এবং নারী হয়ে উঠে। এই যে একটি বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে এটা কিন্তু প্রকৃতিপ্রদত্ত নয় এটা তৈরি করছে বৃহত্তর সমাজ। অর্থাৎ আমাদের পরিবার, আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সমাজ এরাই একজনকে নারী এবং একজনকে পুরুষ হিসেবে তৈরি করছে। এখানেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সকলেই জন্মসূত্রে মানুষ, সকলেই জন্মসূত্রে স্বাধীন, সকলেরই জন্মসূত্রে রয়েছে মানবাধিকার। এখানে নারী-পুরুষভেদে কোনো ভেদাভেদ হতে পারে না, কোনো ভিন্নতা থাকতে পারে না। মানবাধিকার শব্দটা হচ্ছে একটি ইউনিক শব্দ। এখান থেকেই কিন্তু আমাদের অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা। আমি মনে করি আপনারা আইনের শিক্ষার্থী, আইনের শিক্ষক। আপনারা আমার চেয়ে আইন, সংবিধান সম্পর্কে আরো বেশি জানেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, সংবিধানে আর্টিকেল ২৭-এ বলা হয়েছে সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। ঠিক তেমনি আর্টিকেল ২৬ ধারায় রয়েছে যে, নারী-পুরুষের কোনো বৈষম্যপূর্ণ কোনো আইন থাকতে পারবে না। যদি থাকে তাহলে তা বাতিল করতে হবে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক আরোও বলেছেন যে, সংবিধানের ৪১ ধারায় আছে, ধর্ম পালনের অধিকার সবার আছে। অবশ্যই ধর্ম পালনের অধিকার সবার আছে। আমরা মানুষ হিসেবে বিভিন্ন ধর্মে জন্মগ্রহণ করতে পারি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। এজন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লক্ষ্য হচ্ছে, একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক একটি সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে তোলা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। সবাই যার যার ধর্ম পালন করবে। এখানে কিন্তু আমাদের কোনো মতবিরোধ নাই। কিন্তু আমরা এখানে অভিন্ন পারিবারিক আইনের যে প্রস্তাবনা করেছি সেটা কিন্তু সার্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তিতে, সিডও সনদের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। সবাই যার যার ধর্ম পালন করবে। এখানে কিন্তু আমাদের কোনো মতবিরোধ নাই। কিন্তু আমরা এখানে অভিন্ন পারিবারিক আইনের যে প্রস্তাবনা করেছি সেটা কিন্তু সার্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তিতে, সিডও সনদের ভিত্তিতে।

সভাপতির বক্তব্যে গ্রিন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের চেয়ারম্যান পারভেজ আহমেদ বলেন, মহিলা পরিষদের বিভিন্ন কাজ নিয়ে বিশেষ করে সীমা মোসলেম আপা যেসব কর্মসূচির কথা বললেন সে-সব বিষয়ের বিভিন্ন বই, বিভিন্ন সাময়িকী যদি আমাদেরকে দেয়া হয় তা হলে আমরা সেগুলো অমাদের শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারি, আলোচনা করতে পারি। আর এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা মিলে এই সামাজিক বৈষম্য আসলে ধর্মীয় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি না তা নিয়ে একাডেমিক একটা গবেষণা করতে পারি। সেই সাথে আপনাদের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের গবেষণা, সমাজের বিভিন্ন মানুষদের সাথে আলোচনা করে বেরিয়ে এসেছে সেটাসহ আমরা বিভিন্ন একাডেমিক দৃষ্টিতে আলোচনা করতে পারি। আজ যে আলোচনা করেছি এটা আসলে এখানেই শেষ না, মাত্র শুরু। তিনি এসব বিষয়ে আরো আলোচনা করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। সে থেকে প্রতি বছর এ দিন 'মানবাধিকার দিবস' পালিত হচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর'২১ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০২১-এ আয়োজিত এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও' 'Reducing inequalities, advancing human rights' স্লোগানে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসির নেতৃত্বে মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সামনে থেকে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ফার্মগেট পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষ করে পরবর্তীতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ আয়োজিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ অডিটরিয়াম খামারবাড়ি, ফার্মগেটে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে ভাষণ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি ও মন্ত্রণালয়ের লেজিসলিটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মো. মইনুল কবির। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী।

বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহার নেতৃত্বে ঢাকা মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১২ জন অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভা

নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন

১২ ডিসেম্বর'২১ তারিখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর সমঅধিকার নিশ্চিত কর'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনলাইনে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন খন্দকার ফারজানা রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ, দীপ্ত টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফুয়াদ আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন, বাংলদেশ সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাড. জেসমিন সুলতানা (শামসাদ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক রেখা চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবীর, অর্থ সম্পাদক দিল আফরোজ বেগম, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক এবং গণমাধ্যম সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) রীনা আহমেদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুর, স্বাস্থ্য সম্পাদক ডা. সামিনা চৌধুরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক, সাংবাদিক, কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা : মানবাধিকার লঙ্ঘন শিরোনামে অনলাইন মতবিনিময় সভায় যোগদানকারী আমান্ত্রিত অতিথি এবং সংগঠনের নেত্রী ও কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

সঞ্চালনা করেন মহিলা পরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আখতার।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গৃহীত নানা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, যারা মানবাধিকারের সুরক্ষা দেবেন তাদের মানবাধিকারের বিষয়টা জানা জরুরি। আমাদের সংবিধানে সবার মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইন করার পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা। তিনি বলেন, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা প্রায় ৭৩ বছর হয়েছে। পরবর্তীতে আরো ৯টি মানবাধিকার সনদ যুক্ত হয়েছে। বর্তমান মানবাধিকারের ধারণার একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে তবে অদূর ভবিষ্যতে এই ধারণার আরো বিস্তার লাভ করবে আশা করি। নারীর প্রতি সহিংসতা ধর্ষণ চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা লক্ষ করছি বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা, সাক্ষীর সুরক্ষা আইন না থাকা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে একজন নির্যাতনের শিকার নারীকে যেতে হয়। তিনি বলেন, দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যা, ঘুম, খুনের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তৈরির পিছনে নারীর মানবাধিকার সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বাধীনভাবে দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা শুধু নারীর একার জন্য অপমান নয়, এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপমানজনক। দীর্ঘ চার দশক ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, আইন সহায়তা প্রদান এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে করে যাচ্ছে। এরপরও নারীর প্রতি সহিংসতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এবং বিনির্মাণে সকলের সাথে মানবাধিকার সংগঠনকে সাথে নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক খন্দকার ফারজানা রহমান বলেন, কোভিডকালে নারীর প্রতি সহিংসতা আরো বেড়ছে। নারীকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অবমাননা করা হচ্ছে। উচ্চপদে থাকলেও নারীদের তুচ্ছ ভাবা হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক লিঙ্গসূচক, মানবাধিকার ইত্যাদি সূচকে এগিয়ে আছে তবুও নারীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আশা করেন। 'তরুণরা সহিংসতার সাথে যুক্ত হচ্ছে' এই বিষয়ে গবেষণা হওয়া

“ ধর্ষণের ফলে কারো মৃত্যু হলে সেখানে যে রিপোর্ট হচ্ছে তাতে নিহতের পরিবার কোনো সহায়তা পাচ্ছে না। নারীর চরিত্র নিয়ে বিভিন্নভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুৎসা রটনা করা হয়।

প্রয়োজন বলে মনে করেন।

দীপ্ত টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফুয়াদ আহমেদ চৌধুরী বলেন, নারী নির্যাতনের তদন্ত প্রতিবেদনগুলো বই, কাগজ-কলমে আটকে থাকে। অনেকক্ষেত্রে সময়মত সংবাদও আসে না। জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তার করতে হবে। জনমানুষকে জানানোর জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ বলেন, ধর্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইন পরিবর্তন করা জরুরি। এই বিষয়ে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রে বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। দেশে প্রচলিত বিচারব্যবস্থা জেন্ডার সংবেদনশীল করতে হবে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন– তাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করা প্রয়োজন। মানবাধিকারের ইস্যু নিয়ে বিচার কার্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক ও গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন বলেন, ধর্ষণ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। তিনি ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় ৫৬ হাজার ২৬৭টি নারী ও কন্যা নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন। যার মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে ধর্ষণ। তিনি বলেন, ধর্ষণের ফলে কারো মৃত্যু হলে সেখানে যে রিপোর্ট হচ্ছে তাতে নিহতের পরিবার কোনো সহায়তা পাচ্ছে না। নারীর চরিত্র নিয়ে বিভিন্নভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুৎসা রটনা করা হয়। এগুলো বন্ধে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করেন তিনি।

প্রধান অতিথি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমানে বাংলাদেশ সবার শীর্ষে আছে। কিন্তু ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের নানা ঘটনা সব অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে। ধর্ষণ কেন হচ্ছে এর মূল কারণ উদ্ঘাটন করতে হবে বলে তিনি মত দেন। তিনি জানান, ইতোমধ্যে ৪০টার উপরে ‘কেস মিটিং’ করা হয়েছে এবং সকল মন্ত্রণালয় ও সংবাদমাধ্যমে এসব ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। তবে সরকার ও মানবাধিকার কমিশনের একার পক্ষে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের সম্মিলিত উদ্যোগ। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এসব নিয়ে কাজ করছে।

সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, আমরা দেখছি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। আমরা লক্ষ করছি এই সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সহিংসতা বন্ধ করতে হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের পরিধি বাড়ানোসহ কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাতে নির্যাতনের শিকার সকলের আশ্রয় স্থল হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করা। তিনি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলের বিষয়ে জাতীয় সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করে জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান।

সুপারিশসমূহ

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনের পরিবর্তন করতে হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
- মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষায় মানবাধিকার কমিশনকে দ্রুত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানের জন্য কমিশনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দলকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার বিষয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিচার বর্হিভূত হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- মানবাধিকার বিষয়ে স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণসহ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন করতে হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে মানবাধিকারের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা বন্ধে দ্রুত কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে

সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী সমাবেশ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা-বিরোধী সমাবেশে মঞ্চে উপবিষ্ট সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর'২১ তারিখে সম্প্রতি শারদীয় দুর্গাপূজায় কুমিল্লা, চৌমুহনী, রংপুরের পীরগঞ্জসহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার প্রতিবাদে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও- এই স্লোগানকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী এক প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। সমাবেশের শুরুতে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী।

সভায় বক্তব্য রাখেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর; গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাড. সালমা আলী; স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকার; আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ফাল্গুনী ত্রিপুরা।

সভায় সংহতি জানান ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দীন আহমেদ মানিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন সাদেকা হালিম; সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ; বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, প্রজন্ম একাত্তরের আসিফ মুনীর; হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টা কাজল দেবনাথ। সমাবেশে ঘোষণা পাঠ করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক নিনা গোস্বামী।

সভায় বক্তারা বলেন, আজ সময় এসেছে এসকল ঘটনা কেন বারবার ঘটছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। সমাজ থেকে এই সহিংসতা চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গড়তে আইসিটির ৫৭-ধারা বাতিলের দাবি জানান। পাশাপাশি তারা আরো বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে, সকল ধর্মের মানুষকে সমান মর্যাদা দিতে হবে, জনপ্রতিনিধি, জনগণ সকলকে অসাম্প্রদায়িক হতে হবে।

সভায় সংহতি প্রকাশ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা যারা করছে তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আহ্বান জানান। বিভিন্ন ওয়াজের মাধ্যমে ধর্মীয় বিদ্বেষ তৈরিকারী ও সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। তারা সংবিধানের ৪টি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করে বলেন বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা আমাদের সামগ্রিক জীবনে কমে আসছে। আজ সকল কিছুতেই ধর্ম নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আজ ধর্মচর্চার সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে। রাজনীতিতে আজ ধর্ম নিয়ে আসা হচ্ছে। আমরা যত সমালোচনাই করি না কেন, রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করতে না পারলে প্রশাসন, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ আমাদের সমগ্র সমাজকাঠামো কখনোই অসাম্প্রদায়িক হতে পারবে না।

সমাবেশে ঘোষণা পাঠ করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক নিনা গোস্বামী। তিনি এ সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে ১২ দফা দাবি জানান।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে এই ধরনের সহিংসতার ঘটনায় কারোই কাম্য নয়। এই ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না। তিনি বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধের দাবি জানান এবং প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে শহীদ মিনার থেকে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর পর্যন্ত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সংগঠনের কর্মকর্তাসহ প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের উপপরিচালক শাহনাজ সুমী।

ধর্ষণের মামলার রায়ে আদালতের পর্যবেক্ষণের প্রতিবাদে মানববন্ধন

কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে রেইনট্রি হোটেলে ধর্ষণের মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে ১৪ নভেম্বর'২১ তারিখে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আলোচিত রেইনট্রি হোটেলে ধর্ষণের মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে আমরা অত্যন্ত হতাশ এবং উদ্বিগ্ন। ধর্ষণের মত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় এই পর্যবেক্ষণ নারীর প্রতি সংঘটিত অপরাধকে আরো ঘনীভূত করবে, সুষ্ঠুভাবে বিচার কাজ পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে দেশের দুইজন নাগরিকের প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে, তাদের মানহানি করা হয়েছে এবং তাদের মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতা যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে, নারীকে যে এখনো অধঃস্তন ভাবা হয় এবং আইনের যে সীমাবদ্ধতা আছে তাও একই সাথে স্পষ্ট করে তুলেছে। তারা প্রশ্ন তোলেন, ধর্ষণকারীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পরও কেন এ রায় প্রভাবিত হলো? রায়টির পর্যবেক্ষণ নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং জেন্ডার ব্যালেন্স রক্ষা করার পরিবর্তে চরমভাবে জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। তারা আরো বলেন, এই ধরনের ঘটনায় একজন বিচারকের সাময়িক অপসারণ যথেষ্ট নয়। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এবং ধর্ষণের ঘটনাসহ সকল নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিতে বক্তারা কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন।

দাবিসমূহ হলো : বিচারব্যবস্থায় জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দূর করতে হবে। বিচারব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তনসহ অন্যান্য আইনের সংশোধন করতে হবে। বিচারকদের জেন্ডার সংবেদনশীল মনোভাব তৈরি করতে তাদের প্রশিক্ষণে জেন্ডার ইস্যুকে সংযুক্ত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, রেইনট্রি হোটেলে ধর্ষণের মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে সৃষ্টি হওয়া নানা প্রতিক্রিয়ার ফলে রায় দেয়া বিচারকের বিচারিক ক্ষমতা সাময়িক প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় আইনমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় তিনি প্রশ্ন রাখেন, এই ঘটনায় আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হলো, কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে জানেন

ধর্ষণের ৭২ ঘন্টা পর মামলা নেওয়া যাবে না– ধর্ষণ মামলার রায়ে আদালতের এমন পর্যক্ষেণের প্রতিবাদ জানিয়ে হাইকোর্টের সামনে মহিলা পরিষদের মানববন্ধন

কি না, যথাযথভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন কি না, ভিকটিমের প্রতি জেন্ডার-সংবেদনশীল মনোভাব রাখেন কি না- তা কে মনিটর করবে? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর বিচার বিভাগের এ দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারীবান্ধব নানা আইন হলেও আইনের বাস্তবায়ন নেই। অপরাধের দায় স্বীকারের পর অপরাধীদের অসাধু উপায়ে এবং অন্যায়ভাবে টাকা ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রক্রিয়া থেকে বিচারব্যবস্থাকে মুক্ত করা না গেলে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয়। আইনের অপব্যাখ্যার দায় সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করে। বিচারব্যবস্থা যেন সাধারণ মানুষের বিচার পাওয়ার পথকে সংকুচিত না করে প্রসারিত করতে পারে সে লক্ষ্যে আরো কাজ করতে আইন ও বিচার বিভাগকে আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, বিচারের রায়ই শেষ কথা নয়, দোষ সবসময় প্রমাণিত হয় না, তা সত্ত্বেও দোষী সমাজের কাছে দোষী হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

ধর্ষণ মামলার রায়ে আদালতের পর্যক্ষেণের প্রতিবাদে হাইকোর্টের সামনে মহিলা পরিষদের মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, পাশে উপস্থিত সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেমসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, কেন্দ্রীয় কমিটির লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আখতার লাইলী, অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এ. কে রাশেদুল হক। মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগর কমিটির অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং সংগঠনের কর্মকর্তাগণ। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অ্যাডভোকেসি ও লবি ডিরেক্টর জনা গোস্বামী। মানববন্ধনে প্রায় শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

সানেম ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ জেন্ডার বাজেট মনিটরিং কার্যক্রম

১৩ ডিসেম্বর'২১ তারিখে জেন্ডার বাজেট মনিটরিং গবেষণার অংশ হিসেবে রংপুর বিভাগীয় ভার্চুয়াল এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়। এফজিডিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও অ্যাডভোকেসি লবি জনা গোস্বামী, প্রোগ্রাম অফিসার নুরুন নাহার তানিয়া এবং সানেম-এর পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করেন ইসরাত জাহান, মীর আশরাফুন নাহার, ওমর চৌধুরী, সোয়েব আহম্মেদ ও আশরাফুল এহসান। রংপুর বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করেন দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান, রংপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রুমানা জামান, আদিবাসী নারীর পক্ষে শিক্ষার্থী কৃষ্ণা প্রিয়া মুর্মু, গৃহিণী নারীর পক্ষে গৌরী ভট্টাচার্য, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, গাইবান্ধা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, কৃষক নারী খুরশিদা, মিডিয়া প্রতিনিধি রিক্তু প্রসাদ, পৌরসভার সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর মাহফুজা খানম মিতা এবং একজন শ্রমিক নারী।

১৪ ডিসেম্বর'২১ তারিখে জেন্ডার বাজেট মনিটরিং বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে রাজশাহী বিভাগীয় ভার্চুয়াল এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়। এফজিডিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করেন সহসভাপতি রেখা চৌধুরী, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ও অ্যাডভোকেসি লবি জনা গোস্বামী, প্রোগ্রাম অফিসার নুরুন নাহার তানিয়া এবং সানেম-এর পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করেন মীর আশরাফুন নাহার, ওমর চৌধুরী, সোয়েব আহম্মেদ ও আশরাফুল এহসান। রাজশাহী বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং পেশাজীবী নারীর পক্ষে অঞ্জনা সরকার এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধি সাগরিকা এবং তরুণী সাংবাদিক নুপুর। পাবনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, পাবনা পৌরসভার সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর মোসাম্মৎ আনোয়ারা রহমান, গৃহিণী নারী শাহিনা আক্তার; নাটোর জেলা শাখার লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা, গৃহ শ্রমিক আরজু বেগম এবং নওগাঁ জেলা শাখার সহসভাপতি জহুরা ইসলাম ও কৃষক নারী আকলিমা আক্তার আঁখি।

স্মরণ

বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম স্মরণসভা

৩ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সেগুনবাগিচায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আনোয়ারা বেগম মুনিরা খান মিলনায়তনে বিশিষ্ট আইনজীবী, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর সংগঠনের একান্ত সুহৃদ ও আপনজন, আইন সংস্কার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাড. এস এম এ সবুর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর অ্যাড. মো. মোখলেছুর রহমান বাদল; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক এম সানাউল হক, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সহসাধারণ সম্পাদক অর্ণব সরকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমের সহধর্মিণী অধ্যাপক ডা. সানিয়া তহমিনা এবং কন্যা সাদিয়া আফরিন অরণী।

স্মরণসভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবির, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রেখা সাহা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাবেয়া খাতুন শান্তি, রোকেয়া সদন সম্পাদক নাসরিন মনসুরসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আখতার। সভার শুরুতে প্রয়াত অ্যাড. মালুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুরাইয়া পারভীন।

সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সকল আইনি কার্যক্রমের অন্যতম এই সহযোগীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ৯০ দশক থেকে জেয়াদ-আল-মালুম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন। প্রথিতযশা, দেশবরেণ্য আইনজীবী ও সংগঠকদের নিয়ে গঠিত আইন সংস্কার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তিনি অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজে যুক্ত হন। নারী আন্দোলন তার এই অবদান সবসময় কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে।

অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম

সভায় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমের সাথে তার সম্পর্ক পাঁচ দশকের। তিনি মানুষের জন্য রাজনীতি করতেন। আইন পেশায় যুক্ত হওয়ার পর তিনি তরুণ আইনজীবীদের পাশে ছিলেন। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কাজ, আইন সংস্কারের কাজ, সংবেদনশীল মামলা পরিচালনায় সবসময় সহায়তা করেছেন। তিনি প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে কাজ করে গেছেন।

স্মরণসভায় অ্যাড. জেয়াল আলা মালুম স্মরণে নিরবতা পালন করছেন আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে বাংলাদেশম মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক এম. সানাউল হক বলেন, অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমকে তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিবেদিতপ্রাণ একজন প্রসিকিউটর, সফল সংগঠক হিসেবে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু হয়। এখানে শুরুর দিকে তার ভূমিকা ছিল পাহাড় ঠেলার মতো। তার মাঝে যে কর্মদক্ষতা, কর্মস্পৃহা, বহুমুখী কাজের প্রচেষ্টা ছিল তা আর কারো মাঝে দেখা যায় না। ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু করার পর বহুমুখী বাধা, ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে কাজ এগিয়ে নিতে সদাতৎপর ছিলেন। তার অনেকগুলো কাজের মধ্যে প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন ছিল শ্রেষ্ঠ কাজ। তার অভাব কখনোই পূরণ হওয়ার নয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর অ্যাড. মো. মোখলেছুর রহমান বাদল বলেন, অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সর্বক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। তিনি সাহসী ও ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। সবকিছুকে তিনি ইতিবাচকভাবে দেখতেন। পাশে থেকে সব সময় তিনি সাহস জুগিয়েছেন। অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেছেন। সব সময় তার চিন্তা ছিল দেশের জন্য কাজ করে যাওয়া। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক এই আইনজীবীর অভাব পূরণ হওয়ার নয়। তার রেখে যাওয়া পথকে অনুসরণ করে আমরা তাকে সম্মান জানাতে পারি।

প্রয়াত অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমের কন্যা সাদিয়া আফরিন অরণী বলেন, তার বাবা একজন সাহসী মানুষ ছিলেন। অনেক চাপের মধ্যে থেকে ঝুঁকি নিয়ে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাড. এস এম এ সবুর বলেন, অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম ছিলেন একজন সফল সংগঠক, প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার ধারক ও বাহক, সময়ের সাহসী সন্তান। তিনি একজন সাহসী সৈনিক ও আইনের যোদ্ধা। সকল ধরনের নারী নির্যাতনের মামলা পরিচালনায় তার সফলতা উল্লেখযোগ্য। ছাত্রআন্দোলনেও তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। হাইকোর্টের আইনজীবী হয়েও যে কৃষক-শ্রমিককে ভালোবাসা যায়, তাদের জন্য আন্দোলন করা যায় এটা তিনি দেখিয়েছেন। দেশদ্রোহী, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেবার উদ্যোগে তিনি সামিল হয়েছেন। আইনজীবী সমিতিতে তার অবদান অনস্বীকার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, প্রয়াত অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুমের স্মরণে এমন সভার আয়োজন বেদনাদায়ক। তিনি এ সময় তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন অ্যাড. জেয়াদ-আল-মালুম। প্রতিটি কাজ তিনি নিবিড়ভাবে করতেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মামলা পরিচালনায় তার সফলতা উল্লেখযোগ্য। তার স্মৃতিকে ধরে রাখতে নিয়মিত তার আদর্শের চর্চা করতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বৈশ্বিক উদ্যোগ

প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পালন করা হয় নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান। এই প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের সবচাইতে উদ্বেগজনক, চলমান, ক্রমবর্ধমান মানবাধিকার লঙ্ঘন– নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অঙ্গীকার ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্ব সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণামূলক আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। এই আন্দোলন নারীর প্রতি সহিংসতার মূল কারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন। নারীর প্রতি সহিংসতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন। প্রচলিত বিশ্বাস-মনোভাব-প্রথার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের আন্দোলন। বৃহত্তর জনসমাজকে সম্পৃক্ত করার আন্দোলন।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাবে ২৫ শে নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ডোমিনিকান রিপাবলিকের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ১৯৬০ সালে 'মিরাবল সিস্টার্স' নামে পরিচিত রাজনৈতিককর্মী তিন বোন প্যাট্রিসিয়া, মিনার্ভা এবং মারিয়া টেরেসা মিরাবল ডোমিনিকার স্বৈরশাসকের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ২৫ নভেম্বর একসাথে খুন হন। এই ঐতিহাসিক দিনটিকেই নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসেবে উৎসর্গ করা হয়। এই তিন বোন হয়ে ওঠেন নারীবাদী আন্দোলনের প্রতীক।

১৯৮১ সাল থেকে ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহের নারীরা দিনটিকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করলেও ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫ নভেম্বরকে স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসংঘের অনেক অঙ্গসংগঠন এই দিনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯১ সালে Women's Global Leadership Institute-এর উদ্যোগে Rutgers University- এর Centre for Women's Global Leadership-এর আয়োজনে প্রথমবার ২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ দিবস থেকে শুরু করে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী প্রতিবছর জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণার কর্মসূচি শুরু হয়। ১৯৯১ সাল থেকে প্রায় ১৮৭টি দেশের ৬ হাজারের বেশি সংগঠন এই প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় ১৬ দিনের ক্যাম্পেইনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর একটি বৈশ্বিক থিম নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোনো বছর নতুন থিম নেয়া হয়, আবার কোনো কোনো বছর পুরানো থিমকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পেইন করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রথম ক্যাম্পেইনের থিম ছিল 'নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন।' ১৯৯২ সালে এই থিমকেই অনুসরণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে থিম নির্ধারণ করা হয় 'পরিবারে গণতন্ত্র, পরিবারের গণতন্ত্র নিশ্চিত করে সবার জন্য গণতন্ত্র।' এভাবেই জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নির্মূলে ১৬ দিনের প্রচার-প্রচারণায় নারীর মানবাধিকার, নারীর মর্যাদা, নারীর সামগ্রিক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যুক্ত করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলো, যেমন–২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ক্যাম্পেইনের থিম ছিল– 'গৃহশান্তি থেকে বিশ্বে শান্তি: সবার জন্য নিশ্চিত করবে নির্বিঘ্ন শিক্ষা।' ২০১৭ সালের থিম ছিল 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার অবসান হোক।' ২০১৮ সালের থিমে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। নারীর প্রতি বহুমাত্রিক সহিংসতা নির্মূলে যে সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন সেই জায়গাটিতে জোর দিয়ে ২০২০ সালের ক্যাম্পেইনে আহ্বান জানানো হয় 'Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect।' গত বছর ২০২১ সালে থিম ছিল, 'Orange the World: End Violence against Women।' এই 'Orange the World' কে কেন্দ্র করে ২৫ নভেম্বর থেকে ক্যাম্পেইন শুরু হয়। ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের মহাসচিবের আহ্বানে 'Unite to End Violence against Women Campaign' নামে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিনের প্রচারাভিযানের মাধ্যমে।

সহিংসতামুক্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে কমলা রংকে ব্যবহার করা হয়। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য, নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙার জন্য প্রতি মাসের ২৫ নভেম্বর 'Unite to End Violence against Women' ক্যাম্পেইনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় 'Orange the warld'–এই থিম কে সামনে রেখে। সারা বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা এবং জনমত তৈরির জন্য নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আন্দোলনের এটি অংশ। বিভিন্ন দেশের সরকার, সংগঠন, নারী আন্দোলন একক ও যৌথ উদ্যোগে ১৬ দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে যুক্ত করে নানা আয়োজন।

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, প্রতি তিন জন নারীর মধ্যে একজন নারী জীবনের কোনো-না-কোনো সময় নির্যাতনের শিকার হন। যে কোনো দুর্যোগের সময় এই সংখ্যা আরও বাড়ে। যেমন: সাম্প্রতিককালে করোনা মহামারী, মানবিক সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পূর্বের তুলনায় নারীদের প্রতি সহিংসতা

অনেক বেড়েছে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে ১৬ দিনের প্রচারাভিযানের অংশীদার। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একক ও যৌথ উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। পাশাপাশি, নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের লক্ষ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক অ্যাডভোকেসি আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ক্রমবর্ধমান। সহিংসতার ঘটনা যেমন বেড়েছে, তেমনি এর ধরণের সংখ্যাগত মাত্রাও বেড়েছে। বেড়েছে নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা। অধিক সংখ্যক মানুষ আর প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করাও অবশ্য প্রয়োজন। তাই জাতিসংঘ আহ্বান জানিয়েছে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য, অ্যাডভোকেসি জোরদার করার জন্য, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা বিষয়ে মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য। কারণ, এটি এখন স্বীকৃত যে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ না হলে তার মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়-পেশা-শ্রেণিভুক্ত নারীর মানবাধিকার সুরক্ষিত না হলে নারীর উন্নয়ন ও উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে না এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত না হলে শতভাগ মানুষের বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হবে না এবং শতভাগ মানুষের বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে না।

রেখা সাহা, *আন্তর্জাতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*

সংগঠন

মাদারীপুর জেলার প্রথম সম্মেলন

২ ডিসেম্বর মাদারীপুর জেলা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক খুশীদা ইমাম এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদারীপুর সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান খান, মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাইফুদ্দিন গিয়াস এবং মাদারীপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাহমুদা আক্তার। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাদারীপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক নুর ফরিদা ইয়াসমিন তন্দ্রা। সম্মেলনে আয়েশা সিদ্দিকাকে সভাপতি এবং নূর ফরিদা ইয়াসমিন তন্দ্রাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ভোলা জেলায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ

২৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সংগঠন উপপরিষদের আয়োজনে ভোলা জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হোসনে আরা বেগম চীনু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বরিশাল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কাউখালী জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও স্বরূপকাঠী জেলা শাখার সদস্য মীরা চৌধুরী, কেন্দ্রীয় সংগঠন উপপরিষদের সদস্য ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। প্রশিক্ষণ সঞ্চালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আরা। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৮ জন।

মাদারীপুর জেলা সম্মেলনে নবগঠিত নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহণ

বাগেরহাট জেলায় মনিটরিং সভা

২৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সংগঠন উপপরিদের আয়োজনে বাগেরহাট জেলা কমিটির সাথে সাংগঠনিক মনিটরিং সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথ। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম, সদস্য হাবীবা শেফা, হোসনেয়ারা রুবী এবং সাতক্ষীরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জ্যোৎস্না দত্ত। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহমেদ পারুল। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট ২৩ জন।

জেলা শাখায় সাংগঠনিক কার্যক্রম

নাটোর: জেলা শাখার উদ্যোগে পক্ষব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত নেত্রীবৃন্দের একাংশ

পাবনা: সদস্যপদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পাবনা

এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা : জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেনের সভাপতিত্বে অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈ-মাসে তিনটি এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য এনজিওর সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পাবনা জেলা শাখা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার আগেই পাবনা জেলা শাখার বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের প্রতিবেদন জেলা প্রশাসন বরাবর পাঠানো হয়। সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

নাটোর

কর্মীসভা : লালপুর উপজেলার গোপালপুর শাখায় ৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি দিলারা বেগম। বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক নাসিম-ই-গুলশান, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা, নির্বাহী সদস্য অ্যাড. ফারহানা পারভীন ও লালপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম বেগম। সভায় লালপুর উপজেলা শাখার সংগঠক ও কর্মীবৃন্দসহ ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবার ও সমাজে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মধুখালী

উঠান বৈঠক : সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর আড়কান্দি এবং ১২ ডিসেম্বর করুকদি গ্রাম শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীর সমঅধিকার ও সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন মধুখালী সাংগঠনিক শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালাম, সহসভাপতি নাসরিন কালাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া প্রমুখ। দুটি বৈঠকে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : পশ্চিম গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় ৯ অক্টোবর বিকেলে মধুখালী শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে 'দক্ষ সংগঠক তৈরি' সম্পর্কে তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত জেলা ও তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দ দক্ষ সংগঠক তৈরি করতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পাশাপাশি, ১০ নভেম্বর বিকেলে মথুরাপুর গ্রাম শাখায় নারীর অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নারী সমাজকে সচেতন করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান নেত্রীবৃন্দ।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা : গোপালপুর গ্রাম শাখায় সহসভাপতি খুকু বেগমের

সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের নিয়ে ৮ নভেম্বর উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া প্রমুখ। বক্তাগণ তৃণমূল নারীদের ভবিষ্যৎ, মৌলবাদ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা এ সময় তরুণীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

কর্মীসভা : বন্দর গ্রাম শাখায় সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে ৬ ডিসেম্বর বিকেলে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি এবং কাউন্সিলর রেহেনা আলমগীর, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং ইউপি সদস্য রেবেকা খাতুন, সদস্য এবং কাউন্সিলর রেশমা আক্তার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া প্রমুখ। বক্তাগণ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

সুনামগঞ্জ

কেজাউড়া শাখার সম্মেলন : কেজাউড়া পাড়া শাখার ৩য় সম্মেলন ১৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় সীমা বিশ্বাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, সাবেক সভাপতি শীলা রায়, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা, সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী ও কার্যকরী কমিটির সদস্য সন্ধ্যা তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সত্যলতা বিশ্বাস সভাপতি ও সীমা বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় ১৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে প্রায় ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ

স্মরণসভা : জেলা কমিটির সহসভাপতি সালেহা হোসেন, সদস্য নীলিমা বিশ্বাস এবং হালুয়াঘাট উপজেলা কমিটির সভাপতি লুৎফুন্নাহার বেগমের মৃত্যুতে ১০ অক্টোবর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনুর সভাপতিত্বে প্রয়াত এই তিন সংগঠককের স্মরণে বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, জেলা শাখার সহসভাপতি লীলা রায়, জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি আতাউর রহমান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. এমদালুল হক মিল্লাত, মানবাধিকার সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, জাসদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শিব্বির আহমেদ লিটন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আজাদ জাহান শামিম, প্রয়াত সালেহা হোসনের স্বামী শাহ মনোয়ার হোসেন ও কন্যা মাহবুবা হোসেন শাওন, প্রয়াত নাহার বেগের স্বামী কবিরুল ইসলাম বেগ, এবং প্রয়াত নিলীমা বিশ্বাসের কন্যা প্রিয়াংকা বিশ্বাস।

স্মরণসভায় ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী: উঠান বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন সহসভাপতি খুকু বেগম

সুনামগঞ্জ: কেজাউড়া পাড়া শাখার ৩য় সম্মেলনে উপস্থিত পাড়া শাখার কর্মী-সদস্যবৃন্দ

বরিশাল

কর্মীসভা : 'সংগঠকের গুণগত মান বৃদ্ধি করি, সংগঠনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করি'– এই স্লোগান সামনে রেখে ২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় বরিশাল জেলা শাখা কার্যালয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি জাহান আরা বেগম। আলোচনা করেন সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা,

কুড়িগ্রাম: শিশুপার্ক কলোনী শাখায় উঠান বৈঠকে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একাংশ

দিনাজপুর: বালুয়াডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু

সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, লিগ্যালএইড সম্পাদক জেসমিন আক্তার, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মন্ডল, কার্যকরী কমিটির সদস্য শিউলী সাহা, খাদিজা বেগম বিনতা প্রমুখ। সভায় প্রতিটি তৃণমূল শাখায় নিয়মিত কর্মীসভা করা, নতুন সদস্য সংগ্রহ করা ও নতুন নতুন পাড়া কমিটি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় ৩৪ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, ২৭ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে আরেকটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সভায় ২১ জন উপস্থিতি ছিলেন।

আহ্বায়ক কমিটি গঠন : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা শেষে জেলা নেত্রীবৃন্দ গত ৭ ডিসেম্বর আমিরকুটির (হরিজন কলোনি)-তে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। দলিত নারী রাধা রানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা শেষে শামীমা পারভীন লিকাকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় নেত্রীবৃন্দ সকল শ্রেণি-পেশার নারী ও তরুণীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

উঠান বৈঠক : তৃণমূলে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২২ ডিসেম্বর বিকেলে শিশুপার্ক কলোনি শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পারুল বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নারীর অধিকার, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন জেলা ও বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সংগঠকবৃন্দ। বৈঠকে ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

উঠান বৈঠক : ৫ নভেম্বর বিকেলে ভেলাকোপা পাড়া শাখায় সভাপতি মল্লিকা বেগমের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলার সহসভাপতি সংকরী ঘোষ, সদস্য মরিয়ম সুলতানা প্রমুখ।

আলোচনা সভা : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৩ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি জাহানারা হোসেন, সদস্য ফারহানাজ হাসান প্রমুখ। বক্তাগণ সাংগঠনের কাজের পরিধিকে আরও প্রসারিত করা, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করাসহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

দিনাজপুর

তুতবাগান শাখার সম্মেলন : ২ নভেম্বর বিকাল ৪টায় রাজবাড়ী তুতবাগান পাড়া শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পূর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন তুতবাগান পাড়া কমিটির সভাপতি মাধুরী কুন্ডু। সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। সভা শেষে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে মাধুরী কুন্ডু সভাপতি এবং মমতাজ বেগম লিপু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আহ্বায়ক কমিটি গঠন : নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ঢাকাইয়াপট্টি এলাকায় ২৮ নভেম্বর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানুর সভাপতিত্বে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী আন্দোলনে মহিলা পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসভাপতি মিনতি ঘোষ, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক জেসমিন আরা প্রমুখ। সভা শেষে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

কুঠিপাড়া শাখার সম্মেলন : ১৫ অক্টোবর বিকেলে কুঠিপাড়া শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে জ্যোৎস্না রানী পাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহবুবা আকতার, সদস্য তাহেরা ইসলাম ও পুতুল কুজুর। সভায় মহিলা পরিষদের কার্যক্রম এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরে শিলা পাহানকে সভাপতি এবং জ্যোৎস্না রানী পাহানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় ৩০ জনের অধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ

মতবিনিময় সভা : সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারী ও কন্যা নির্যাতন-বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস সুলতানা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক সাদিয়া জামান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাজেদা আক্তার টগর, সদস্য অ্যাড. সুলতানা আক্তার বিউটি, মাসুদা বেগম, আয়েশা বেগম প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সহসভাপতি হামিদা খাতুন।

মুন্সিগঞ্জ: আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

রাজবাড়ী: কালুখালী উপজেলা শাখায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সান্ত্বনা বিশ্বাস

রাজবাড়ী

সাংগঠনিক সফর : জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ১২ নভেম্বর সকালে কালুখালী উপজেলা এবং বিকেলে পাংশা উপজেলা শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সফরকালে কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পদক পূর্ণিমা দত্ত ও সদস্য মেহেদী হাছিনা শাখা দুটির নেত্রী ও সদস্যদের সাথে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

বরগুনা

তালতলী শাখার সম্মেলন : 'পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে'– এই স্লোগান সামনে রেখে ২০ নভেম্বর মালিপাড়া ছালেহিয়া দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে তালতলী উপজেলা শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বরগুনা জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক দুলালী ইয়াসমিন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সদস্য প্রমিলা রানী এবং নয়াভাইজোড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলাম।

উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন তালতলী উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সেলিনা

বরগুনা: পেশজীবী, কর্মজীবী নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সিনিয়র সদস্য ডা. আজমিরী বেগম

বেলাব: বারৈচা শাখা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি

আক্তার ইভা। বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহবায়ক চংনায়চিং। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন যুগ্ম আহ্বায়ক জাহানারা বেগম। পরে কাউন্সিল অধিবেশন শেষে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বেলাব

আলোচনা সভা : সাংগঠনিক পক্ষ পালনের প্রস্তুতি হিসেবে ১ অক্টোবর বারৈচা, ২ অক্টোবর চর আমলাব, ৭ অক্টোবর হোসেননগর, ১০ অক্টোবর বটিবন্দ এবং ১২ অক্টোবর দড়িকান্দি প্রাথমিক শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, কার্যকরী কমিটির সদস্য মিনতী রাণীসহ শাখাগুলোর নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় প্রাথমিক শাখায় সংগঠন শক্তিশালীকরণ, নারীর সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সাংগঠনিক সফর : নবীনগর উপজেলা শাখা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ১১ নভেম্বর সাংগঠনিক সফর করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পাল, সহসভাপতি আম্বিয়া বেগম ও সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী এ সফরে অংশগ্রহণ করেন। উপজেলা শাখার সিনিয়র সদস্য ফৌজিয়া বেগম নাজমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপজেলা শাখার আরেক সদস্য সিদ্দিকা বেগম জানান, প্রায় সকলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় সম্মেলন করা হয়নি এবং এখন উপজেলা শাখার পুনর্গঠন জরুরি। সভায় জেলা শাখার পক্ষ থেকে কমিটি পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয় এবং কমিটি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পুনর্বার সভার তারিখ ঠিক করা হয় এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। সভায় উপজেলা শাখার ৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদ ও নবীনগর উপজেলা শাখার যৌথ আয়োজনে ১১ নভেম্বর উপজেলার লাউর ফতেপুর গ্রামে শ্রমজীবী নারীদের অংশগ্রহণে 'নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সমতার ভাবনা' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফৌজিয়া বেগম নাজমার সভাপতিত্বে ও উপজেলা শাখার সদস্য নাসিমা আক্তার স্মৃতির সঞ্চালনায় সভায় জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পাল, সহসভাপতি আম্বিয়া বেগম, সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী ও বেশ কয়েকজন শ্রমজীবী নারী আলোচনা করেন। শ্রমজীবী নারীদের অনেকে জানান, যখন তারা নগদ টাকা রোজগারের জন্য কাজ করতেন না তখনকার জীবন আর এখনকার জীবন আলাদা; পরিবারে ও সমাজে তাদের দুইরকম মূল্য। তারা নিজের টাকা নিজেই খরচ করতে পারেন এটাই ক্ষমতা। সভায় মোট ২৫ জন শ্রমজীবী নারী অংশগ্রহণ করেন।

পঞ্চগড়

আহ্বায়ক কমিটি গঠন : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ পঞ্চগড় জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজা খন্দকার চামেলি আহ্বায়ক এবং শাহনেয়াজ রানি ও আখতারুন নাহার সাকি যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের

টঙ্গী: উঠান বৈঠকে উপস্থিতির একাংশ

কিশোরগঞ্জ: পশ্চিম তারাপাশা পাড়া কমিটির সম্মেলনের উপস্থিতির একাংশ

পর সংগঠনে স্থানীয় নারীসমাজকে যুক্ত করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

কাউখালী

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ : তৃণমূল গ্রাম শাখার সংগঠক, কর্মী ও তরুণীদের জন্য কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যলয়ে ২২ নভেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর পৃথক দুটি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল– বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সদস্য, কর্মী ও সংগঠকদের ভূমিকা ও দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

প্রশিক্ষণ দান করেন– কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কাউখালী শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, কাউখালী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমদ্দার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা, ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন এবং কার্যকরী কমিটি সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন।

দুটি প্রশিক্ষণে ১০০ জন সংগঠক, কর্মী ও তরুণী অংশ নেন।

সাংগঠনিক সফর : সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অক্টোবর মাসে নিলতী, কেশরতা, পাটিবর পাড়া, বেতকা, জব্দকাঠী, আশোয়া আমড়াজুড়ি, মাগুরা ইত্যাদি সাতটি গ্রাম শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সফরকালে তাঁরা সংগঠনের মূলনীতি, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং নারীর মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কুষ্টিয়া

উঠান বৈঠক : ১৪ নভেম্বর জগতি ইউনিয়ন শাখার সদস্যদের সাথে উঠান বৈঠক হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জগতি শাখার সভাপতি খুশি। আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

কিশোরগঞ্জ

পাড়া সম্মেলন : অক্টোবর–ডিসেম্বর ত্রৈমাসে সম্মেলন শেষে চারটি পাড়ায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নগুয়া প্রথম মোড় পাড়ায় ফেরদৌসী কামাল সভাপতি এবং মাহফুজা আরা পলক সাধারণ সম্পাদক, নগুয়া শ্যামলী রোডে কামরুন্নাহার সভাপতি এবং পিংকী মনি সাধারণ সম্পাদক, তারাপাশা শাখায় আফরোজা আক্তার সভাপতি এবং ফারহানা রশিদ ইরিন সাধারণ সম্পাদক এবং হয়বতনগর শাখায় রুবি ইসলাম সভাপতি এবং নিঝুম সাধারণ সম্পাদক নির্বাহিত হন। প্রতিটি শাখায় ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গঠনের পূর্বে এসব শাখায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে নগুয়ার সদস্য ও শিক্ষক পান্না দত্ত রায়, জেলা শাখার সহসভাপতি ড. অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম, লুৎফুন্নেছা চিনু ও তাহমিনা ইসলাম। তৃণমূল শাখা হতে আলোচনা করেন বন্দতা দত্ত, অঞ্জলী দেবনাথ, ফেরদৌসী কামাল, বন্যা সরকার ও ইষা।

চারটি সম্মেলনে দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখায় কবি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস পালন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস পালিত হলো ২০ নভেম্বর। যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুরুত্বের সাথে জেলা শাখাসমূহ দিনটি পালন করে। নিচে জেলা শাখার প্রতিবেদনগুলো দেওয়া হলো–

বেলাব: সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবসে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা

বেলাব

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভায় জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বক্তারা সুফিয়া কামালকে সংগঠক হিসেবে, আদর্শ মা হিসেবে এবং নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে তুলে ধরেন এবং তাঁর আদর্শে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করেন।

সভার শুরুতে সুফিয়া কামালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা।

ফরিদপুর

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা কবি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর শিপ্রা রায়। আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। নেত্রীবৃন্দ সুফিয়া কামালকে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং আদর্শবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত একজন স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন। সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদার। সভায় ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের আয়োজনে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সহসভাপতি রওশন আকতার মিন্টুর সভাপতিত্বে জেলা কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহান জলি, সহসাধারণ সম্পাদক রোজী খাতুন, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক চামেলী রিতা কস্তা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রোজিনা আক্তার প্রমুখ। সভায় জেলা, পাড়া ও তৃণমূলের ২৪ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভায় বক্তাগণ উল্লেখ করেন, সুফিয়া কামাল আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা। তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি পারিবারিক আইন সংস্কার, নারী-পুরুষের সমধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষার বিস্তারে সর্বদা সক্রিয় ছিলেন।

নাটোর

জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ২০ নভেম্বর উপরবাজার সংগঠন কার্যালয়ে বিকেল সাড়ে ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি দিলারা বেগম। আলোচনা করেন সিটি কলেজের প্রভাষক নাজমুন নাহার, দিঘাপতিয়া এমকে কলেজের প্রভাষক রোকেয়া সুলতানা, জেলা শাখার সহসভাপতি শ্যামা বসাক, সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী, আন্দোলন সম্পাদক নাসিম-ই-গুলশান, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাছিমা খান চৌধুরী, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক শেফালী পাল,

বরগুনা: সুফিয়া কামালের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক হোসনেয়ারা চম্পা

দিনাজপুর: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি কানিজ রহমান

নির্বাহী সদস্য হোসনেয়ারা বেবী প্রমুখ। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বক্তাগণ বলেন, সুফিয়া কামাল মানবমুক্তি, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম করেছেন তা আমাদের চলার পথের শক্তি।

বরগুনা

সুফিয়া কামালের ২০তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বরগুনা জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি নিগাত সুলতানা। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস, আন্দোলন সম্পাদক হোসনেয়ারা চম্পা, অর্থ সম্পাদক আরতি রায়, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফেরদৌসি বেগমসহ জেলা ও তৃণমূল শাখার সদস্য ও সংগঠকবৃন্দ। আলোচনা সভায় সুফিয়া কামালের জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল নারীমুক্তির যে পথ তৈরি করে গেছে প্রান্তিক নারীদের সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

সুনামগঞ্জ

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী। আলোচনা করেন প্রাক্তন সভাপতি শীলা রায়, সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য, সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা, জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সংগঠনের সুহৃদ সুখেন্দু সেন, লিগ্যালএইড সম্পাদক রাশিদা বেগম, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য অ্যাড. মতিয়া বেগম, তরুণী সদস্য ফাইজা প্রমুখ। এ সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন জামালগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে উপজেলা কার্যালয়ে আরেকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা শাখার সভাপতি শেখ আয়শা বেগমের সভাপতিত্বে উপজেলার সহসভাপতি দিপশ্রী তালুকদার ও মাধবী পাল চৌধুরী আলোচনা করেন।

এসব আলোচনায় বক্তাগণ সুফিয়া কামালকে একজন সমাজ-সংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করে দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ততা ও অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

দিনাজপুর

অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক সুফিয়া কামাল ২০ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ৮৮ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কখনই পূরণ হবার নয়। সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবসে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন সহসভাপতি মাহাবুবা খাতুন ও মিনতি ঘোষ, সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু, লিগ্যালএইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, সদস্য গোলেনুর প্রমুখ।

সুফিয়া কামাল শুধু জননী সাহসিকা

নন, পরম মমতাময়ী ও সংকট উত্তরণের সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী। অমিততেজী এই মানুষটি সকলের কাছে ছিলেন অসীম প্রেরণার উৎস ও অন্ধকারে আলোর শিখা। তাঁর আদর্শ ও কর্মময় জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে চিরকাল পথ দেখাবেন এবং জাতির কাছে চিরঞ্জীব থাকবেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন ।

সভায় জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক রত্না মিত্র তার লিখিত প্রবন্ধ 'স্বপ্নদ্রষ্টা সুফিয়া কামাল' পাঠ করেন। প্রবন্ধটি এদিন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সভায় জেলা ও পাড়া কমিটির সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জননী, সাহসিকা, নারীমুক্তি ও মানবমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি আছমা ফেরদৌসি। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার এবং বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ।

কুষ্টিয়া: সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসভাপতি আসমা ফেরদৌসী

ময়মনসিংহ: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু

ময়মনসিংহ

সুফিয় কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন ও জেলা কমিটির সহসভাপতি লীলা রায়। সুফিয়া কামাল রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন জেলা কমিটির সদস্য আল ফাতাহ নূর তিথি। সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা।

বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামাল একটি আন্দোলনের নাম, একটি সংগ্রামের নাম। তিনি শুধু নারীমুক্তির কথা বলেন নি, তিনি মানবমুক্তির কথা বলেছেন এবং তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে সুফিয়া কামাল প্রথম সারির সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। সভায় জেলা ও পাড়া শাখার সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন।

বরিশাল

শ্রীনাথ চ্যাটার্জী লেনস্থ জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি নূরজাহান বেগম। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী। আলোচনা সভায় সহসভাপতি জাহান আরা বেগম, অর্থ সম্পাদক সেলিনা ইয়াসমিন, কার্যকরী কমিটির সদস্য মরিয়ম বেগম রীনা ও খাদিজা বেগম উপস্থিত চিলেন। শেষে সুফিয়া কামালের 'তাঁহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি আবৃত্তি করেন আন্দোলন সম্পাদক সুরুচি কর্মকার।

বক্তারা নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির আন্দোলন-সংগ্রামের সুফিয়া কামালের

নারায়ণগঞ্জ: সুফিয়া কামালের মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, উপস্থিত আছেন সহসভাপতি রীনা আহমেদসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

নেত্রকোনা: স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি

অবদান তুলে ধরেন। তিনি শোষণ-বৈষম্যহীন নারী-পুরুষের সমতা, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আন্দোলন করে গেছেন উল্লেখ করে সুফিয়া কামালের আদর্শ হৃদয়ে লালন করে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা নেলী বড়ুয়া, সহসভাপতি পারভীন সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, সহসাধারণ সম্পাদক ঊষা রানী রায়, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্না, সদস্য শিপ্রা সিংহ, সীমা সাহা, তরুণী সদস্য শিউলি চক্রবর্তী, মলি বিশ্বাস, শরীফা শহীদ বর্ষা, শাম্মী খান প্রমুখ। ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মালেকা বেগম পলির সঞ্চালনায় সভায় বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যসহ ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুফিয়া কামালের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শুরু করা হয়। বক্তারা সুফিয়া কামালকে আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকা উল্লেখ করে তরুণদের তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

বাগেরহাট

২০ নভেম্বর বাগেরহাট জেলা শাখা কার্যালয়ে সুফিয়া কামাল স্মরণে সভা ও মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। স্মরণসভার শুরুতে সুফিয়া কামালের আত্মার শান্তি কামনায় একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন লিগ্যালএইড সম্পাদক জাহানারা খাতুন, অর্থ সম্পাদক তহমিনা বেগম মিনু, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জ্যোস্না দেবনাথ, সদস্য তহুরা হোসেন প্রমুখ। বক্তরা সুফিয়া কামালের কর্ম ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করে পথ চলার অঙ্গীকার করেন। সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি সিদ্দিকা খাতুনের সভাপতিতে আলোচনা সভায় জেলা ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে নারী আন্দোলনে সুফিয়া কামাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সবসময় সুফিয়া কামালকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

কাউখালী

কাউখালী সাংগঠনিক শাখা কার্যলয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুনন্দা সমাদ্দার। বক্তব্য রাখেন ২নং আমড়াজুড়ি ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কাউখালী

উপজেলা শাখার সভাপতি কৃষ্ণলাল গুহ, কাউখালী মহিলা কলেজের প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য, অ্যাড. হীরালাল কুণ্ডু, মহিলা পরিষদ কাউখালী শাখার সহসভাপতি জাহানারা হাবিব, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ প্রমুখ।

সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দারের সঞ্চালনায় বক্তাগণ বলেন, সুফিয়া কামাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি দেশ ও দেশের মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় রংপুর সাহিত্য পরিষৎ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহবুবা আরা বেগম লিনা, জেলা কমিটির সদস্য মেহের আফরোজ মুক্তা এবং সদর হাসপাতাল শাখার সদস্য বৃষ্টি শীল ।

বক্তারা বলেন, সুয়িয়া কামাল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী ও নির্ভীক। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ-ধর্মমনস্ক কিন্তু ধর্মান্ধতা, ধর্মের অপব্যবহার ও অপব্যাখ্যা, নারীমুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের বাধা ও অন্তরায়, ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে নারী প্রগতির সাংঘর্ষিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদমুখর। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য পুতুল কুজুর। সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আক্তার। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের উদ্যোগে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ প্রমুখ। বক্তারা সবাইকে সুফিয়া কামালের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের অনুসারী হবার আহ্বান জানান।

কুড়িগ্রাম: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী, মঞ্চে উপবিষ্ট জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়

রাজশাহী: সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

মুন্সিগঞ্জ

সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলা শাখা অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার এবং সঞ্চালনা করেন সহসভাপতি হামিদা খাতুন। আলোচনা করেন, সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জি, কার্যকরী সদস্য অ্যাড. সুলতানা আক্তার বিউটি, সদস্য শবনম মুস্তারী নীলা প্রমুখ।

বক্তারা উল্লেখ করেন, নারী আন্দোলনের মূলনীতি হচ্ছে মানবমুক্তি। তাই সুফিয়া কামাল বলেছেন, 'নারীমুক্তিই মানবমুক্তি।'

মধুখালী: কবি সুফিয়া কামাল স্মরণসভায় জেলা কমিটির নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

রাজবাড়ী

জেলা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় আলোচনা করেন জেলা শাখার সদস্য নমিতা দাস, রাবেয়া লিপি, হুসনে নাহিদ প্রিয়া, শাহিনা সুলতানা প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন সদস্য নাজমা সুলতান, মার্গারেট মন্ডল, বেবী সরকার ও চৈতী সাহা। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. পূর্ণিমা দত্তের সঞ্চালনায় সভায় ২০৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ

শহর সমবায় ভবনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদা ইয়াছমিন, সদস্য মাছুমা, চামেলী, কোহিনূর আফজল প্রমুখ। পাড়া শাখা থেকে বক্তব্য রাখেন পান্না দত্ত রায়। সুফিয়া কামালের কবিতা আবৃত্তি করেন মাহফুজা আরা পলক ও সুবর্ণা দেবনাথ। সভায় জেলা ও পাড়া কমিটির ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালন করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম।

টঙ্গী

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন শিক্ষক আ.স.ম, জাকারিয়া, প্রদীপ অধিকারী, মেহরুন নেছা সীমা, মোস্তফা হুমায়ুন হিমু এবং সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম। বক্তারা সুফিয়া কামালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের জোর দাবি জানান। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠন সম্পাদক নুরজাহান।

সিলেট

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সুফিয়া কামালের জীবন ও কর্ম বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি শংকরী শ্যামা চৌধুরী। আলোচনা করেন সহসভাপতি রীনা কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সদস্য তৃষা দে, নাসরিন সুলতানা লাকী, রোকেয়া বেগম ও অপর্না গুণ। বক্তারা বলেন, সুফিয়া কামালের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যকর্ম বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। তিনি ছিলেন একাধারে সংগঠক, দার্শনিক, সমাজসেবক, শিক্ষক, সংগ্রামী নেতা, সমাজ সংস্কারক ও নির্যাতনের শিকার নারীদের ত্রাতা। তিনি যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সভায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সুফিয়া কামাল স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সভায় সমাজসেবক মো. রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রেবেকা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়া ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

আলোচকগণ সুফিয়া কামালের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সুফিয়া কামালের অবদান অপরিসীম। এছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। বাঙালি জাতি তাঁকে সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামালের ২২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে জেলা শাখার আয়োজনে একটি স্মারণসভা ২০ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে জেলার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনার সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সাজিদুল ইসলাম, মতিলাল বণিক ও আহমেদ হোসেন এবং জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী।

জেলা শাখায় সাংগঠনিক পক্ষ পালন

‘কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি’–এই স্লোগানে দেশের সকল শাখায় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং করোনাকালীন সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে ১৭–৩১ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত একযোগে সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখাগুলো ব্যানার/ই-ব্যানার টানিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন, সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন, কর্মীসভা, মতবিনিময় সভা, স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রকাশনাসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। নিচের বিভিন্ন জেলা শাখার প্রতিবেদন থেকে সাংগঠনিক মাস/পক্ষ পালনের মাধ্যমে জেলা ও তার আওতাভুক্ত তৃণমূল শাখায় সংগঠনের কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে।

পাবনা: গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত বাম হতে শুচীতাসমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নাসরিন পারভীন, জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জাসনাসহ অন্যান্যরা

পাবনা

‘কোভিড–১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি’– এই স্লোগান সামনে রেখে সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে জেলা শাখার উদ্যোগে পক্ষকালব্যাপী সদস্য সংগ্রহ, চারটি কর্মীসভা, পেশাজীবীদের সাথে একটি গোলটেবিল বৈঠক ও একটি মতবিনিময় সভা এবং একটি সাংগঠনিক দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সহসভাপতি রওশন আকতার মিন্টুর সভাপতিত্বে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যপদ নবায়ন করা শুরু হয়। এ কার্যক্রম চলে ৩১ অক্টোবর পক্ষের শেষদিন পর্যন্ত। কর্মীসভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকদের ভূমিকা, করোনাকালে যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।

করোনাকালীন যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে করণীয় সম্পর্কে পেশাজীবীদের সাথে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২০ অক্টোবর বিকেল ৪টায়। বৈঠকে নারী ও কন্যা নির্যাতনের কারণ, প্রতিরোধ ও সুপারিশ করে আলোচনা করেন বাঁচতে চাই’র নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রব মন্টু, শুচীতার নির্বাহী পরিচালক নাসরিন পারভীন, আসিয়াব’র পরিচালক মো. আব্দুস সামাদ, পড়ীর নির্বাহী পরিচালক মালা সরকার, উদ্দিপনার নির্বাহী পরিচালক আলেয়া ইয়াশমিন, বাশরী শ্রমজীবী মহিলা উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হোসনেয়ারা আরজু, আর এইচ স্টেপ জেনারেল হাসপাতালের ম্যানেজার রোটা. এ এম এ জলিল, শিক্ষক হাসিনা আক্তার রোজী, সাংবাদিক কামাল সিদ্দিকি, শফিক আল কামাল, মামুন হোসেন প্রমুখ।

২২ অক্টোবর বিকেলে গোপালপুর শাখার কার্যকরী সদস্য সাহারা খাতুনের উঠানে তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ২৮ জন তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর বিকেলে রাধানগর পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের ভূমিকা, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এছাড়াও, ২৯ অক্টোবর জেলা শাখা

সুনামগঞ্জ: মতবিনিময় সভায় উপস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ

ময়মনসিংহ: পাগলা বাজার পাড়া শাখায় কর্মীসভায় আলোচনা করছেন উক্ত শাখার সাধারণ সম্পাদক বিলকিস আক্তার

কার্যলয়ে রাধানগর পাড়া কমিটির সদস্যদের সাথে, ৩০ অক্টোবর বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সদস্যদের সাথে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌর পরিবার কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সায়মা ইসলাম, প্রতীক মা ও শিশু সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান, জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিন, সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার জলি, অর্থ সম্পাদক রেহানা করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, আন্দোলন সম্পাদক জিনাত সুলতানা, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক রিতা রানী কস্তা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

জেলা শাখার কার্যালয়ে ১৮ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সভায় জেলা শাখার কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী। বক্তারা সংগঠনকে বিস্তৃত ও সংহত করতে সদস্য সংগ্রহ, তরুণদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় জেলা ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দসহ ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

১৯ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে তরুণী সদস্য সংগ্রহ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন পাড়ার তরুণী ও নারীরা সদস্য হন।

২১ অক্টোবর বিকেলে জেলা কার্যালয়ে সাধারণ নারীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২২অক্টোবর সকালে জেলা কার্যালয়ে জেলা ও তৃণমূল সংগঠকদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

ইব্রাহীমপুর গ্রাম শাখার ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ অক্টোবর। জেলা নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে সুরমা বেগমকে সভাপতি ও পুতুল বেগমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট ইব্রাহীমপুর গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। ৩০ অক্টোবর মঈনপুর গ্রাম শাখার ৩য় সম্মেলন এবং পলক গ্রাম শাখায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সুহেনা বেগমকে সভাপতি ও ফজলেতুন নেছা সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট ইব্রাহীমপুর কমিটি এবং রহিমুন নেছাকে সভাপতি ও পারভীন আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পলক গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

জেলা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের পালিত কর্মসূচির মূল্যায়ন করে আলোচনা করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি শীলা রায়, সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী। সমাপনী অনুষ্ঠানে ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংগঠন পক্ষের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনুর সভাপতিত্বে এবং

সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনার সঞ্চালনায় সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের ভূমিকা এবং করোনাকালীন সময়ে যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন ও জেলা শাখার সহসভাপতি লীলা রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখার উদ্যোগে তিনটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ অক্টোবর পাগলা বাজার, ২৩ অক্টোবর চর কালীবাড়ি এবং ২৮ অক্টোবর গৌরীপুর উপজেলা শাখায় এসব কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্ব-স্ব জেলার সভাপতি যথাক্রমে হেনা বেগম, জয়গুন বিবি ও নাদিরা জামান পান্নার সভাপতিত্বে জেলা ও তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, দক্ষ সংগঠকের করণীয়, তরুণ সংগঠকের করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনটি সভায় যথাক্রমে ৩২, ৪২ ও ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাটাখালী পাড়া ও মালগুদাম পাড়া শাখায় যথাক্রমে ২৬ ও ২৮ অক্টোবর পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখাদুটির সভাপতি বুলু বীন ও খোশনাহারের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সহসভাপতি প্রতিমা দেবনাথ, আন্দোলন সম্পাদক শামছুন নাহার, লিগ্যালএইড সম্পাদক নাসরীন রহমান ও সদস্য সামিয়া সারোয়ার। সভাদুটিতে প্রায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজা রোড শাখার সদস্যদের নিয়ে ৩০ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখারা সভাপতি শিপ্রা সরকারের সভাপতিত্বে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং করোনাকালীন সময়ে যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা ও সদস্য এলিনা জামান। সভায় ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ২ নভেম্বর বিকেল ৪টায়। সভায় জানানো হয় সাংগঠনিক পক্ষে ৩৭ জনকে নতুন সদস্য করা হয় এবং ৭১ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়।

বেলাব: শাখা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার আন্দোলন সম্পাদক নাছিমা বেগম

বেলাব

কর্মীসভার মাধ্যমে ১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি। সভায় উপস্থিত বক্তাগণ সাংগঠনিক পক্ষের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন এবং সাংগঠনিক পক্ষের সকল কর্মী, সংগঠক ও সদস্যদের করণীয় উল্লেখ করেন। কর্মী-সংগঠকসহ সভায় ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে ধুকুন্দি, চর আমলাব এবং পাহাড় উজিলাব প্রাথমিক শাখায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্ব স্ব শাখা সভাপতি সুরাইয়া বেগম, অরুনা বেগম ও রোকেয়া বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ তিনটি সভায় তৃণমূল ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ প্রাথমিক শাখায় সংগঠন শক্তিশালীকরণ, নারীর সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য বৃদ্ধিসহ সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এসব সভায় বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি, সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, সহসাধারণ সম্পাদক আসপিয়া আক্তার হেনা, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা, আন্দোলন সম্পাদক নাছিমা বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক রোকসানা আক্তারসহ তৃণমূল শাখার প্রায় ৭৫ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

২৮ অক্টোবর পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষক মায়া রাণী দাস, হোসনে জাহান, রোকসানা পলি, জোনাকি খানম, সোনিয়া আক্তার, রেহেনা পারভীন প্রমুখ আলোচনা করেন। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন পেশার ৩০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে ৩ নভেম্বর বিভিন্ন প্রাথমিক শাখার কর্মী ও সংগঠকদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য আইরিন সুলতানা হেভেনের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষে সম্পাদিত কার্যক্রমের রিপোর্ট উপস্থাপনার, প্রতিক্রিয়া ও আগামী দিনের কার্যক্রম এবং ইউনিয়ন ও গ্রাম শাখা গঠন এবং কর্মসূচি পালন সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়।

বরিশাল

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৫টায় সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সূচনা করা হয়।

শিশু পার্ক কলোনি পাড়া শাখায় ২২ অক্টোবর বিকেল ৪টায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়। শাহনাজ বেগমের সভাপতিত্বে বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, মহিলা

নেত্রকোণা: সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাইছেন খতিবনগুয়া গ্রাম ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

পরিষদের ধারাবাহিক কার্যক্রম, নারীর অধিকার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচান করেন। সভায় উপস্থিতি ছিল ৩৩ জন

বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সম্মেলন উপলক্ষে ২৩ অক্টোবর কর্মীসভা এবং ২৬ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মীসভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ তৃণমূল সংগঠকগণ আলোচনা করেন। দুটি সভায় প্রায় ৬০ জন কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সকল শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে 'কোভিড-১৯-এর চ্যালেঞ্জ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলি' নিয়ে ২৯ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় ব্লাস্টের কো-অর্ডিনেটর অ্যাড. সাহিদা তালুকদার, সহকারী শিক্ষক সোনালী কর্মকার ও সুবর্না সাহা, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কোহিনুর বেগম, সিনিয়র নার্স পুতুল রানী সুতার, ছাত্রী কহিনুর বেগম, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি তুষার সেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. রহিমা নাসরিন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কোভিড-১৯ অনেকে অসুস্থ হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে, চাকরি হারিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে, স্কুল-কলেজ থেকে ঝরে পড়েছে অনেকে। বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে অনেক কিশোরী-শিক্ষার্থী। পাশাপাশি, শারদীয় দুর্গোৎসবে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা ও মন্দির ভাংচুর করা হয় তার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। সভায় ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. জসীম উদ্দীন হায়দার। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। আলোচনা করেন সহসভাপতি জাহান আরা বেগম ও নুরজাহান বেগম, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক পাপিয়া জেসমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মন্ডল, লিগ্যালএইড সম্পাদক জেসমিন আক্তার, কার্যকরী কমিটির সদস্য নিগার সুলতানা হনুফা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার। সভায় ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

খতিবনগুয়া গ্রাম শাখায় ১৭ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছ। শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে জেলার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দের আলোচনার পর নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন শুরু হয়। অনুষ্ঠানে জেলা ও গ্রাম শাখার সদস্যসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পারলা তৃণমূল গ্রাম শাখায় ১৯ অক্টোবর বিকেলে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখার সভাপতি তাহেরার সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ মহিলা পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নারী মুক্তি ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে গ্রাম শাখার ৩১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণী গ্রাম শাখায় ২৪ অক্টোবর কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকদের ভূমিকা, করোনাকালীন যৌন হয়রানির ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় গ্রাম শাখার সদস্যসহ ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৭ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দান করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন সংগঠক সাংগঠনিক কাজ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করে সংগঠনের ভীত মজবুত করবে এবং দক্ষ সংগঠক তৈরি হবে বলে প্রশিক্ষকগণ উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণে ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৯ অক্টোবর বিকেল ৩টায় পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভীন সুলতানা। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারীরা সমসুযোগ, নারীদের অধিকার, সিডও সনদ, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় বিভিন্ন পেশার ৩১ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয় ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পারভীন সুলতানা। সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ও

সংগঠনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি, ভারপ্রাপ্ত সহসাধারণ সম্পাদক ঊষা রানী রায়, অর্থ সম্পাদক আফরোজা চৌধুরী, লিগ্যালএইড সম্পাদক মঞ্জু সরকার, আন্দোলন সম্পাদক সৈয়দা বিউটি, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক নাদিয়া আক্তার ঝর্ণা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতা, সদস্য শিপ্রা সিংহ, তরুণী সদস্য শিউলি চক্রবর্তী, মলি বিশ্বাস, সীমা সাহা প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম শাখার সদস্যসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চলনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক মালেকা বেগম পলি।

কুমারখালী: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উপস্থিতির একাংশ

কুমারখালী

পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের ভূমিকা এবং এই মহামারীর মধ্যে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানিসহ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন কমিটি থেকে ৩৫ জন কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তেবাড়িয়া মালতি পাড়ায় ২৬ অক্টোবর দিনব্যাপী সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উক্ত কমিটির সভাপতি সুনীতা সাহা। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল –বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ : সংগঠনের ঘোষণাপত্র, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলা শাখার সহসভাপতি চম্পা নজরুল, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা পারভীন। এতে ৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

চর আগ্রাকুন্ডা শাখায় ২৭ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখা সভাপতি সেলিনা খাতুনের সভাপতিত্বে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। এ বৈঠকে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

পুরাতন চড়াইকোল পাড়া শাখায় ৩০ অক্টোবর সম্মেলন করে শুকিলা খাতুনকে সভাপতি ও লতা খাতুনকে সম্পাদক করে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। একই দিন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের আরেকটি দল বাঁখই ও শিবরাম শাখা সফর করেন।

কুমারখালী জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। সাংগঠনিক পক্ষের পালিত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা, সহসম্পাদক ইশরাত জাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা পারভীন, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাজেদা খাতুন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা। সমাপনীতে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাইবান্ধা

জেলা শাখার কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও সংহত করার লক্ষ্যে এবং নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও নারী আন্দোলন বেগবান করার জন্য সাংগঠনিক পক্ষে সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। সাংগঠনিক পক্ষের শুরুতে এ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। এ সংখ্যা নতুন-পুরাতন মিলে প্রায় ৫০ জন।

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে জেলা শাখার আয়োজনে ৩১ অক্টোবর সংগঠন কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলা সংগঠক ও তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিক্তু প্রসাদ ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা জেলা শাখার সকল নেতা, কর্মী, সংগঠক ও সদস্যদের নারী নির্যাতন ও নিপীড়ন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদের সম্পৃক্ত করে সহিংসতা প্রতিকারে কাজ করার আহ্বান জনান। সভায় জেলা, উপজেলা ও পাড়া শাখার ৭০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

শহরের কালীবাড়ী পাড়ায় ১৩ নভেম্বর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মাহফুজা খানম মিতার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিকতু প্রসাদ। বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য, কর্মসংস্থানের সংকোচন, নারী নির্যাতন, যৌন উৎপীড়ন, বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নেত্রীদ্বয় আলোচনা করেন। বৈঠকে পাড়া, উপজেলা শাখার ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী

কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে

কাউখালী: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ৩নং কাউখালী সদর ইউনিয়নের সংরক্ষিত ইউপি সদস্য ঝর্না রানী দাস

১৭ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী মহিলা কলেজের প্রভাষক ও জেলা কমিটির সদস্য কুমকুম ভট্টাচার্য্য, ইউপি সদস্য ঝর্ণা রানী দাস। এ সময় নেত্রীবৃন্দ সদস্যপদ নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় শাখা সমূহকে সক্রিয় করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ১০ জন নতুন সদস্য সংগ্রহ ও ৩৫ জন সদস্যকে নবায়ন করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে কাউখালী জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির নেত্রীবৃন্দ আসপর্দী, দাশেরকাঠী আমড়াজুড়ি, চিড়াপাড়া, শিয়ালকাঠী ও রঘুনাথপুর গ্রাম শাখার কার্যকরী কমিটির নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যের সাথে পৃথক পৃথক সভা করেন। এসব সভায় প্রতিটি কার্যকরী কমিটির ১৫ জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ২৩ অক্টোবর বিকেলে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতকরণে কর্মী, সংগঠকের ভূমিকা, তরুণ সংগঠকদের ভূমিকা, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের ভূমিকা এবং করোনাকালীন যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। এ সভায় ৪৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ২৭ অক্টোরব সকাল ১০টায় কর্মী ও সংগঠকদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠন সংহতকরণে কর্মী, সংগঠকের ভূমিকা, তরুণ সংগঠকদের ভূমিকা এবং কোভিড-১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা ও নারীআন্দোলন প্রশিক্ষণ দেন সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, কার্যকরী কমিটি সদস্য কুমকুম ভট্টাচার্য্য, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার। এছাড়াও, ২৭ অক্টোরব একই বিষয়ে উজিয়ালখান মতুয়া আশ্রমে তৃণমূল শাখার সদস্য, কর্মী ও সংগঠকদের নিয়ে আরেকটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দুটি প্রশিক্ষণে ৪০ জন করে উপস্থিতি ছিলেন।

২৮ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি ছিলেন কাউখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি রতন কুমার দাস। আলোচনা করেন সাংবাদিক এনামুল হক, প্রভাষক শিউলী কর্মকারসহ উপস্থিত তরুণীগণ। এতে ৪০ জন তরুণী যোগদান করেন।

জেলা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপন হয়। সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কাউখালী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ২নং আমড়াজুড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কৃষ্ণ লাল গুহ, কাউখালী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম খান ও কাউখালী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত রায়। এছাড়াও, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, সহসাধারণ সম্পাদক সবিতা ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রীবৃন্দ জানান, সাংগঠনিক পক্ষে ৫০ জন নতুন সদস্য সংগঠনে যুক্ত হয়েছে এবং ১০০ জনকে নবায়ন করা হয়েছে। সমাপনী সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক মাসের উদ্বোধন উপলক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা, জেলা ও তৃণমূল শাখার মধ্যে সমন্বয় করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এছাড়াও নতুন সদস্য অন্তভুক্ত এবং পুরাতন সদস্যদের নবায়ন করা হয়। সভায় জেলা এবং তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৯ অক্টোবর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী ও কন্যা নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, করোনা মহামারী মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয়ে জেলা ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা হয়।

হাট নওগাঁ পাড়া শাখায় ২৭ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তৃণমূল সংগঠক ও পাড়ার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে সংগঠনের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার তাগিদ দেওয়া হয়। বৈঠকে বেশ কয়েকজন তরুণী হিসেবে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ২৮ অক্টোবর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সহসভাপতি সিদ্দিকা

খাতুনের সভাপতিত্বে সভায় তৃণমূলে সংগঠন শক্তিশালীকরণ সম্পর্কে মতবিনিময় করেন তৃণমূল ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। এছাড়াও তৃণমূল পর্যায়ে সরাসরি কাজ করতে গিয়ে কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, কিভাবে সংগঠনের কর্মসূচি সবার নিকট পৌঁছে দেয়া যায় সেসব বিষয়ে নেত্রীবৃন্দ নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্যারিমোহন লাইব্রেরিতে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সিদ্দিকা খাতুন। সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আকতারের সঞ্চালনায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য তৃণমূল নেত্রীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। সভায় জেলা ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ: সাংগঠনিক মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শাখা কার্যালয়ে নেত্রীবৃন্দ

রংপুর

জেলা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বিকেলে কর্মীসভার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির শুরু হয়। জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামানসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা ও সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে সহযোগিতা কামনা করা হয়। বৈঠকে ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ অক্টোবর সকালে বানিয়া পাড়া শাখায়, বিকেলে কেল্লাবন্দ জিয়া হল সিওবাজার পাড়া শাখায় এবং ২০ অক্টোবর বিকেলে নরসুন্দর পাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। পরে প্রতিটি শাখায় সদস্যপদ নবায়ন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়। বানিয়া পাড়ায় শাখা সভাপতি সালমা বেগমের সভাপতিত্বে বৈঠকে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমিনুর রহমানসহ ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। কেল্লাবন্দ জিয়াহল শাখায় শাখা সভাপতি মাজেদা বেগমের সভাপতিত্বে ১৬ জন সদস্য এবং নরসুন্দর পাড়ায় শাখার সহসভাপতি সাবিত্রী রানীর সভাপতিত্বে ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বল্লভবিষু শাখায় ২৭ নভেম্বর বিকাল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভবিষু শাখার সভাপতি রিনা সরকারের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক মাসের সমাপনী উপলক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন আক্তার সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির প্রতিবেদন পেশ করেন। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, আন্দোলন সম্পাদক ফারিয়া রহমান, লিগ্যালএইড সম্পাদক ফারজানা সরকার, কাউনিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি রীতা সরকার এবং মিস্ত্রিপাড়া শাখার সভাপতি মাহফুজা বেগম। সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ

জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যদের অংশগ্রহণে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সদস্যপদ নবায়ন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক মাসের গুরুত্ব, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও সংগঠনের এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস সুলতানা। সভায় সহসভাপতি সেলিনা খানম, হামিদা খাতুন ও সহসভাপতি ফেরদোসী আক্তার রুনু, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজকুমারী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাজেদা আক্তার টগর, সদস্য বন্যা আহমেদ ময়না, আয়েশা বেগম, মাসুদা বেগমসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সহসাধারণ সম্পাদক নূরুন নাহার খানমের সঞ্চালনায় সভায় ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

খালইস্ট পাড়া শাখায় ২০ অক্টোবর কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনের কার্যক্রম, যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন নিয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভায় ৩২ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ইদ্রাকপুর পাড়া শাখায় ২২ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংগঠনের কাজের ধারা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন, নারীর মানবাধিকার

কুষ্টিয়া: সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার

রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। বৈঠকে ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির সম্পাদকের অফিসকক্ষে ২৪ অক্টোবর আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে ও সহসভাপতি হামিদা খাতুনের সঞ্চালনায় আলোচনা করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি শ.ম. হাবীবুর রহমান, জেলা আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি অ্যাড. হাসান মৃধা, অ্যাড. মু. হোসেন আলী, অ্যাড. এস. আর. রহমান মিলন, অ্যাড. আকতারুজ্জামান, অ্যাড. মজিবুর রহমান শেখ, অ্যাড. পাপিয়া আক্তার নিলু প্রমুখ। বিজ্ঞ আইনজীবীগণ নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ইভটিজিং, ধর্ষণ, যৌতুক ইত্যাদি প্রতিরোধে মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও, ২৫ অক্টোবর মানিকপুর পাড়া শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় করোনাকালে নারীদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তৃণমূল নেত্রী ও কর্মীবৃন্দ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনা পরবর্তী সময়ে নারীদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধসহ সাংগঠনিক নানা বিষয়ে ২৬ অক্টোবর জমিদারপাড়া, ২৮ অক্টোবর হাটলক্ষীগঞ্জ পাড়া এবং ২৯ অক্টোবর বাগমামুদালী পাড়ায় পৃথক তিনটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায় বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সদস্যদের আলোচনা সভা ও সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার। সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস সুলতানা সাংগঠনিক পক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থিত নেত্রী-কর্মী-সংগঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরেন। সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় ১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৩টায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সামসুন্নাহার। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সদস্য নবায়ন, তৃণমূল শাখাসমূহ শক্তিশালী ও সংহতকরণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগঠনের কাজ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ।

২৩ অক্টোবর কুঠিপাড়া এবং ২৮ অক্টোবর মোল্লাতেঘরিয়ার গ্রাম শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা দুটির সভাপতি যথাক্রমে আফিয়া খাতুন ও নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রম এবং সদস্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জয়নাবাদ ইউনিয়ন শাখায় ২৬ অক্টোবর বিকেলে উঠান বৈঠক করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ফারজানা খাতুন। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক ও সদস্যবৃন্দ।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩০ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি সামসুন্নাহার। সাংগঠনিক পক্ষের বাস্তবায়িত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম ও সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার।

মাগুরা

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর বেলা ৩টায় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানান। এ সময় জেলা কমিটির সকল সদস্যের পদ নবায়ন কর হয় ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

নান্দুয়ালী ৭নং ওয়ার্ডের তৃণমূলের সংগঠক ও সদস্যদের নিয়ে ২৩ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তৃণমূল নারীদের কোভিডকালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। এ সময় ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাকিব আল হাসান

তুহিনসহ পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখার ২৭ অক্টোবর নেত্রীবৃন্দ শালিখা থানার সিংড়া পাড়া শাখায় সাংগঠনিক সফর করেন। সফরকালে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে তৃণমূল নেত্রীবৃন্দকে সাংগঠনিক নানা পরামর্শ দেন।

সৈয়দ আতর আলী গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ডা. কাজী তারিখুজ্জামান, নান্দুয়ালী ডিইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিএম আনিসুর রহমান, গবেষক ডা. তাসিকুজ্জামান, জেলা শাখার সদস্য লিপিকা দত্ত, সহসভাপতি কাজী লাবণী জামান, মমতা খন্দকার ও অ্যাড. সুরাইয়া পারভীন, সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া খন্দকার, লিগ্যালএইড সম্পাদক খালেদা হাশিম প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সংগঠন সম্পাদক সাংগঠনিক পক্ষের বাস্তবায়িত কর্মসূচির রির্পোট পেশ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাজী সুদিপ্তা জামান। এতে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া কমিটির কর্মী-সংগঠকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুর

১৭ অক্টোবর বিকেলে চরকমলাপুর পাড়া শাখায় নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যের নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির সূচনা হয়। জেলা শাখার সভাপতি শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে এবং শাখার কর্মী-সংগঠকদের উপস্থিতিতে সংগঠন সম্পর্কে নতুন সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর শোভারামপুর এবং ২৭ অক্টোবর লক্ষ্মীপুর পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য পাড়া ও গ্রাম শাখাগুলোকে আরও বিস্তৃত ও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। দুটি কর্মীসভায় প্রায় ৫৪ জন তৃণমূল কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

মাগুরা: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্তকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সভাপতি মমতাজ বেগম

লক্ষ্মীপুর পাড়া শাখায় ২৭ অক্টোবর বিকেল ৩টায় পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনির সভাপতিত্বে ফরিদপুর পৌরসভার কর্মচারী, সেনেটারি কারখানার কর্মচারী, কৃষিজীবী নারী, বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, প্যারামেডিকেল ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশাজীবী নারীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ, সমস্যা এবং সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম শাখার সদস্যদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদারের সঞ্চালনায় বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালন করার মাধ্যমে সদস্যগণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। সভায় সহসভাপতি আনোয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর, অর্থ সম্পাদক কামরুন্নাহার পপি, লিগ্যালএইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাত, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রীতিকনা রাহা, পরিবেশ সম্পাদক খুশি খন্দকার ও কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী

১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি পুষ্প রানী সাহা। অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনীতি সুধা দাস ও সমাজসেবক মাতোলেব মাল্লো। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শিরীন নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহানা আক্তার মুক্তা, আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা আক্তার হেলেন, লিগ্যালএইড সম্পাদক মারুফা আক্তার মনি, আফসানা আক্তার সুইটি প্রমুখ। সভায় নতুন সদস্য সংগ্রহসহ সাংগঠনিক মাসের বিভিন্ন কর্মসূচি-কর্মীসভা, পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা ও সমাপনী সভা সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

২১ অক্টোবর জেলা শাখার কর্মীদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। তারা সকলকে গঠনতন্ত্র নির্দেশনা মোতাবেক সংগঠন পরিচালনার আহ্বান জানান।

২২ অক্টোবর পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী সরকারি

পটুয়াখালী: পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শিরীন নাহার

কুড়িগ্রাম: সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সদস্য ফাল্গুনী তরফদার। উপস্থিথ আছেন সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, সহসভাপতি বীথি চৌধুরীসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর এম নুরুল ইসলাম, হাজী আক্কেল আলী কলেজের অধ্যক্ষ মাসুদ আলম, ব্যাংক কর্মকর্তা গোলাম কবীর ফরাজী, অ্যাড. কামাল হোসেন ও অধ্যাপক মাফোজ্জেল হোসেন খান। মতামত দেন পেশাজীবী নারী মিনারা বেগম ও তানিয়া আক্তার।

৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক মাসের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি অনিমা বসাক। সভায় বক্তব্য রাখেন হাসেনে আরা বেগম, মিনতি দত্ত ও সহসভাপতি সালেহা বেগম। সাধারণ সম্পাদক শিরীন নাহার সাংগঠনিক মাসের বিভিন্ন কর্মসূচি মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। সভায় সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্যসহ, কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবী নারী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

ট্যানারী পাড়া শাখায় আলোচনা সভার মাধ্যমে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। সাংগঠনিক মাসের তাৎপর্য তুলে ধরে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ তরুণীদের সংগঠনে ও নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রতি গুরুত্ব দেন। সভা শেষে নতুন সদস্য অর্ন্তভুক্ত ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়।

নিমবাগান পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে ২২ অক্টোবর কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখা সভাপতি সংকরী সরকারের সভাপতিত্বে সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, করোনাকালে যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা ভয়াবহ হারে বৃদ্ধি পাওয়া নারী ও কন্যার প্রতি ধর্ষণ, যৌন হয়রানিসহ সকল প্রকার সহিংসতার নিন্দা জানান এবং ন্যায়বিচার দাবি করেন।

পুরাতন ডাকঘর পাড়া শাখায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষের সাথে ২৮ অক্টোবর বিকেলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ডা. নাসরিন বেগম, অ্যাড. উর্মিলা চক্রবর্তী মিঠি, নারী শ্রমিক ইতি বেগম, পুরুষ শ্রমিক মো. আজিমুদ্দি, প্রভাষক মাসুদা সুলতানা মুন্নি প্রমুখ। পেশাজীবী নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ, মজুরির বৈষম্য, কাজের সময়, নারীস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মতমত দেন।

শিশুনিকেতন কুড়িগ্রামে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি বীথি চৌধুরী, সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়, পরিবেশ সম্পাদক চন্দনা দেব, সদস্য নন্দিতা চক্রবর্তী, ফালগুনী তরফদার, শাখা কমিটির আহ্বায়ক মমতাজ নাসরিন প্রমুখ। সাংগঠনিক পক্ষের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিন্তি চৌধুরী, শ্যামলী ভৌমিকসহ অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা আনাম লাজ।

ঢাকা মহানগর

১৭ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টায় অনলাইনে শাহজাহানপুর, বুয়েট, উত্তরা, কল্যাণপুর, তিলপাপাড়া, উত্তরখান, মিরপুর, সেনপাড়া, আহম্মেদনগর পাইকপাড়াসহ মোট ৮টি পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দের সাথে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি পালন সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস ও সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর।

১৮ অক্টোবর উত্তরা, ২১ অক্টোবর শাহজাহানপুর, ২৪ অক্টোবর বুয়েট এবং ৩০ অক্টোবর আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভা বিকাল ৪টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরা ও বুয়েট শাখায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং শাহজাহানপুর ও আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখায় করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে উত্তরা শাখার সহসভাপতি কল্যাণী পাল, শাহজাহানপুর শাখার সভাপতি সারা আলম, বুয়েট শাখার সভাপতি রেবা নার্গিস এবং আহম্মেদনগর পাইকপাড়া শাখার সভাপতি হোমায়রা খাতুন। সভায় নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর, আন্দোলন সম্পাদক জুয়েলা জেবুননেসা খান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতি, অর্থ সম্পাদক ফেরদৌস জাহান রত্না, সদস্য খালেদা ইয়াসমিন কনা এবং সেলিনা তর্কবাগীশ। চারটি সভায় সংগঠক, কর্মী ও সদস্য মিলে প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কল্যাণপুর পাইকপাড়া করোনাকালীন সময়ে যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ অক্টোবর বিকেলে অনলাইনে। সভাপতিত্ব করেন পাড়া শাখার সভাপতি মানছুরা বেগম। সভায় বিভিন্ন পেশাজীবী নারী-পুরুষসহ ১১নং ওয়ার্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি দেওয়ান মান্নান মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগর: সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর আয়োজিত সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

তিলপাপাড়া শাখায় তরুণীদের সাথে ২৮ অক্টোবর বিকেলে অনলাইনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়া কমিটির সদস্য ইয়াসমিন আক্তারের সভাপতিত্বে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততা, করোনা মহামারী প্রভাবে শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও নারী নির্যাতন এবং কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে তরুণ প্রজন্মের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর, সদস্য শাফাকাত আলম আঁখি এবং উপস্থিত তরুণদের মধ্যে মুনমুন, ফাহিম, অনিক ও বীথি। তরুণরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশ করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা বিষয়ে ২৩ অক্টোবর বিভিন্ন পাড়া শাখার সংগঠকদের নিয়ে অনলাইনে সাংগঠনিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি মাহাতাবুন নেসা। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম। আলোচনা করেন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন ইতির পরিচালনায় প্রশিক্ষণে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেগুনবাগিচা পাড়া শাখা সদস্য মাহফুজা জেসমিনের সভাপতিত্বে ২৫ অক্টোবর বিকেলে, উত্তরখান শাখার সদস্য রিতা পারভীনের সভাপতিত্বে ৩০ অক্টোবর অনলাইনে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৭ অক্টোবর রামপুরা শাখায় পাড়ার নতুন সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ৯ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর শাখার সহসভাপতি মোমেনা শাহনূর। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সহসাধারণ সম্পাদক মাসুদা রেহানা বেগম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম ও প্রকাশনা সম্পাদক সারাবান তহুরা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস। সাংগঠনিক পক্ষের প্রতিবেদন পাঠ করেন মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। সভায় কেন্দ্রীয়, ঢাকা মহানগর ও পাড়া কমিটির নেত্রীবৃন্দসহ ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সদস্য রেখা দাস

রাজবাড়ী

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৮ অক্টোবর আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন হয়। জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহারের সভাপতিত্বে সভায় মহামারী পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় সংগঠন ও সংঠকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সংগঠক ও কর্মীসহ ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠকদের ভূমিকা এবং করোনাকালীন যৌন হয়রানি ও ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে নুরপুর, সোনাকান্দর, লক্ষ্মীকোল, সিলিমপুর, সজ্জনকান্দা (হরিতলা), কাহারপাড়া, রামকান্তপুর, মৈশালাপাল, বক্তারপুর এবং লক্ষ্মীকোল (মেনুকার বাড়ী) শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সবমিলে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী লক্ষ্মীকোল পাড়ার মৎস্যজীবীদের সাথে ২২ অক্টোবর এবং লক্ষ্মীকোল ব্র্যাক সেলাই সেন্টারে সেলাইকর্মীদের সাথে ২২ অক্টোবর বিকেলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাদুটিতে উভয় পেশার প্রায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর সকালে বারবাকপুর আদিবাসী পাড়ায় আদিবাসীদের সাথে এবং বিকেলে বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় হরিজনদের সাথে পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহারের সভাপতিত্বে আদিবাসী নারী অর্চনা চৌধুরী, রীনা রায়, জয়া রায়, শংকর রায় এবং হরিজনদের মধ্যে অর্পনা মণ্ডল, শিলা মণ্ডল, বাসুদেব মণ্ডল তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। দুটি সভায় প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ৩০ অক্টোবর বিকেলে তরুণীদের সাথে মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় তরুণ সংগঠকদের ভূমিকা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইলী নাহারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, তরুণ সংগঠক রেখা দাস, প্রিয়ন্তী দাস, মৌসুমী সাথী প্রমুখ আলোচনা করেন। সভায় মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

'সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠকদের ভূমিকা' বিষয়ে সংগঠন কার্যালয়ে ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী, জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহার এবং সহসভাপতি ডা. পূর্ণিমা দত্ত। এতে ২৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

জেলা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি লাইলী নাহারের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. পূর্ণিমা দত্তের সঞ্চালনায় বক্তারা প্রতিটি কর্মী, সংগঠক ও সদস্যদের পেশাদারী, দক্ষ দায়িত্বশীলতার সাথে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের কাজ করার আহ্বান জানান। সভায় ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনা

১৬ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। শুরুতে সমবেত ও নারীমুক্তির সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপপরিষদের সদস্যবৃন্দ। এরপর জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ও তাৎপর্য সম্পর্কে উপস্থিত সংগঠকবৃন্দ আলোচনা করেন। সভা শেষে সদস্য নবায়ন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা ও তৃণমূল শাখার সংগঠক ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বরগুনা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার সম্মেলন কক্ষে ২৯ অক্টোবর কর্মজীবী নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে সভায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিওকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় নারীদের কর্মক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন, আলাদা কক্ষ, আলাদা বাথরুম, কাজের চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক চাপ, ব্রেস্টফিডিং কর্ণার না থাকাসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং এর সমাধানে বেশ কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হয়।

২৯ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতারের সভাপতিত্বে সভায় নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য

অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রয়োজনীয় মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়া হয় এবং নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

তালতলী উপজেলা শাখার সদস্য ও সংগঠকদের সাথে লিগ্যালএইড কার্যক্রম পরিচালনায় করণীয় বিষয়ে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ অক্টোবর বিকেল ৩টায়। সভায় কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময়ে পারিবারিক নির্যাতন, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ সংগঠনের কাজ করার অভিজ্ঞতা ও অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় তালতলী উপজেলা শাখার নেত্রী, সংগঠক ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

স্বরূপকাঠী: জেলা শাখার সংগঠনের বিস্তৃতি বিষয়ক আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

স্বরূপকাঠী

নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন শুরু করার মাধ্যমে ১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক মাসের উদ্বোধন করা হয়। স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহানের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে জেলা শাখা কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় মোট ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

পৌরসভা মিলনায়তনে ২২ অক্টোবর সকাল ১০টায় তৃণমূল কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপকাঠী পৌরসভার মেয়র গোলাম কবির। মূল আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা রানী চৌধুরী। বক্তাগণ বলেন, স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মহিলা পরিষদ নিরলসভাবে নারী অধিকার তথা সমাজ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

তরুণী ও সংগঠক সদস্যদের সাথে সংগঠনের বিস্তৃতি বিষয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ৩১ অক্টোবর। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মীরা চৌধুরী ও শাহিদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, অর্থ সম্পাদক বর্ণালী কর প্রমুখ। সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান সাংগঠনিক মাসের কার্যক্রমের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এছাড়াও গত বছরের সাথে এ বছরের পালিত কর্মসূচির তুলনামূলক চিত্র, অর্জন ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। সমাপনী সভায় মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী

নগরীর মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এ সময় সদস্য বৃদ্ধি ও নবায়ন, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করার জন্য কর্মী-সংগঠকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় ১৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

উপশহর পাড়া শাখায় ১৯ অক্টোবর বিকেলে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপশহর পাড়া কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনা আরা সূচির সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ করোনাকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মেয়েদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় ২৩ জন তৃণমূল নারী উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি ও নবায়ন, সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্মী-সংগঠকদের নিয়ে ২১ অক্টোবর বিকেলে নবগঙ্গা গ্রাম এবং ২৫ অক্টোবর বিকেলে কুমারপাড়া শাখায় কর্মীসভ অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায় ও জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য নুরুন্নাহার পারভীন রিতা। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন নবগঙ্গা গ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ও পবা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সুফিয়া হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেলিনা বানু, দ্বীপ মান্নান প্রমুখ। দুটি সভায় প্রায় ৬০ জন তৃণমূল কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর বিকেলে ললিত নগর (ভূষণা) গ্রাম শাখায় আলোচনা সভা হয়। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক রুনা লায়লার সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষে পুরাতন সদস্যদের নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৪ অক্টোবর নবগঙ্গা এবং ২৬ অক্টোবর গোদাগাড়ী থানার বসন্তপুর গুণীগ্রাম শাখার

রাজশাহী: নবগঙ্গা গ্রাম কমিটি আয়োজিত কর্মীসভায় অংশগ্রহকারীদের একাংশ

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সুফিয়া হাসানকে সভাপতি এবং ফজিলাতুন নেসাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নবগঙ্গা গ্রাম কমিটি এবং নয়নতারাকে সভাপতি ও সোমা পান্নাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট গুণীগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

গোদাগাড়ী থানার বসন্তপুর গুণীগ্রাম শাখায় ২৮ অক্টোবর বিকেলে আদিবাসী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আদিবাসী নারীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অধিকার বাস্তবায়ন ও সামাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার উপায় সম্পর্কে আদিবাসী নারীগণ মতামত দেন। এ সময় ৩৮ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

নগরীর মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার মিলনায়তনে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনা সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলিমা খাতুন প্রমুখ। সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির মূল্যায়ন করে এর অর্জন ও চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে নেত্রীবৃন্দ জানান ২৫ জন নতুন সদস্য এবং ২০ জন সদস্যকে নবায়ন করা হয়েছে। সভায় ২৫ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

১৭ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক ও জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রীনা আহমেদ। জেলা কার্যালয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির সূচনা হয়। সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখা সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন, তৃণমূল শাখা সফর, কর্মীসভা, উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক সভা, পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা ও সমাপনী সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২৫ অক্টোবর শহর কমিটির সদস্যদের নিয়ে জেলা কার্যালয়ে, ২৮ অক্টোবর আদমজী কদমতলী শাখার সদস্যদের নিয়ে বর্ণমালা স্কুলে এবং ২৯ অক্টোবর ভোলাইল পাড়ায় পাড়া শাখার সদস্যদের নিয়ে তিনটি পৃথক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা তিনটির সভাপতি যথাক্রমে সাহানা বেগম, সুরাইয়া আক্তার ও হাসিনা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একটি দল সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনটি সভায় প্রায় ৭০ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেলে পেশাজীবী নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রীনা আহমেদের সভাপতিত্বে পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষক ময়না বেগম, আইনজীবী সীমা সিদ্দিকী, চিকিৎসক ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সামিরা সিদ্দিকী, নারী উদ্যোক্তা শাহতাজ মুনমুন, প্রকৌশলী রাবেয়া জামান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শিবনাথ চক্রবর্তী ও দুলাল সাহা, সাংবাদিক সৌরভ সিয়াম, তরুণ আইনজীবী মৈত্রী ঘোষ প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় কর্মী-সংগঠক ও পেশাজীবীসহ অর্ধশতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ পাঁচটি তৃণমূল শাখা সফর করেন।

জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক ও জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রীনা আহমেদের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাসিনা পারভীন, সংগঠন সম্পাদক প্রীতি কনা দাস, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, সদস্য সুরাইয়া আক্তার প্রমুখ। বক্তারা বলেন, সংগঠনকে বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য প্রতিবছর সাংগঠনিক পক্ষ পালন করা হয়। এ বছর করোনাকালীন মহামারীর মধ্যেও সংগঠনের কার্যক্রম থেমে থাকেনি। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কর্মী-সংগঠকদের অংশগ্রহণে সফলতার সাথে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। নেত্রীবৃন্দ এজন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। সভায় শতাধিক কর্মী-সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

১৭ অক্টোবর সকালে রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে কর্মীসমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। সমাবেশে সাংগঠনিক পক্ষে গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত কর্মী-সংগঠকদের অবহিত করেন। তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা, পাঠচক্র ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণী ও নারীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। সংগঠনে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া

হবে। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪০ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর বিকেলে সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক পক্ষ হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি খুকু বেগম ও নাসরিন কালাম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়ার, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রীতিকনা ভাদুরী, লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার, সদস্য হোসনে আরা রুবি, ছালেহা বেগম প্রমুখ। বক্তাগণ সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, সংগঠনকে শক্তিশালীকরণ, সদস্যদের সক্রিয় ও দক্ষতা বাড়ানো, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়সহ আলোচনাসহ সাংগঠনিক পক্ষে পালিত কর্মসূচির মূল্যায়ন করেন। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ

জেলা সমবায় ভবনে ১৭ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন সহসাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, অর্থ সম্পাদক হাসিনা হায়দার চামেলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সাজিদা ইয়াছমিন, আন্দোলন সম্পাদক মাছুমা আক্তার ও সদস্য কোহিনূর আফজল। সভায় বিভিন্ন তৃণমূল শাখা হতে নাছিমা শাহজাহান, ফেরদৌসী কামাল, মাহফুজা আরা পলক, পান্না দত্ত রায়, শাহীন সুলতানা ইতি, বন্দনা দত্ত, বন্যা সরকার, তরুণী ফারহানা রশিদ, রুবী ইসলাম ও কামরুন্নাহার আলোচনা করেন। সভা সঞ্চালন করেন সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে নগুয়া প্রথম মোড়, হয়বতনগর, শ্যামলী রোডে, ন্যাশনাল আইডিয়াল হাইস্কুলে, বত্রিশ ও বত্রিশ পানির ট্যাংকি পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে নগুয়া শাখার সভাপতি ফেরদৌসী কামাল, হয়বতনগর শাখার সভাপতি ডা. রুবী ইসলাম, জেলা শাখার সংগঠন উপপরিষদের সদস্য কামরুন্নাহার, জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক ও বত্রিশ পানির ট্যাংকি শাখার সভাপতি কামরুন্নাহার লিপি। এসব কর্মীসভায় জেলা নেত্রীবৃন্দের একটি দল সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সংগঠকদের ভূমিকা এবং কোভিড-১৯ চলাকালীন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে তৃণমূল কর্মী-সংগঠকদের সাথে আলোচনা করেন। সভাগুলোতে সবমিলে প্রায় ৩শ জন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, ২৬ অক্টোবর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে জেলা ও তৃণমূল শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বত্রিশ মঠবাড়ী শাখায় ২২ অক্টোবর বিকেলে পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন পাড়া কমিটির সদস্য বন্দনা দত্ত, বন্যা সরকার, কামরুন্নাহার লিপি। এতে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১৭ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জেলা শাখাসহ বিভিন্ন তৃণমূল শাখায় তরুণ সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়।

শহর সমবায় ভবনে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম পক্ষকালব্যাপী বাস্তবায়িত কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। জেলা ও পাড়া শাখার সংগঠক-কর্মী ও সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী: সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে সদস্য বৃদ্ধিকরণ অভিযান

চট্টগ্রাম

দামপাড়া শাখায় ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় আলোচনা সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে নেত্রীবৃন্দ সদস্য পদ নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ, নতুন শাখা গঠন, নিষ্ক্রিয় শাখাগুলোকে সক্রিয় এবং সক্রিয় শাখা সমূহ সফর করাসহ সাংগঠনিক মাসের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায়

চট্টগ্রাম: দামপাড়ায় সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে ১৯ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পটিয়া উপজেলা শাখায় ২১ অক্টোবর বিকেলে বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পটিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি শীলা দাশের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় পেশাজীবী নারীদের মধ্যে আলোচনা করেন শিক্ষক রাশেদা বেগম, শিমু আক্তার ও সামিয়া খন্দকার। শুরুতেই মহিলা পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন পটিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মদিনা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মরিয়ম বেগম। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ সভায় ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বোয়ালখালী উপজেলার সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ নির্মূল বিষয়ে ২৫ অক্টোবর সকাল ১০টায় তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ সমীর দে। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সুপর্ণা ও অধ্যাপক নাসিরউদ্দিন। জেলা শাখার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম ও অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ। তরুণীদের মধ্যে থেকে আলোচনা করেন টিনা ঘোষ, বিবি তাহেরা, অর্পি চৌধুরী প্রমুখ। সভা থেকে বেশ কিছু সুপারিশ উঠে আসে। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যালয়ে ২৯ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তব কাজের ধারা এবং নারী আন্দোলন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক স্বাতী পাল এবং সদস্য রিনা দাশ। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক লতিফা কবির। এতে ৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ডিসিহিল প্রাঙ্গণে ৩১ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক পক্ষে পালিত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সহসভাপতি রমা মুহুরি, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সদস্য মিতা ঘোষ, রিনা দাশ, চিন্ময়ী ঘোষ প্রমুখ। সভায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৭ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনার সঞ্চালনায় এবারের সাংগঠনিক পক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। সভায় মোট ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ৭ জনকে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১১ জন সদস্য পদ নবায়ন করেন। পরে সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা করি, নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করি-এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে সাংগঠনিক পক্ষে শাখা সভাপতি সুমিত্রা সরকারের সভাপতিত্বে সীতানগর গ্রাম শাখায়, নাসরীন বেগমের সভাপতিত্বে জগদীশপুর, রোকসানা বেগমের সভাপতিত্বে শেরপুর এবং হাসেনা বেগমের সভাপতিত্বে ঘাটুরা গ্রাম শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে কোভিড-১৯ এর অভিঘাতে নারী বিপর্যস্ত অবস্থা, বাল্যবিবাহ ও নারীর নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জেলা ও তৃণমূল শাখার সংগঠকগণ আলোচনা করেন। সবগুলো বৈঠক মিলিয়ে প্রায় ৮০ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

দ্বারিয়াপুর গ্রাম শাখায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ অক্টোবর। শাখা সভাপতি উমা রানী দাসের সভাপতিত্বে সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের আলোকে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং কোভিড -১৯ মোকাবেলা করে সংগঠন সক্রিয়করণ ও নারী আন্দোলনকে অগ্রসর করতে কর্মী-সংগঠকের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভায় তরুণী সদস্যসহ মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৮ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে তরুণী সদস্যদের সাথে এবং ৩১ অক্টোবর নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর গ্রামে সাধারণ নারী-পুরুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে সভায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, করোনার কারণে কর্ম হারিয়ে কর্মজীবী নারীদের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে উপস্থিত

তরুণ সদস্য এবং সাধারণ নারী-পুরুষগণ তাদের মতামত উত্থাপন করেন। দুটি সভায় সবমিলিয়ে প্রায় ১শ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩০ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল কর্মী-সংগঠকদের অংশগ্রহণে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারী আন্দোলনের ইতিহাস, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম এবং বাস্তব কাজের ধারা ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন সভাপতি শোভা রানী পাল ও সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী। প্রশিক্ষণে ১৬ জন তৃণমূল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১ নভেম্বর সকাল ১০টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির বিবরণ, সংগঠক ও সংগঠনের অর্জন এবং আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে বিলাসপুর পাড়া শাখায় ১৭ অক্টোবর শাখা সভাপতি রচিতার সভাপতিত্বে বিকাল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, বাস্তবকাজের ধারা, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন সভাপতি আনোয়ারা বেগম, সংগঠন সম্পাদক নুরজাহান ও সদস্য পলি। সভায় ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াগাঁও পাড়া শাখায় ২২ অক্টোবর শাখা সভাপতি আমেনার সভাপতিত্বে বিকেল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সভায় ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

হিমারদিঘী পাড়া শাখায় ২৬ অক্টোবর শাখা সভাপতি রুবি বেগমের সভাপতিত্বে বিকেল ৩টায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা ও তৃণমূল শাখার সংগঠকবৃন্দ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন বন্ধে করণীয় এবং বাংলাদেশে নারী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গোপালপুর পাড়া শাখায় ২৯ অক্টোবর শাখা সভাপতি রাবেয়া বেগমের সভাপতিত্বে নারী শ্রমিক ও পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী নারীরা কর্মক্ষেত্রে নানা সমস্যা, নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন, বেতন বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এসব সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সংগঠন সম্পাদক নুরজাহান, লিগ্যালএইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহান এবং শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের আকলিমা আক্তার ডলি। আলোচনা সভায় বক্তরা সাংগঠনিক পক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। এ সভার মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচির সমাপন হয়।

সিলেট

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১৬ অক্টোবর বিকেলে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য অপর্ণা গুণ। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনাজ চৌধুরী লাকী প্রমুখ। সভায় সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ২১ অক্টোবর বিকেলে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন চৌধুরী সেগুপ্তা তাবাসসুম। সভা সঞ্চালনা করেন অর্থ সম্পাদক কৃষ্ণা ঘোষ অধিকারী। সভায় ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ সুরমার রিয়াছত গ্রাম শাখায় ২৫ অক্টোবর এবং হাজারাই চৌধুরী গাঁও শাখায় ৩০ অক্টোবর তৃণমূল নারীদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখার সদস্য রোকসানা জাহান এবং উষা রানী মল্লিকের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভা দুটিতে শতাধিক জন তৃণমূল নারী উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ সুরমার হাজারাই চৌধুরী গাঁও গ্রামে ৩১ অক্টোবর নতুন সদস্য সংগ্রহ ও পুরাতন সদস্যদের পদ নবায়ন করা হয়। সাংগঠনিক পক্ষে এ শাখায় ২৭ জন নতুন সদস্য ও ২৭ জনের সদস্যপদ নবায়ন করা হয়।

যশোর

ঘোপ নওয়াপাড়া রোড শাখায় সদস্য সংগ্রহ এবং নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয় ২১ অক্টোবর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নওয়াপাড়া রোড কমিটির সভাপতি শিরিন জামান মালা। আলোচনা করেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবা শেফা, জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরিন, সহসভাপতি হামিদা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক উম্মে কুলসুম আলো, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক সায়েদা বানু শিল্পী, জেলা শাখার সিনিয়র সদস্য জাহানারা খাঁন খুশি, সদস্য উম্মে মাকসুদা মাসু, পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোছা. শিরীন ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরীনের সভাপতিত্বে ২৬ অক্টোবর তরুণী সদস্যদের সাথে মতবিনিময় এবং ২৭ অক্টোবর ঘোপ, জেলরোড পাড়া শাখায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভায়

নাটোর: কানাইখালী পাড়া শাখায় অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় উপস্থিতির একাংশ

জেলা শাখার তরুণী সদস্য সোনিয়া লাইজু টপিজ, সিদরাতুল অফিয়া মোহনা, কাজীপাড়া শাখার তরুণী সদস্য জান্নাতুন, শেখহাটি পাড়ার সুমাইয়া সুমী, ঝিকরগাছা পাড়ার সাহিদা খাতুন এবং কর্মীসভায় প্রিয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন বিশ্বাস, পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার প্রমুখ আলোচনা করেন। সভা দুটিতে যথাক্রমে ২২ জন এবং ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আফরোজা শিরিনের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রবৃন্দ আলোচনা করেন এবং তরুণ সদস্যরা গান ও আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদীনা রহমান এ্যানি।

বক্তারা সংগঠন শক্তিশালী করতে ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ করা আহ্বান জনান। অনুষ্ঠানে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাটোর

জেলা শাখা ১৮ অক্টোবর বিকেল ৪টায় উপরবাজারস্থ সংগঠন কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জেলা শাখার সভাপতি দিলারা বেগমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা, আন্দোলন সম্পাদক নাসিম-ই-গুলশান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান বেবী, প্রচার সম্পাদক শেফালী পাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, সাংগঠনিক পক্ষ পালনের মাধ্যমে সংগঠকদের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অঙ্গীকার দৃশ্যমান হবে। তারা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার কথা বলেন।

২১ অক্টোবর বিকেল সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সদস্য রুবিয়া বেগম। কর্মী-সংগঠকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদস্য শেখ রুমানা হক মানসুরা, তরুণী সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস, মেহেরুন্নেছা চৈতি। বিভিন্ন পাড়া শাখা ও ইউনিয়ন শাখার কর্মী সংগঠকসহ কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন।

২৩ অক্টোবর গুরুদাসপুর উপজেলার বেগম রোকেয়া গার্লস স্কুলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই শাখার আহ্বায়ক ও গুরুদাসপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রোকসানা আক্তারের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিলর, বেগম রোকেয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারীরা উপস্থিত ছিলেন।

২৯ অক্টোবর কানাইখালী শাখায় একই পাড়া শাখার সদস্য শিল্পী আক্তারের সভাপতিত্বে আরেকটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার সদস্যসহ মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর বিকেলে জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিলারা বেগম পারুলের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ সাংগঠনিক পক্ষে পালিত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে মহিলা পরিষদের সুহৃদ কানাডা প্রবাসী আলী আশরাফ নতুন ও শাহানা আক্তার মহুয়া, দিঘাপতিয়া এমকে কলেজের প্রভাষক মোছা. রোকেয়া সুলতানাসহ বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

জেলা কার্যালয়ে ১৭ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে সদস্য সংগ্রহ, নবায়ন ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহমেদ পারুল, সংগঠক রিজিয়া পারভীন ও অর্থ সম্পাদক তহমিনা বেগম মিনু। বক্তারা সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে কর্মীদের ভূমিকা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় চারটি পাড়া শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠকদের জন্য সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ১৯ ও ২৯ অক্টোবর। জেলা শাখা কার্যালয়ে ৬০ সংগঠককে দুটি পর্বে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রীদের করণীয় এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

জেলা কার্যালয়ে ২২ অক্টোবর পেশাজীবী নারীদের সাথে এবং ২২ অক্টোবর স্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় কাউন্সিলর তানিয়া খাতুন, আসমা আজাদ, মমতা সেন কর্মজীবী নারী ও উদ্যোক্তা নারীরা

সমঅধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা দুটিতে ৫৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

পুরাতন বাজার পাড়া শাখায় ২৭ অক্টোবর উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীআন্দোলন, আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ বৈঠকে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথের সভাপতিত্বে ৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহম্মেদ পারুল, অর্থ সম্পাদক তহমিনা বেগম মিনু, লিগ্যালএইড সম্পাদক জাহানারা খাতুন, সংগঠক রিজিয়া পারভীন। এছাড়াও বিভিন্ন পাড়া শাখা থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা জানান সাংগঠনিক পক্ষে ৩৮ জন নতুন সদস্য সংগঠনে যুক্ত হয়েছেন। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর

সত্যেন সেন ভবনের উদীচী মিলনায়তনে ১৭ অক্টোবর বিকাল ৪টায় জেলা শাখার দুজন প্রবীণ সদস্যের সদস্যপদ নবায়নের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক পক্ষ-২০২১ প্রসঙ্গে কিছু কথা' শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার। প্রবন্ধটি এদিন স্থানীয় সংবাদপত্রে ছাপা হয়। পরে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন পাড়া, ইউনিয়ন ও উপজেলা শাখায় সদস্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ, কর্মীসভা, সাংগঠনিক সফর, উঠান বৈঠক, সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ, নতুন কমিটি গঠন, মতবিনিময় সভাসহ সাংগঠনিক পক্ষের নানা কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা ও পাড়া শাখার সাধারণ সদস্যসহ ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর: উদীচী মিলনায়তনে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান

রায়সাহেব বাড়ি পাড়া শাখায় ২২ অক্টোবর বিকেল ৪টায় পেশাজীবী নারীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মিনতি ঘোষের সভাপতিত্বে জেলা নেত্রীবৃন্দের পাশাপাশি উপস্থিত পেশাজীবী নারীদের মধ্যে পাপড় তৈরি শ্রমিক শান্তনা রানী মহন্ত, কবিতা রায়, লোপা কুন্ডু, ফাতেমা বেগম, ফারজানা, লাকি ও ঝর্ণা রায় বক্তব্য রাখেন। তারা পেশাজীবী নারীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সাংগঠনিক পক্ষে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একাধিক দল রায়সাহেব বাড়ি, রাজবাটী, সুইহারি আশ্রমপাড়া, শেখপুরা, নিমনগর বালুবাড়ী, বালুয়াডাঙ্গা, বাঙ্গীবেচার ঘাট, গোলাপবাগ এবং বড়বন্দর পাড়া শাখা সফর করেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ এসব পাড়া শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে সভা করেন। সভাগুলোতে সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

রাজবাড়ী সম্প্রীতি প্রতিবন্ধী সংস্থায় ২৮ অক্টোবর বিকেল ৪টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজবাড়ী তুতবাগান পাড়া শাখার সহসভাপতি তানজিদা আক্তার সীমা। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে করণীয়, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব কমিউনিটি সেন্টারে ২৯ অক্টোবর দিনব্যাপী সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সহসভাপতি মিনতি ঘোষ। 'ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র', 'সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা, এবং 'নারীআন্দোলন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন যথাক্রমে সাংগঠনিক সম্পাদক রুবিনা আকতার, সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু এবং সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম। প্রশিক্ষণে ৪০ জন অংশ নেয়।

উৎসব কমিউনিটি সেন্টারে ৩১ অক্টোবর সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মাহবুবা খাতুন, মিতি ঘোষ, অর্চনা অধিকারী ও সুমিত্রা বেসরা, অর্থ সম্পাদক রত্না মিত্র, লিগ্যালএইড সম্পাদক জিন্নুরাইন পারু, আন্দোলন সম্পাদক গৌরি চক্রবর্তী, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক জেসমিন আরা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক শাহানাজ পারভীন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা পলি, পরিবেশ সম্পাদক মওদুদা বেগমসহ বিভিন্ন পাড়া কমিটির নেত্রীবৃন্দ।

সভায় সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম সাংগঠনিক পক্ষ পালনের পর্যালোচনা, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় আন্দোলন উপপরিষদ থেকে প্রেরিত বিবৃতি ও স্মারকলিপি

বিবৃতি

- নির্বাচন কমিশন গঠন প্রসঙ্গে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির (৬৭টি নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম) বিবৃতি ৫টি অনলাইন পত্রিকায় প্রতিবেদন; ১০ অক্টোবর'২১ (প্রকাশিত হয় উইমেন আই, আওয়াজ বিডি, ঢাকা পোস্ট, দেশ বিদেশ, জাগো নিউজ)।
- কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি; ১৪ অক্টোবর'২১ (প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ জার্নাল, উইমেন আই, কালের কণ্ঠ)।
- দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপতৎপরতার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির বিবৃতি; ১৭ অক্টোবর'২১ (প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলো)।
- বদরুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থীকে বাসের হেলপারের ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও হুমকিদাতা বাসের হেলপারের শাস্তির দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি; ২২ নভেম্বর'২১ (প্রকাশিত হয় উইমেন আই)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হলে বিবাহিত শিক্ষার্থীদের থাকার বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপে উদ্বেগ, বিস্ময় প্রকাশ করে এই সমস্যার সমাধান গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিবৃতি; ২১ ডিসেম্বর'২১ (প্রকাশিত হয় উইমেন আই)।

স্মারকলিপি

- জাতীয় সংসদের বগুড়া-৭ আসনের সংসদ সদস্য রেজাউল করিমের সংবিধানবিরোধী, নারীর মানবাধিকারবিরোধী, অসম্মানজনক, অযৌক্তিক বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং জাতীয় সংসদে এই বক্তব্য প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে মাননীয় স্পিকারের নিকট স্মারকলিপি; ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১।
- সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান। অনুলিপি প্রদান করা হয় : সকল জেলা প্রশাসক, সকল পুলিশ সুপার।
- বদরুন্নেসা কলেজের শিক্ষার্থীকে বাসের হেলপারের ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও হুমকিদাতা বাসের হেলপারের শাস্তির দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান; ২২ নভেম্বর ২০২১। বরাবর- মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি; সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক ঢাকা সড়ক ও পরিবহন সমিতি।

জেলা শাখায় আন্দোলন কার্যক্রম

ময়মনসিংহ: সুষ্ঠু ও শান্তিপুর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে যথাযত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি প্রদান করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

ময়মনসিংহ

প্রতিবাদ সমাবেশ : ১ নভেম্বর বিকেলে শহরের ফিরোজ জাহাঙ্গির চত্বরে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু। বক্তব্য রাখেন বার কাউন্সিলের সভাপতি বিকাশ রায়, সারা'র কর্মকর্তা ফেরদৌসী বেগম, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি আতাউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা বিমল পাল, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেলিমা আজাদ, আইইডির কর্মকর্তা সাবিয়া শাওন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আজাদ জাহান শামীম, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোকুল সূত্রধর, কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন প্রমুখ।

বক্তারা শারদীয় দুর্গাপূজায় কুমিল্লা, চৌমুহনী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও পীরগঞ্জসহ

দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি প্রতিরোধে রাষ্ট্র, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সমাবেশে ৭৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৩ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ সময় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে সংগঠনের মুখপত্র মহিলা সমাচার উপহার দেওয়া হয়।

নাটোর

সম্প্রীতি সমাবেশে অংশগ্রহণ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, পূজামণ্ডপে হামলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সর্বস্তরের জনসাধারণের উপস্থিতিতে ২২ অক্টোবর মাদ্রাসার মোড়ে অনুষ্ঠিত সম্প্রীতি সমাবেশে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং সহিংসতার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৫ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সুনামগঞ্জ

প্রতিবাদ সমাবেশ : 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও'– এ স্লোগান সামনে রেখে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য অ্যাড. স্বন্দীপ কুমার দাশ, জেলা শাখার সহসভাপতি সঞ্চিতা চৌধুরী ও রণজিতা রায়, সদস্য অ্যাড. মতিয়া বেগম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা ৭২'এর সংবিধান পুনর্বহাল করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান।

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

শুভেচ্ছা প্রদান : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সুনামগঞ্জ জেলা শাখার কার্যকরী কমিটির সদস্য মাজেদা বেগম ও নাসিমা বেগম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে বিজয়ী হওয়ায় ১০ ডিসেম্বর জেলা কার্যকরী কমিটির মাসিক সভায় তাদের দু'জনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বরিশাল

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৪ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও

বরিশাল: সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন সারদীয় দূর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করছেন জেলা শাখা নেত্রীবৃন্দ

নাটোর: নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে নাটোর জেলা প্রশাসক মো. শামিম আহমেদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুমারখালী: প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণকারী জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দের একাংশ

কাউখালী: সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী সমাবেশে নেত্রীবৃন্দের সাথে উপস্থিত আছেনে কাউখালী ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন : শারদীয় দুর্গোৎসবে কুমিল্লা, নোয়াখালী, গাজীপুর, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, লুটপাট, প্রতিমা ভাঙচুরসহ নানা বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সহসভাপতি নুরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. পংকজ কর্মকার, উন্নয়ন সংগঠক আনোয়ার জাহিদ, জেলা গণফোরামের সভাপতি অ্যাড. হিরণ কুমার দাশ মিঠু, মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি প্রফেসর শাহ-সাজেদা, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, আন্দোলন সম্পাদক সুরুচি কর্মকার প্রমুখ। মানববন্ধন পরিচালনা করেন ম্যাপ'র নির্বাহী পরিচালক শুভংকর চক্রবর্তী।

কুমারখালী

প্রতিবাদ সভা : 'সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা, মন্দির ভাঙচুর, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুমারখালী জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ অক্টোবর বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে সভায় সহসভাপতি হোসনেয়ারা রুবী ও চম্পা নজরুল, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা, সহসাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান এবং আন্দোলন সম্পাদক নূরজাহান বেগম। বক্তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

কাউখালী

মানববন্ধন : দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ '৭২ এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ২৩ অক্টোবর বিকেল ৩টায় কাউখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা ও কাউখালী পূজা উদযাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত রায়, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ খসরু, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রশিদ মিল্টন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. কামরুজ্জামান এবং মহিলা পরিষদ কাউখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক শাহিদা হক। মানববন্ধনে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সকল স্তরের শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি, কোরআন ও কাবা শরীফকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য ও উস্কানিমূলক ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার কথিত অভিযোগে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কসবা করিমপুর জেলে পাড়ায় ১৭ অক্টোবর রাতে একদল সংগঠিত উগ্রবাদী অগ্নিসংযোগ, লুট ও বাড়িঘর ভাঙচুর করে। এতে ১৫-১৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেকেই আহত হয়। সহিংসতার শিকার পরিবারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনার দ্রুত, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে ২১ অক্টোবর পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশ : ১ নভেম্বর বিকাল ৩টায় বঙ্গবন্ধু চত্বরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি হাসনা চৌধুরী, শিক্ষক ভুপেন্দ্রনাথ পাহান, স্বর্ণ নারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মঞ্জুশ্রী সাহা, সমাজকর্মী মাসুদা রহমান অনু, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান, জেলা সিপিবির সদস্য রাতুজ্জামান রাতুল, তৃণমূল নারী নেত্রী নেটওয়ার্কে কর্মকর্তা মো. মানিক প্রমুখ। সমাবেশে প্রায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

প্রতিবাদ সমাবেশ : শারদীয় দুর্গাপূজায় কুমিল্লা, চৌমুহনী, রংপুর, পীরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে ১ নভেম্বর এন.এস. রোডে বিকেল ৩টায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালী আক্তার এবং সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রংপুর: সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুষ্টিয়া: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অ্যাড. মীর আরশেদ আলী। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় সভা : লিগ্যালএইড ও আন্দোলন উপপরিষদের যৌথ উদ্যোগে ৮ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজীদের ভাবনা' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে সভায় ৭ জন কাজী অংশ নেন। উপস্থিত কাজীগণ জানান, তারা সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স না হলে তারা বিয়ে পড়ান না, ফিরিয়ে দেন। তখন অভিভাবকগণ বাড়িতে মোল্লা ডেকে বিয়ে পড়িয়ে নেন এবং পড়ে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে ডকুমেন্ট তৈরি করেন। অনেক ক্ষেত্রে মেম্বার-চেয়ারম্যানগণ আঠারো বছর না হলেও বয়স বাড়িয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দেন ফলে তাদের কিছু করার থাকে না। এজন্য অভিভাবকসহ সকলের সচেতন হওয়া দরকার বলে তারা মত দেন। মতবিনিময় সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশ : শারদীয় দুর্গাপূজার সময় সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯ অক্টোবর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, উদীচীসহ অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সাথে যৌথভাবে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি

দিনাজপুর: শারদীয় দূর্গাপুজার প্রাক্কালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিচ্ছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

মুন্সীগঞ্জ: সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে সমাবেশে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনা ও আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী

দিনাজপুর

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশ : সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষাবিদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ১ নভেম্বর বিকেল ৩টায় প্রেসক্লাবের সামনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহমান রেজু, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. আহাদ আলী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সুলতান কামাল উদ্দীন বাচ্চু, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ রায়, আইনজীবী লিয়াকত আলী, ডা. রুনা, রবীন্দ্রসংগীত পরিষদের জেলা সভাপতি রবিউল আউয়াল খোকা, জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক চিত্ত ঘোষ, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের তারেকুজ্জামান তারেক, সংস্কৃতিকর্মী বাসুদেব শীল, পলল্লী শ্রীর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রওনক আরা নীপা, কর্মজীবী নারী মৌসুমী, যুব ইউনিয়নের অমৃত রায়সহ মহিলা পরিষদের জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

মুন্সিগঞ্জ

প্রতিবাদ সমাবেশ : সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে ১৯ অক্টোবর বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা শাখার উপদেষ্টা খালেদা খানম, সহসভাপতি হামিদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী ও কার্যকরী সদস্য নার্গিস আক্তার যোগদান করেন এবং সংহতি প্রকাশ করেন।

কমিউনিটি সংলাপে অংশগ্রহণ : শিশুদের প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশু পাচার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২ এফএম'র সভাকক্ষে ২৫ অক্টোবর সকাল ১০টায় কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার এতে অংশগ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরেন।

রাজবাড়ী

প্রতিবাদ সমাবেশ : শহীদ স্মৃতি চত্বরে ১৯ অক্টোবর মহিলা পরিষদ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের যৌথ আয়োজনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. দেবাহুতি চক্রবর্তী ও জেলার সভাপতি লাইলী নাহার বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও, ১ নভেম্বর শহীদ স্মৃতি চত্বরে বিকেল ৩টায় জেলা শাখার উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সভাপতি

লাইলী নাহার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পূর্ণিমা দত্ত এবং সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বক্তাগণ বলেন, বিচারহীনতার সাংস্কৃতির ফলে এধরনের ঘটনা বার বার ঘটে। তারা অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করে শাস্তির দাবি জানান এবং দেশ ও সমাজকে এই অপশক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর থাকার আহ্বান জানান।

বরগুনা

প্রতিবাদ সমাবেশ : কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর বিকাল ৩টায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মহিলা পরিষদের বরগুনা জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. নারগীস পারভীন সুরমা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ সিকদার শিবু ও খোকন কর্মকার, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি চিত্তরঞ্জন শীল, সনাক সভাপতি অ্যাড. এমডি. আনিসুর রহমান, মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সহসভাপতি বেবী দাস, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, আন্দোলন সম্পাদক হোসনেয়ারা চম্পা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব মনির হোসেন কামাল।

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৫ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বরগুনা: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম

স্বরূপকাঠী: সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন জেলা শাখার সহসভাপতি মীরা চৌধুরী

স্বরূপকাঠী

প্রতিবাদ সমাবেশ : সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে ১ নভেম্বর সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহানের সভাপতিত্বে সমাবেশে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন কমিটির সদস্য, মেয়র ও স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

মধুখালী

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৭ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সম্প্রীতি সমাবেশ ও শান্তি শোভাযাত্রা: ১৯ অক্টোবর বিকেল ৪টায় বঙ্গবন্ধু চত্বর প্রাঙ্গণে উপজেলা চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সম্প্রীতি সমাবেশ ও শান্তি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি সৈয়দ কবিরুল আলম মাউ, মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবদুল ওহাব, থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সালাম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক বকু, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাধারানী ভৌমিক, পৌর আওয়ামী লীগের

নারায়ণগঞ্জ: মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রীনা আহমেদ, উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আঞ্জুমান আরা আকসির, জেলা শাখার সহসভাপতি কৃষ্ণা ঘোষ, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানারা বেগম

টঙ্গী: জেলা শাখার উদ্যোগে চেরাগআলী মার্কেটের সামনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়

সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, প্যানেল মেয়র আনিসুজ্জামান লিটন, পৌর কমিশনার নাজমা সুলতানা, পৌর কাউন্সিলর ও মহিলা পরিষদের সহসভাপতি রেহেনা আলমগীর, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং জেলা শাখার লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার প্রমুখ।

সামাবেশে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শাহ মো. ফারুক, শাহজাহান হেলাল, সাম্মী ও সংগঠনের নেত্রীবৃন্দসহ শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন : ২৫ অক্টোবর সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে এবং দ্রুত বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ, জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি আঞ্জুমান আরা আকসির, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক লায়লা ইয়াসমিন প্রমুখ। মানববন্ধনে অর্ধশতাধিক সদস্য অংশ নেন।

টঙ্গী

মানববন্ধন: সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে টঙ্গী সংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে চেরাগআলী কলার আড়তের সামনে ১ নভেম্বর বিকাল ৩টায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জেলা শাখার সংগঠক ও বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যবৃন্দ শারদীয় দুর্গাপূজায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত শাস্তির দাবি জানান।

ফরিদপুর

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৪ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন : ফরিদপুর প্রেসক্লাব ও ফরিদপুর নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হত্যা, নির্যাতন, মন্দির ও বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের প্রতিবাদে এবং জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২১ অক্টোবর সকালে প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখা নিজস্ব ব্যানারে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিবাদ জানায়। মানববন্ধনে দেড় শতাধিক মানুষ যোগদান করেন।

পাশাপাশি, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও' শিরোনামে ১ নভেম্বর বিকেল ৪টায় প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে সমাবেশে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তারা দেশব্যাপী ২২টি জেলায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদ জানান এবং মূল হোতাদের বিচার দাবি করেন। মানববন্ধনে প্রায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মশাল মিছিল : কুমিল্লা, রংপুর, ফেনী,

নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, গাজীপুরসহ দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হামলা ও নৃশংসতার প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রগতিশীল গণসংগঠনের উদ্যোগে ২২ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় প্রেসক্লাব চত্বর হতে জনতা ব্যাংক মোড় পর্যন্ত মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখা মশাল মিছিলে অংশগ্রহণ করে এবং এসব সহিংসতার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। মশাল মিছিলে দেড় শতাধিক মানুষ অংশ নেয়।

কিশোরগঞ্জ

মানববন্ধন : সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৪ অক্টোবর সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাড. শাহ আজিজুল হক, জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, উদীচীর সভাপতি ফিরোজ উদ্দিন ভূঞা, গণতন্ত্রী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি গাজী এনায়েতুর রহমান, শিক্ষক এনামুল হক চৌধুরী, নারীকণ্ঠের সাধারণ সম্পাদক কামরুন্নাহার, বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি পরিষদের সভাপতি কোহিনূর আফজল, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ডা. রুবী ইসলাম, প্রভাষক মাহফুজা আরা পলক, সদর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাখন দেবনাথ, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল।

করিমগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে ২৫ অক্টোবর সকালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে তৃণমূল নেত্রী-সংগঠকদের পাশাপাশি জেলা শাখার সহসভাপতি সাহিদা আক্তার খানম ও সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশ : 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও' স্লোগানে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর বিকেলে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, উদীচীর সভাপতি ফিরোজ উদ্দিন ভূঞা, সংস্কৃতিকর্মী ম ম জুয়েল, এনজিও পপির জেলা সমন্বয়কারী ফরিদুল আলম, টিআইবির এরিয়া ম্যানেজার মাসুদুল আলম, মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন প্রমুখ। সমাবেশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেন।

কিশোরগঞ্জ: সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি পিপি শাহ আজিজুল হক। উপস্থিত আছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

সংহতি প্রকাশ : কিশোরগঞ্জ সনাক (টিআইবি)-এর আয়োজনে ২৮ অক্টোবর শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম চত্বরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করেন লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম ও সদস্য মাহফুজা আরা পলক বক্তব্য রাখেন।

পাশাপাশি, ২২ অক্টোবর সন্ধায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি হলে 'শান্তি ও সম্প্রীতি' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৪ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

চট্টগ্রাম

প্রতিবাদ সমাবেশ : ১৮ অক্টোবর বিকেল ৩টায় চেরাগী চত্বরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির। উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বাতী পাল, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুলেখা পাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়া, অর্থ সম্পাদক পূর্বা দাশ, সদস্য চিন্ময়ী ঘোষ, রিনা দাশ, মুনমুন দে সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লাসহ সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর যে নির্যাতন করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানান এবং জড়িতদের দ্রুত বিচার দাবি করেন।

'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রুখে দাঁড়াও' স্লোগানে ১ নভেম্বর বিকেলে প্রেসক্লাব চত্বরে আরেকটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীমের সভাপতিতে সমাবেশে নেত্রীবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদ জানান এবং এর জন্য দায়ী

চট্টগ্রাম: সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে গণসমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দাবি করেন।

পাবনা

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৫ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মতবিনিময় সভা : জেলা শাখার লিগ্যালএইড ও আন্দোলন উপপরিষদের যৌথ আয়োজনে ১৩ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি করুণা নাসরিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার জলি, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, আন্দোলন সম্পাদক জিনাত সুলতানা, কার্যকরী সদস্য কামিনী খাতুন, মিম খাতুন ও মাছুরা খাতুন তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। আলোচকবৃন্দ নারী ও কন্যা নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দৃশ্যমান করা, বৈবাহিক ধর্ষণের শাস্তির বিধান আইনে যুক্ত করা, স্কুল-কলেজগুলোতে নারী ও কন্যা নির্যাতনবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করা, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল সামাজিক শক্তিকে এক হওয়া, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করা, নারী ও কন্যা নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ করেন।

প্রতিবাদ সমাবেশ : 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও'-এই আহ্বানে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে ১ নভেম্বর বিকেল ৩টায় টাউন হলের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি পূরবী মৈত্রর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ পাবনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাদল ঘোষ, পূজা উদযাপন পরিষদ পাবনা সদর উপজেলার সভাপতি রোটারিয়ান প্রভাষ ভদ্র, নারীনেত্রী হেনা গোস্বামী, বাঁচাতে চাই'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রব মন্টু, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ সদর থানা কমিটির সহসভাপতি শ্যামল দেবনাথ, সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম, উদ্দিপনার নির্বাহী পরিচালক আলেয়া ইয়াসমিন ও মহিলা পরিষদের পাবনা জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

বক্তারা সম্প্রতি শারদীয় দুর্গাপূজায় কুমিল্লা, চৌমুহনী, রংপুরের পীরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ কর্মসূচি জানান এবং এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন।

কুড়িগ্রাম

সম্প্রীতি রক্ষা দিবস পালন: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, হামলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ১৯ অক্টোবর সারা দেশে সম্প্রীতি রক্ষা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। এ উপলক্ষ্যে ঐ দিন সকাল সাড়ে ১০টায় কুড়িগ্রাম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমমনা অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অংশগ্রহণ করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের প্রতিবাদ জানায়।

নেত্রকোণা

স্মারকলিপি প্রদান : সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব পালনের লক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ৬ অক্টোবর জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুলিপি প্রদানসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশ : সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর বিকেল ৩টায় শহীদ মিনারের সামনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি পারভীন সুলতানার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজামেল হক বাচ্চু, বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরী, জেলা শাখার প্যালেন আইনজীবী নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা, অধ্যক্ষ চয়ন কান্তি সিংহ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক অসিত ঘোষ, সাংস্কৃতিকর্মী চিন্ময় তালুকদার ও শিল্পী ভট্টাচার্য, সাংবাদিক আলপনা বেগম, নারী প্রগতি সংঘের ব্যবস্থাপক মৃনাল কান্তি চক্রবর্তী, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতির পরিচালক স্বপন পাল, ব্র্যাকের প্রতিনিধি প্রবাল সাহা, সেরা'র প্রতিনিধি আলী উসমানহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ। সমাবেশে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধি, মহিলা পরিষদের জেলা ও বিভিন্ন পাড়া ও গ্রাম শাখার কর্মী-সদস্যসহ শাতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

তরুণ-তরুণীদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ

৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় লিগ্যালএইড উপপরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরাম এবং কেন্দ্রীয় পাঠচক্রের তরুণ সদস্যদের নিয়ে অনলাইন প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু। প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। 'জেন্ডার ধারণা এবং নারী ও কন্যার মানবাধিকার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। 'প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সংগঠনের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রাম লাল রাহা। 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন এবং বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার। 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং তরুণ প্রজন্মের করণীয়' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন। প্রশিক্ষণ সভা সঞ্চালনা করেন জুনিয়র আইনজীবী সিননোমে মারমা। উক্ত প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় কমিটির লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবির উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে পাঠচক্র ও জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরামের তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আইনজীবী ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, বর্তমান সময়ে সারাদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে সেই সাথে রাজধানী ঢাকায় এই সহিংসতা ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। এই নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধে প্রচলিত আইন-কানুন সম্পর্কে জানা ও করণীয় বিষয়ে জানা-বোঝার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ। তিনি বলেন, ঘটনার শিকার নারী ও কন্যার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তরুণরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে তার জন্য এই প্রশিক্ষণ। তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে যাতে তারা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কাজ করতে পারে। তরুণরাই আন্দোলনের শক্তি। তরুণদের উপস্থিতিই এই আন্দোলনকে জোরদার করবে এবং সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে তরুণরাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা-বর্বরতা ভয়াবহভাবে বাড়ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি গণনারী সংগঠন। এই সংগঠনের সকল সদস্যকে তৃণমূলে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রতিকারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। নারীদের অসম অবস্থান, নারীর মানবাধিকার বিষয়ে জানতে হবে এবং অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে তার জন্য এই প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন। সমাজে যাতে নারী ও কন্যা সহিংসতার শিকার না হয় তার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে এবং সরকারকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তরুণদের মধ্যে কাজ করার জন্য কি কি করণীয় আছে সে বিষয়ে জানতে হবে। সামনের চ্যালেঞ্জগুলো অনুধাবন করতে হবে এবং নারী নির্যাতনবিরোধী আইনসমূহ জানতে হবে। তিনি বলেন, আজকের তরুণরা আগামী দিনের বাংলাদেশ। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। তিনি সরকারের এ সংক্রান্ত সহায়তা সম্পর্কে জানান এবং এর ব্যবহার করার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ এলাকায় তরুণ সংগঠকদের প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে সক্রিয়ভাবে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি।

'জেন্ডার ধারণা এবং নারী ও কন্যার মানবাধিকার' বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতাকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখছি এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়ে তরুণদের কি করণীয় তা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানা যাবে। তিনি বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতার মূল কারণ হচ্ছে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা। তাকে ভিন্ন চোখে দেখে বলেই সহিংসতার শিকার হয়। এটি একটি মানবাধিকার ইস্যু। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে, তাহলেই এই সহিংসতা দূর হবে। এটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল। তিনি বলেন, সেক্স প্রাকৃতিক, জেন্ডার সামাজিকভাবে তৈরি। দেশের সংস্কৃতি, মূল্যায়ন থেকেই এই জেন্ডার তৈরি হয়। আরোপিত ধারণাগুলো কখনোই একটি পুরুষকে পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষ করতে পারে না এবং নারীকেও করতে পারে না। জেন্ডার বলতে শুধু ভেদাভেদের ধারণা

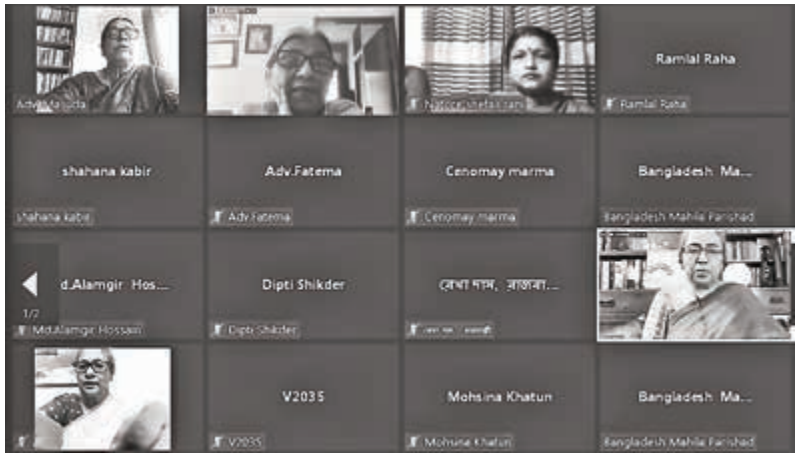

কেন্দ্রীয় পাঠচক্রের তরুণ সদস্যদের নিয়ে অনলাইন প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তৈরি হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীরা নারী, পুরুষরা পুরুষ হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত সমাজে এখনো দেখা যায় পুরুষদের বেশি আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। অপরদিকে মেয়েকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। উৎপাদনমূলক কাজ হচ্ছে অর্থ কাজ। নারীরা এক্ষেত্রে অতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। মনে করা হয় নারীরা উপার্জন করতে পারে না। নারীদের পরিবারে অনেক শ্রম দিতে হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে জেন্ডারের মধ্যে বিভাজন। নারীকে তার পারিবারিক কাজে কতটুকু সাহায্য করা যায়- তা হল বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। মূল বৈষম্যটাই হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য এই কৌশলগত চাহিদা এবং নারীদেরকে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইনের পরিবর্তন করতে হবে। জেন্ডার ধারণার সাথে মানবাধিকারের ধারণার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানবাধিকারের সাথে মিলিয়ে এই সিডও সনদের ধারণাটি তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, 'নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন' তরুণ প্রজন্মকে মানবাধিকারের বিষয়ে জানতে হবে, হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং সমতার পথে এগিয়ে যেতে হবে।

'প্রচলিত পারিবারিক আইন এবং অভিন্ন পারিবারিক আইনের প্রস্তাবনা' বিষয়ে সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রামলাল রাহা বলেন, প্রচলিত পারিবারিক আইন, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, প্রচলিত আইন, বিশেষ বিবাহ আইনে ও বিশেষভাবে বিবাহ হয়ে থাকে। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তারা বেশির ভাগ প্রথাগত আইন ফলো করে। তিনি প্রচলিত পারিবারিক আইন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্তাবিত পারিবারিক বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারণ পারিবারিক আইন নারীর প্রতি বৈষম্য। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তরুণদের সচেতন হতে হবে এবং অন্যদের সচেতন করতে হবে।

সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন এবং বাস্তব কাজের ধারা পদ্ধতি' বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কিভাবে সহায়তা করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে থানায় বসে কখনো সালিশ করা যাবে না। তাদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। তাদেরকে কাউন্সিলিং, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। তিনি বলেন, নারীর পক্ষে আইন সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করে। যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাকেই প্রমাণ করতে হয় যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে- এটা খুবই অত্মসম্মানজনক। যিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার চরিত্র নিয়ে কথা বলা হয়। যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী থাকে সেখানে মামলায় বিভিন্নভাবে তারা প্রভাব বিস্তার করছে। পর্নোগ্রাফির কারণে অনেক কিশোরী, তরুণী মানসিক চাপে আত্মহত্যার শিকার হয়। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নারীদের দেশে ও বিদেশে বিক্রি করে দিচ্ছে। এগুলো পাচার আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডাক্তাররা অপ্রীতিকর যৌন সম্পর্ক বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় আছে এবং রিপোর্টে এমন কিছু উল্লেখ না করা যা অসন্তোষজনক। তিনি বলেন, তরুণরা সচেতন হয়ে এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধ, প্রতিকারের কাজে ও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং অন্যদের সচেতন করবে। সকলে সম্মিলিতভাবে একসাথে কাজ করলে সকলের জন্য সহিংসতামুক্ত, সমতাপূর্ণ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।

নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন অ্যাড. ফাতেমা খাতুন। তিনি বলেন, তরুণরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারা নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবে, অন্যদেরকে সচেতন করবে। সেইসাথে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের সব ধরনের সহযোগিতা যারা করেন তাদের সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সরকারি সেবাগুলো সম্পর্কে- জরুরি সেবা ৯৯৯ ও ১০৯ সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে। তিনি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বাস্তব কাজে তরুণদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। দক্ষতা স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার সাথে মহিলা পরিষদের কাজ করতে হলে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় কর্মী সংগঠকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। জাতির উন্নয়নের সাথে নারীর উন্নয়নটাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখন চাহিদা হচ্ছে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করা। তিনি প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান বাস্তবকাজে সক্রিয়ভাবে তরুণদের কাজে লাগিয়ে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার কাজ করার অনুরোধ জানান।

কর্মশালা

সমন্বিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম আরও সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিতির একাংশ

১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যালএইড উপপরিষদের উদ্যোগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সুফিয়া কামাল ভবন মিলনায়তনে 'সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যার পাশে দাঁড়াই, ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করি'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যক্রম আরও সমন্বিতভাবে করার লক্ষ্যে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির লিগ্যালএইড সম্পাদক সাহানা কবির। কর্মশালার উদ্দেশ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। কর্মশালা সঞ্চালনায় ছিলেন অ্যাড. ফাতেমা খাতুন।

অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম বলেন, নারীরা অর্থনৈতিকভাবে এখনো স্বাবলম্বী নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায়, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতাসহ সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মশালায় উপস্থিত আইনী সেবাগ্রহীতাদের মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে সংগঠনের সাথে বহুমুখীভাবে কাজের সাথে একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানান।

মহিলা পরিষদের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবি পরিচালক অ্যাড. মাকছুদা আক্তার সংগঠনের লিগ্যালএইড ইউনিটের আইনী সেবাদান প্রক্রিয়া সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা দুইভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকি। পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য সরাসরি ফোনে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়, আর ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে মামলা চলাকালীন সময় থেকে নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় আইনী সহায়তা প্রদান করা। পাশাপাশি পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ফোনে খোঁজ-খবর নেয় হয়, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়, ভিকটিমের নিরাপত্তা দাবি করা হয় এবং প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নিকট সুষ্ঠু বিচার দাবি করাসহ ভিকটিমের কাউন্সিলিং, অ্যাডভোকেসি এবং আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অ্যাড. হাশেম রাজা স্বপন বলেন, যে সকল নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাদের সাহসের সাথে ঘটনার পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, আইনের সহায়তা নিতে হবে। বিচারাধীন মামলায় আইনজীবীর দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। পারিবারিক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য পারিবারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অ্যাড. আমিনুল ইসলাম বলেন, এজাহার হলো মামলার ভিত্তি।

এজাহার সঠিক না হলে মামলায় ন্যায় বিচার পাওয়া কঠিন। সহিংসতার শিকার নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে উপস্থিত সকল সেবাগ্রহীতাকে সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন আশুরা জাহান, আমেনা, সালমা, লায়লা, নয়নতারা, শিল্পী বেগম, বিউটি প্রমুখ। তারা তাদের সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ হতে তারা যে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে এবং মহিলা পরিষদ যে সবসময় তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংগঠনের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীর প্রতি সংঘটিত কোনো সহিংসতার ঘটনাই তুচ্ছ নয়। ঘরে ঘরে এই সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। সহিংসতা প্রতিরোধে নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আইনী সহায়তা প্রদানে সংগঠনের পরিধি আরো বৃদ্ধি করতে সকলকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা সাহসী হয়ে উঠুন! যতবেশি নারী-পুরুষ সংগঠনের সাথে যুক্ত হবেন তত বেশি আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবো।

কর্মশালায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. মো. আমিনুল ইসলাম, অ্যাড. হাশেম রাজা স্বপন, আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় লিগ্যালএইড উপপরিষদের সদস্যসহ মোট ৫১ জন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

সুপারিশ

- নারীবান্ধব প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
- বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার করে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।
- পারিবারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- নারীদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে।

কমিউনিটি পুলিশিং ডে ২০২১-এ অংশগ্রহণ

কমিউনিটি পুলিশিং ডে ২০২১ উপলক্ষে উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকায় গত ৩০ অক্টোবর'২১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শবনম জাহান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, জনাব মো. ইলিয়াস শরীফ, বিপিএম-বার, পিপিএম, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ডিরেক্টর আফসানা করিম। উক্ত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হামিদা পারভীন, পিপিএম, উপপুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা। মহিলা পরিষদের অ্যাড. ফাতেমা খাতুনসহ সহযোগী অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন বিষয়ক সহায়তা কমিটির কার্যক্রম

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১)

বিষয়	সংখ্যা
আইনগত পরামর্শ	১৬টি
সরাসরি অভিযোগ	৩১টি
সরাসরি অভিযোগের ধরণ:	
শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	১৪টি
যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৬টি
খোঁজ-খবর না নেওয়া ও ভরণপোষণ না দেওয়া	৬টি
ধর্ষণ	২টি
হত্যা	১টি
প্রতারণা করে বিয়ে	১টি
অন্যান্য	১টি
মোট	**৩১**
এ সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে	৪৮টি

সালিশ কার্যক্রম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১)

পারিবারিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে সালিশী বৈঠকের আয়োজন করে আসছে। সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সালিশী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরিচালক লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি অ্যাড. মাকছুদা আখতার, লিগ্যালএইড উপপরিষদের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি রানী সিকদার ও অ্যাড. রাম লাল রাহা, আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, প্রোগ্রাম অফিসার (কাউন্সেলিং) সাবিকুন নাহার সালিশ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে ৫টি ঘটনায় সালিশ বৈঠক হয়েছে ৭টি (২টি ফলো আপসহ), এর মধ্যে মীমাংসা হয় ৩টি এবং অমীমাংসিত রয়েছে ২টি। এ সময়কালে সালিশের মাধ্যমে দেনমোহর ও ভরণপোষণ বাবদ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় করে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় লিগ্যালএইড উপপরিষদ প্রদত্ত বিবৃতি

(অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২১)

- ছোট বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলায় জগদীশপুর গ্রামের বখাটে হাকিম প্রতিবাদী যুবক মইনুল ও পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ২০ অক্টোবর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বামিয়া গ্রামে জনৈক হাবিবুল্লাহ, তার স্ত্রী বিউটি খাতুন ও কিশোরী মেয়ে হাবিবা খাতুন টুনীকে কুপিয়ে হত্যার পর লাশ পুকুরে ফেলে দেয় দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় ২৭ অক্টোবর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. নাজমুল ইসলাম কর্তৃক এক নারী কর্মচারীকে ধর্ষণচেষ্টা ও যৌন হয়রানির ঘটনা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে অবগত হয়ে ৭ নভেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- যশোর জেলার সদর উপজেলার মালঞ্চি গ্রামে এক গৃহবধুকে চুল কেটে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মারধর করার প্রতিবাদে ৮ নভেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- রাজধানীর বনানীতে রেইনট্রি হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ মামলায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১১ নভেম্বর এর মামলার রায় ঘোষণা করে। এ রায়ের ঘটনায় ১১ নভেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্রে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে এক কিশোরীকে তিন মাস আটকে রেখে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের ভিডিও ধারণের ঘটনায় বিবৃতি দেয়া হয়।
- নাটোর জেলার সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া বাজারের পাশের রাস্তায় বখাটে কর্তৃক এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মুখমণ্ডল এসিডে ঝলসে দেয়ার ঘটনায় ২২ নভেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)-এর ১০ ধারায় মামলার চার্জশিটভূক্ত আসামী শাহ পরান সহকারী জজ হিসেবে নিয়োগ পায়। এ নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে ১ ডিসেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার চুনখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কাওসার চৌধুরী এক গৃহবধূর গলায় জুতার মালা পরিয়ে মারধর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন ধর্ষণ মামলার আসামী রকিবুল হাসান রবিন। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শেষবর্ষের এক ছাত্রীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে রাজধানীর বনানীর ২ নম্বর সড়কের ৪৪ নম্বর বাসায় কানাডা প্রবাসী স্বামী ইফতেখার শাওনে বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।
- কক্সবাজারে সৈকতের লাবণী পয়েন্ট থেকে দুর্বৃত্তরা স্বামী-সন্তানকে জিম্মি ও হত্যার ভয় দেখিয়ে এক গৃহবধূকে সিএনজি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে জিয়া গেস্ট ইন নামের হোটেলের একাধিকবার দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে ২২ ডিসেম্বর। এ ঘটনার প্রতিবাদ ও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ বিবৃতি দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন উপলক্ষে প্রচার-প্রচারণমূলক কার্যক্রম

এফএম রেডিও:

রেডিও স্বাধীন (৯২.৪ এফএম) এ ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় 'Unpaid care work of women: Household chores, is it a help or responsibilities of men' শিরোনামে অনুষ্ঠিত রেডিও শো'তে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম।

রেডিও এফএম (৯৫.২) তে ১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক মাকসুদা আক্তার লাইলী ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্যানেল আইজীবী ব্যারিস্টার এ কে রাশেদুল হক।

রেডিও স্বাধীন (৯২.৪ এফএম) এ ধারাবাহিক আলোচনা

অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম, অ্যাডভোকেসি ও লবি পরিচালক জনা গোস্বামী, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. দীপ্তি সিকদার এবং আইনজীবী অ্যাড. ফাতেমা খাতুন।

টেলিভিশন প্রোগ্রাম:

ডিবিসি নিউজ চ্যানেলে অনুষ্ঠিত টক শো'তে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম এবং দীপ্ত টিভিতে সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম:

সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নির্মিত টিভি স্পট বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ফেসবুক পেইজ-এ প্রচার করা হয়।

পোস্টারিং:

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে পোস্টার ছাপনো হয় এবং কেন্দ্রীয় লিগ্যাল এইড উপপরিষদের মাধ্যমে জেলা শাখাগুলোতে পাঠানো ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয়।

এছাড়াও, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, এই পক্ষের গুরুত্ব ও বাংলাশে মহিলা পরিষদের বক্তব্য ও দাবি যথাযথভাবে তুলে ধরা ও প্রচার করার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণায়, প্রশাসন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি), গণমাধ্যম, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি প্রেরণ করা হয়।

নারী ও কন্যা নির্যাতনের চিত্র

(অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০২১)

ক্রম	নির্যাতনের ধরণ	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
১.	ধর্ষণ	৮৫	৬৫	৬৩	২১৩
২.	দলবদ্ধ ধর্ষণ	১১	৯	১১	৩১
৩.	ধর্ষণের পর হত্যা	৫	১	১	৭
৪.	ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা	-	-	-	
৫.	ধর্ষণের চেষ্টা	৭	১১	৬	২৪
৬.	শ্লীলতাহানী	৪	১	১০	১৫
৭.	যৌন নিপীড়ন	৯	১৩	৫	২৭
৮.	পিতৃত্বের দাবি	-	-	-	
৯.	এসিডদগ্ধ	৩	-	১	৪
১০.	এসিডদগ্ধের কারণে মৃত্যু	-	-	-	
১১.	অগ্নিদগ্ধ	২	-	-	২
১২.	অগ্নিদগ্ধের কারণে মৃত্যু	-	-	-	
১৩.	অপহরণ	১৮	২০	৭	৪৫
১৪.	অপহরণের চেষ্টা	১	-	২	৩
১৫.	নারী ও শিশু পাচার	২৯	-	১	৩০
১৬.	পতিতালয়ে বিক্রি	-	-	-	
১৭.	যৌতুকের কারণে নির্যাতন	৪	৯	৬	১৯
১৮.	যৌতুকের কারণে হত্যা	২	২	৩	৭
১৯.	শারীরিক নির্যাতন	২৩	১০	২৩	৫৬
২০.	গৃহপরিচারিকা নির্যাতন	-	-	-	
২১.	গৃহপরিচারিকা হত্যা	-	-	-	
২২.	গৃহপরিচারিকার আত্মহত্যা	-	-	-	
২৩.	হত্যা	৫১	৩৯	৩২	১২২
২৪.	হত্যার চেষ্টা	১৬	১৩	৫	৩৪
২৫.	রহস্যজনক মৃত্যু	৪২	৩৬	৩৪	১১২
২৬.	আত্মহত্যা	১৯	৯	১১	৩৯
২৭.	আত্মহত্যায় প্ররোচনা	-	-	১	১
২৮.	আত্মহত্যার চেষ্টা	-	১	১	২
২৯.	উত্ত্যক্ত	৬	৩	৬	১৫
৩০.	উত্ত্যক্তের কারণে	-	-	-	
৩১.	প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান	-	-	-	
৩২.	বাল্যবিবাহ	১	৭৪	-	৭৫
৩৩.	বাল্যবিবাহের চেষ্টা	৭	৬	১২	২৫
৩৪.	সাইবার ক্রাইম	৫	২	৭	১৪
৩৫.	অন্যান্য	৪	২	১	৭
মোট		৩৫৪	৩২৬	২৪৯	৯২৯

বি. দ্র. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংরক্ষিত ১৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। পত্রিকা গুলো হলো– The Independent, The Daily Star, New Age, The Daily Observer, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, সমকাল, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক কালের কণ্ঠ।

জেলা শাখায় লিগ্যালএইড কার্যক্রম

নাটোর: আদিবাসী নেতৃবৃন্দ ও তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

পাবনা: মতবিনিময় সভায় সমাপনী বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসভাপতি করুণা নাসরিন

পাবনা

মতবিনিময় সভা : লিগ্যালএইড ও আন্দোলন উপপরিষদের যৌথ আয়োজনে ১৩ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি করুণা নাসরিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার জলি, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুন নাহার জোসনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী, আন্দোলন সম্পাদক জিনাত সুলতানা, কার্যকরী কমিটির সদস্য কামীনী খাতুন, মিম খাতুন ও তরুণী সংগঠক মাছুরা খাতুন তাদের মতামত তুলে ধরেন। আলোচকবৃন্দ নারী ও কন্যা নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দৃশ্যমান করা, বৈবাহিক ধর্ষণের শাস্তির বিধান আইনে যুক্ত করা, স্কুল-কলেজগুলোতে নারী ও কন্যা নির্যাতন-বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করা, উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন নিপীড়ন বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বাস্তবায়ন ও রায়ের আলোকে আইন প্রণয়ন করা, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করাসহ আরও কিছু সুপারিশ করেন।

নাটোর

আইনী সহায়তা প্রদান : লালপুর উপজেলায় রবির ভাটা এলাকার বজলু ইসলাম এক স্কুল ছাত্রীর গোসলের দৃশ্য গোপনে ধারণ করেন। পরে ঐ ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করে তার সাথে প্রেম করতে বাধ্য করেন এবং বিয়ে না করলে ঐ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়। এ ঘটনায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ কিশোরীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন।

সালিশ : স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের দ্বারা নির্যাতন ও স্ত্রী-সন্তানকে ভরণ-পোষণ না করার পৃথক দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে দুটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুটি ক্ষেত্রেই একত্রে সংসার করার প্রতিশ্রুতিতে বিরোধের মীমাংসা হয়।

স্মারকলিপি প্রদান : নারী ও কন্যার প্রতি অব্যাহত সহিংসতা প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসক মো. শামীম আহমেদ ও পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা বরাবর ২৪ নভেম্বর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ সম্পর্কে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে উপরবাজারস্থ মহিলা পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি ও জেলা শাখার প্যানেল অ্যাড. আব্দুল ওহাব এবং অ্যাড. আব্বাস আলী, জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শাহানা আফরোজ শিল্পী এবং অ্যাড. ফারহানা

সুনামগঞ্জ: সালিশ বৈঠক পরিচালনা করছেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য

মধুখালী: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার

পারভীন প্রশিক্ষণ দান করেন। এ সময় সভাপতি দিলারা বেগম পারুল, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা ও জেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

সালিশ : অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসে সালিশ বৈঠকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌতুক দাবি, ভরণ-পোষণ না করা ইত্যাদি সাতটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। তন্মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে নির্যাতন না করার প্রতিশ্রুতিতে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ মিলেমিশে সংসার করতে রাজী হন এবং একটি ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয় এবং ৩০ হাজার টাকা জীবনস্বত্ব (হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে) আদায় করে দেওয়া হয়।

মধুখালী

মতবিনিময় সভা : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রমে সেবাগ্রহণকারীদের সাথে ১৮ অক্টোবর বিকেলে শ্রীপুর গ্রাম শাখায় মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মহিলা পরিষদ থেকে সেবাগ্রহণকারীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে আনা, সাইবার স্পেসে নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধে উদ্যোগ নেওয়া, নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করাসহ নানা সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও পদক্ষেপ বিষয়ে ২১ অক্টোবর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোড়কদি ইউ.পি. সদস্য জায়েদা বেগম, কামালদিয়া ইউ.পি সদস্য ছাহেরা বেগম ও রুপসী বেগম, জাহাপুর ইউ.পি সদস্য রেবেকা খাতুন, কামারখালী ইউ.পি সদস্য ফজিলা বেগম, বাগাট ইউ.পি সদস্য অর্চনা বসু, পৌর কাউন্সিলর মো. কামরুজ্জামান বাবু, রেহেনা আলমগীর, রেশমা আক্তার, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার অংশ নেন। এ সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, ১৮ ডিসেম্বর পাট বাজার শাখার সহসভাপতি খুকু বেগমের সভাপতিত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেবেকা সুলতানা, সদস্য সালেহা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহরিয়াসহ তৃণমূলের নারীরা বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪০ জন।

২১ ডিসেম্বর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নির্যাতন ইত্যাদি প্রতিরোধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : পূর্ব গাড়াখোলা শাখায় ২৪ অক্টোবর বিকেলে সহসভাপতি রেহেনা আলমগীরের সভাপতিত্বে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামছুন্নাহার,

সাংগঠনিক সম্পাদক তুরিন শাহারিয়া প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা যৌতুকবিরোধী আইন, পারিবারিক সুরক্ষা আইন, শিশু কিশোর নির্যাতন বিরোধী আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এবং ২৬ অক্টোবর বিকেলে সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে নারী ও কিশোরীদের অধিকার রক্ষা বিষয়ে তৃণমূল নারীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সহসভাপতি খুকু বেগম, লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ১৩ ডিসেম্বর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে নারী নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে সুশীল সমাজের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ডিসেম্বর পশ্চিম গাড়াখোলা গ্রাম শাখায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকের সাথে আলোচনা সভা করা হয়। তৃণমূল নেত্রী জ্যোৎস্না বেগমসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ ও শিক্ষকগণ এতে আলোচনা করেন। এ সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

আলোচনা সভা : আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে লিগ্যালএইড উপপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে সভায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে গৃহীত ৭টি কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা

সালিশ : স্বামীর মৃত্যুর পর ভাসুর কর্তৃক সন্তানসহ এক হিন্দু নারীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বেতনের সব টাকা স্বামীর জোর করে নিয়ে নেওয়া অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে এরকম চারটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। তন্মধ্যে মানসিক নির্যাতন একটি ক্ষেত্রে বিবাহ-

নেত্রকোণা: জেলা শাখা আয়োজিত সালিশ বৈঠকের একাংশ

কাউখালী: অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার তরুণী কর্মী অধরা

বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয় এবং দেনমোহর ও তিন মাসের ভরণ-পোষণ বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আদায় করে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও হিন্দু বিধবা নারীকে প্রাপ্য দুটি দোকানের ভাড়া ও নিয়মিত ভরণ-পোষণ করার অঙ্গীকার করে ভাসুর বাড়িতে নিয়ে যান।

কাউখালী

অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা : সংগঠন কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৃণমূল সংগঠকদের সাথে লিগ্যালএইড বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায়। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার।

সভায় তৃণমূল সংগঠকবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, করোনাকালীন দেশে নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। সঠিকভাবে আইন জানা না থাকার কারণে নারীরা এখনও নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণেও নির্যাতন বাড়ছে। সভায় তৃণমূল সংগঠকসহ ৪০ জন অংশ নেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : জেলা কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৩ ডিসেম্বর বিকেলে তৃণমূল সংগঠক ও কর্মীদের জন্য প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল– নারী ও শিশু

রংপুর: করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে কাউনিয়া উপজেলা শাখায় আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

নির্যাতন দমন আইন ২০০৩, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী আইন, নারী ও শিশু পাচার আইন, উত্তরাধিকার আইন, হিন্দু ও মুসলিম বিয়ে রেজিস্ট্রেশন, যৌন নিপীড়ন ও সাইবার ক্রাইম এবং পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০।

প্রশিক্ষক ছিলেন সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমাদ্দার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা এবং লিগ্যালএইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন।

শেষ পর্বে প্রশিক্ষণার্থীগণ দলীয় কাজে অংশগ্রহণ এবং ফলাফল উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণে ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন।

সালিশ : যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, এবং ভরণ-পোষণ না দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ত্রৈমাসে মোট ৮টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে নির্যাতন না করার প্রতিশ্রুতিতে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ মিলেমিশে সংসার করতে রাজী হন এবং বাকি চারটি ক্ষেত্রে মীমাংসা না হওয়ায় পুনরায় বাদী-বিবাদীকে সময় দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে পুনরায় বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়।

আইন-সহায়তা কার্যক্রম : বর্তমান ত্রৈমাসে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১৭টি তন্মধ্যে যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৪টি, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে ৩টি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ১টি, স্বামী কর্তৃক মানসিক হয়রানি ২টি, উত্ত্যক্তকরণ ১টি এবং স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর অভিযোগ ০৬টি। এসব ঘটনায় তদন্ত হয়েছে ১৪টি এবং সালিশি বৈঠক হয়েছে ৮টি।

কুষ্টিয়া

মতবিনিময় সভা : ১৪ অক্টোবর তারিখে জেলা শাখার উদ্যোগে বিকালে অফিস কার্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম। আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার আন্দোলন সম্পাদক নাজমা আক্তার। সভাপতির আলোচনার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়।

রংপুর

আলোচনা সভা : করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে কাউনিয়া উপজেলা শাখায় ২৬ অক্টোবর বিকেলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান, লিগ্যালএইড সম্পাদক ফারজানা সরকার, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহবুবা আকতার ও কাউনিয়া উপজেলা শাখার সভাপতি রীতা সরকার, সাধারণ সম্পাদক অর্চনা রানী এবং জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য সাবিত্রী রানী বক্তব্য রাখেন।

বক্তাগণ বলেন, করোনাকালে নারী ও কন্যা নির্যাতন অনেক বেড়ে গেছে। দেশে প্রতিদিন ৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তারা সমাজ ও পরিবারে কন্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের শিক্ষিত করার আহ্বান জানান। সভায় ৩০ জন উপস্থিতি ছিলেন।

তদন্ত : মিঠাপুকুর উপজেলার এক তরুণী ফেসবুকে 'Hallo Pirgonj' নামে একটি অনলাইন গ্রুপে জয়েন্ট করেন। এর পর এই গ্রুপে তাহাজুল আহম্মেদ মন্ডল-নামের একটি আইডির সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। একপর্যায়ে এই আইডি থেকে তাকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ও অন্যান্য নানা কৌশলে তার কাগজপত্র ও নগ্ন ছবি আরেকটি আইডিতে পাঠাতে বলে। নগ্ন ছবি পাঠানোর পর ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ঐ তরুণীর কাছে অর্থ দাবি করা হয়। তরুণীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এই ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং প্রতিকারের জন্য জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ১৯ অক্টোবর সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

আইন সহায়তা কার্যক্রম : অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে অভিযোগ এসেছে ৪টি, তদন্ত হয়েছে ১টি এবং সালিশ হয়েছে ১টি।

মাগুরা

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : জেলা কার্যালয়ে ১৯ নভেম্বর বিকেল ৩টায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখা সভাপতি মমতাজ বেগমের সভাপতিত্বে সহসভাপতি অ্যাড. সুরাইয়া পারভীন, সহসভাপতি কাজী লাবনী জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করেন। পরে প্রশিক্ষণার্থীরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে দলীয় কাজ করেন। প্রশিক্ষণে মোট ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

দিনাজপুর

স্মারকলিপি প্রদান : বিরল উপজেলায় সাত

বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ধর্ষকের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিতে ৭ ডিসেম্বর পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন দিনাজপুর জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

আইন সহায়তা কার্যক্রম : অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে অভিযোগ এসেছে ২টি, তদন্ত হয়েছে ১টি এবং ৪টি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তবে নতুন কোনো মামলা এবং সালিশ বৈঠক হয়নি।

কুড়িগ্রাম

মতবিনিময় সভা : 'বাল্যবিবাহের কারণ ও সামাজিক অভিঘাত' বিষয়ে ৬ অক্টোবর বিকেলে নিমবাগান পাড়া শাখায় শাখা সভাপতি শংকরী সরকারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী, পরিবেশ সম্পাদক চন্দনা দেব ও সদস্য ফাল্গুণী তরফদারসহ তৃণমূল সংগঠক ও কর্মীগণ আলোচনা করেন।

আলোচনা সভা : করোনাকালে নারী ও কন্যার প্রতি ধর্ষণসহ সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে ১৫ অক্টোবর বিকেলে পুরাতন পোস্টঅফিস পাড়া শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মাধুবালা দেবের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ জানান করোনাকালে বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, উত্ত্যক্তকরণ ও সহিংসতার মতো ঘটনা বেশি ঘটছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক সহিংসতার অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণকে ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

মুন্সিগঞ্জ

মতবিনিময় সভা : সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ১১ নভেম্বর বিকেলে উত্তর কোর্টগাঁও পাড়া শাখায় ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে এবং জেলা শাখা কার্যালয়ে ১২ ডিসেম্বর 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তারের সভাপতিত্বে সহসভাপতি অ্যাড. রোজিনা ইয়াসমিন ও হামিদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা তালুকদার, লিগ্যালএইড সম্পাদক মাহফুজা আক্তার মিঠু, আন্দোলন সম্পাদক ফরিদা পারভীন, কোষাধ্যক্ষ মোর্শেদা খানম লিপি, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকী নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

গাইবান্ধা: করোনাকালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সচেতনতামূলক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি মাহাফুজা খানম মিতা

পিরোজপুর

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২০ ডিসেম্বর বিকেলে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল–বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পারিবারিক আইন ও আইনগত বিধিবিধান, অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি, নোটিশ প্রদান, সালিশ ও কাউন্সিলিং এবং পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন। প্রশিক্ষণ দান করেন–সভাপতি মনিকা মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক সালমা রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদা আকতার হেনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক মিনারা বেগম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম। প্রশিক্ষণে জেলা শাখার সংগঠক ও সদস্যসহ ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

নওগাঁ

মতবিনিময় সভা : নারী ও কন্যা নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও করোনা মহামারী প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ২৪ নভেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল নেত্রীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা হয়। সভায় আলোচকগণ জেলা থেকে পাড়া শাখা পর্যন্ত সকল স্তরে নারীর অধিকার আদায়ে সকলকে সোচ্চার থাকার কথা বলেন।

বরগুনা

মতবিনিময় সভা : যৌন হয়রানি ও ধর্ষণসহ নারী ও কন্যা নির্যাতন ও সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সংগঠকদের ভূমিকা বিষয়ে ১১ অক্টোবর বরগুনা জেলা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে সহসভাপতি বেবী দাস, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার, সংগঠন সম্পাদক কাজল রানী দাস, লিগ্যালএইড সম্পাদক গৌরী মজুমদারসহ জেলা শাখার অন্যান্য সংগঠকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে সংগঠকদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বেলাব

আইন সহায়তা কার্যক্রম : অক্টোবর–ডিসেম্বর মাসে সরাসরি অভিযোগ এসেছে ১০টি তন্মধ্যে যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ৩টি, শারীরিক মানসিক নির্যাতন ৪টি, দায়িত্ব পালন ও ভরণ-পোষণ না করা ২টি এবং দ্বিতীয় বিবাহ ১টি। আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ১০টি, তদন্ত হয়েছে ৪টি এবং সালিশ বৈঠক হয়েছে ৪টি।

চট্টগ্রাম: ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সাথে জেলা শাখার চুক্তি স্বাক্ষর করে

শেরপুর: বাল্যবিবাহ ও জন্মনিবন্ধন সম্পর্কে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও পথসভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

টঙ্গী

সালিশ : অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ৩টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুটি ক্ষেত্রে মীমাংসা হয় এবং আর নির্যাতন না করার শর্তে স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে সংসার করার অঙ্গীকার করেন। এবং একটি ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ফরিদপুর

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩১ অক্টোবর অধ্যাপক শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে এবং লিগ্যালএইড সম্পাদক রুবিয়া মিল্লাতের পরিচালনায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মূল আলোচক সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর পারিবারিক সুরক্ষা আইন-২০১০ এবং অন্যান্য আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে আলোচিত বিষয়ের উপর দলীয় কাজে অংশগ্রহণকারী তরুণীরা বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণে মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ

তদন্ত : নারী ও কন্যা নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে নয়টি ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করেন। এ সময় নেত্রীবৃন্দ নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যার পরিবার, প্রতিবেশী, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও পুলিশের সাথে কথা বলেন এবং প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেন। কিছু ক্ষেত্রে সালিশ বৈঠকের জন্য উভয়পক্ষ নির্দেশনা দেন। এছাড়াও, নেত্রীবৃন্দ নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাদের প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সালিশ : অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ১টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্ত্রীকে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর পরিশোধের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আলোচনা সভা : ২৪ অক্টোবর কুন্ডা গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হলরুমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রোয়েনা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক নুরুন নাহার বেগম ও লিগ্যালএইড উপপরিষদের সদস্য সুকুমারী ঋষি আলোচনা করেন। সভায় বক্তাগণ বলেন, বাল্যবিবাহ একটি অপরাধ। বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরীদের পড়া-লেখা বন্ধ হয়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিঘ্নিত হয়। সর্বপরি তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তারা সকলকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিজেদের ও অন্যদের সচেতন করার আহ্বান জানান। সভায় ২২ জন বিভিন্ন বয়সী নারী উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

সালিশ : অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ১টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর পরিশোধ করা এবং সন্তানের লালন-পালনের জন্য প্রতিমাসে এক হাজার টাকা করে দেওয়ারা প্রতিশ্রুতিতে বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়।

স্বরূপকাঠী

সালিশ : স্বামীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ১টি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নির্যাতন না করার অঙ্গীকার করায় উভয়পক্ষ মিলেমিশে সংসার করতে সম্মত হন।

জেলা শাখায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন

‘নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর’ (‘Stop Violence Against Women and Girls, Ensure Women’s Equal Rights’) এই স্লোগানে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্র থেকে জেলা শাখাসহ তৃণমূল পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই পক্ষ পালন করেন। এখানে জেলা ও তৃণমূল শাখার কর্মসূচিগুলো উল্লেখ করা হলো–

পাবনা: সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করছেন জেলা শাখার লিগ্যালএইড সম্পাদক শরিফা খাতুন সুখী

পাবনা

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ‘নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর’– এই আহ্বান জানিয়ে ২৪ নভেম্বর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্কুল-কলেজ ও সাংবাদিকদের পক্ষটি যথাযথভাবে পালন করা এবং এ উপলক্ষে মহিলা পরিষদের গৃহীত কর্মসূচি প্রেরণ করা হয়।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভা : জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও এনডিপির যৌথ আয়োজনে জেলা পরিষদের সামনে ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন পেশার দুই শাতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেয়।

মানববন্ধন শেষে জেলা পরিষদের রশিদ হল মিলনায়তনে ‘নারী নির্যাতন বন্ধ করি, কমলা রং-এর বিশ্ব গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা পরিষদ পাবনা জেলা শাখার সভাপতি পূরবী মৈত্রর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) আব্দুল্লা আল মামুন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক কানিজ আইরিন জাহান।

সংবাদ সম্মেলন : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য এবং গৃহীত কর্মসূচি তুলে ধরা হয়।

মতবিনিময় সভা: বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদিবাসী নেত্রীবৃন্দ ও তরুণ-তরুণীদের সাথে জেলা শাখা কার্যালয়ে ৩ ডিসেম্বর, সাধুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে ৪ ডিসেম্বর এবং তৃণমূল নারীদের সাথে চর সাধুপাড়া শাখায় ৮ ডিসেম্বর পৃথক তিনটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী-পুরুষ, নেতা-কর্মী, শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয় এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

পাশাপাশি, নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বিত করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ৬ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে আরেকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি নূরুন নাহারের সভাপতিত্বে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সম্মানিত সদস্য রোটারিয়ান এমএ জলিল, সূচিতা সমাজউন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নাসরিন পারভীন, অন্বেষার নির্বাহী পরিচালক মোছা. সালমা বেগম, সংস্কৃতিকর্মী ভাস্কর চৌধুরী, উন্নয়নকর্মী মো. আনোয়ার হোসেনসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

আলোচনা সভা : জেলা শাখা কার্যালয়ে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে আলোচনা সভা

নাটোর: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সহসভাপতি শ্যামা বসাক

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এই আলোচনা সভার মাধ্যমে এই পক্ষের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

নাটোর

মতবিনিময় সভা : জেলা শাখার সংগঠকদের সাথে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর শিরোনামে ২৫ নভেম্বর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি দিলারা বেগম পারুলের সভাপতিত্বে সংগঠকগণ আলোচনা করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২৭ নভেম্বর বিকেলে সংগঠন কার্যালয়ে আদিবাসী নেত্রীবৃন্দ ও তরুণ-তরুণীদের সাথে এবং ৪ ডিসেম্বর বিকেলে লালপুর উপজেলা শাখায় তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি দিলারা বেগম পারুল। উপস্থিত ছিলেন হাজরা আদিবাসী এলাকার বেশ কয়েকজন আদিবাসী প্রতিনিধি, আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ব্যবস্থাপক রায়হান, লালপুর উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নীলা হাফিয়াসহ জেলা ও উপজেলা শাখার অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। দুটি সভায় প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা : যৌন হয়রানি ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং যৌতুক নির্মূলের লক্ষ্যে হরিশপুর ইউনিয়নের কামারদিয়ার এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ৩০ নভেম্বর বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। হরিশপুর ইউনিয়নের সদস্য রুবিয়া বেগমের সভাপতিত্বে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস নারীর মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা, যৌন হয়রানি ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক সম্পর্কে আলোচনা করেন। এলাকার সাধারণ নারী ও কামারদিয়ার পাড়া শাখার সদস্যসহ সভায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে মতবিনিময় ৩ ডিসেম্বর বিকেলে উপরবাজারস্থ সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিলারা বেগম পারুলের সভাপতিত্বে সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি অ্যাড. আব্দুল ওহাব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্বাস আলী। বক্তারা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী ও কন্যার প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা-বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন পাড়া শাখার সদস্যসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

আলোচনা সভা : কেজাউড়া পাড়া শাখায় ২৬ নভেম্বর বেলা ১১টায় তৃণমূল নারীদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শাখার সভাপতি সত্যলতা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য ও সাংগঠনিক সম্পাদক পাঞ্চালী চৌধুরী নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং নারীর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় প্রায় ৫০ জন তৃণমূল নারী উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ২৬ নভেম্বর বিকেলে নবীনগর পাড়া শাখায় শাখা সভাপতি দোলন তালুকদারের সভাপতিত্বে আরেকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ১৩ জন যোগদান করেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং তৃণমূল নারী-পুরুষদের সাথে পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় বারোঘর গ্রাম শাখায় শাখা সভাপতি শংকরী দের সভাপতিত্বে এবং ৯ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ পিতার সম্পত্তিতে ভাই-বোনের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) চালু করাসহ নানা সুপারিশ করেন। দুটি সভায় প্রায় দেড় শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ

সংবাদ সম্মেলন : ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ২৫ নভেম্বর বেলা ১.৩০ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নারী নির্যাতন, উত্ত্যক্তকরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমীন রুনা।

পরে মুক্ত আলোচনা পর্বে সভাপতি মনিরা বেগম অনু সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। জেলা নেত্রীবৃন্দ ও সাংবাদিকসহ সভায় ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : জেলা কার্যালয়ে ৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনুর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের ফেসিলিটেটর ছিলেন সহসভাপতি লীলা রায়। প্রশিক্ষণে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন এবং বেআইনী ফতোয়া বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনামূলক রায় ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা : নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘন শিরোনামে ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মনিরা বেগম অনুর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন স্বাবলম্বী সংস্থার কর্মকর্তা মনোয়ারুল ইসলাম, ব্র্যাক কর্মকর্তা ফারহানা মিল্কী, ডেভেলপমেন্ট হুইল'র কর্মকর্তা আল-আমিন আহমেদ জুন, আইইডি কর্মকর্তা সূবর্ণা দাস ও নারী ফোরাম কর্মকর্তা সেলিমা আজাদ। বক্তারা প্রযুক্তি ও পর্নোগ্রাফি ব্যবহারের মাধ্যমে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা ও ধর্ষণের ঘটনাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে এসব ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবি করেন।

এছাড়াও, ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ যোগদান করেন এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বক্তব্য ও অবস্থান তুলে ধরেন।

ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জেলা কমিটির সভাপতি মনিরা বেগম অনু

বাগেরহাট

আলোচনা সভা : মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রিজিয়া পারভীনের সভাপতিত্বে অগ্রযাত্রা নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আম্বিয়া খাতুন, রূপান্তর'র প্রতিনিধি শিল্পী আক্তার, নির্মাণ নারী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি মাহনুর মিম, মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক হেনা চৌধুরী প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা প্রতিনিয়ত নারী ও কন্যারা যে সহিংসতার শিকার হচ্ছে তার পেছনে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আইনের বাস্তবায়ন না হওয়াকে দায়ী করেন। মানববন্ধনে ২ শতাধিক নারী উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, উত্ত্যক্তকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ২৮ নভেম্বর জেলা কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে ২০ জন কলেজ শিক্ষার্থী ও ১০ জন সংগঠক আলোচ্য বিষয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

পাশাপাশি, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে ২৯ নভেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাড. সীতা রানী দেবনাথের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক আলী আকবর টুটুল ও শওকত হোসেন, অ্যাড. হিমাংসু রায়, প্রাক্তন শিক্ষক মুখার্জী রবীন্দ্রনাথসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা নারীর ওপর সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ সংক্রান্ত সকল আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, পাঠ্যসূচিতে নারীর প্রতি অসম্মানজনক ও বৈষম্যমূলক বিষয় এবং ভাষা ও শব্দ বাতিল করা, কর্মক্ষেত্রে যৌন সহিংসতা ও নিপীড়ন নিরসন সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর এবং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করাসহ বেশকিছু সুপারিশ করেন। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে মহিলা পরিষদ ও উদয়ন বাংলাদেশ'র যৌথ আয়োজনে

বরিশাল: নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ ও সম্পত্তিতে সমঅধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে জেলা শাখা আয়োজিত মানববন্ধনে উপস্থিত নেত্রীবৃন্দের একাংশ

কুমারখালী: আলোচনা করছেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজনীন ফেরদৌস পাশে উপবিষ্ট অতিথি ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

উদয়ন কার্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন উদয়ন বাংলাদেশ'র প্রতিনিধি শেখ আসাদুজ্জামান আসাদ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আলী আকবর টুটুল। মহিলা পরিষদ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রীবৃন্দসহ সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

মানববন্ধন : সম্মিলিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন পর্ষদের উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সহসভাপতি ও সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর শাহ সাজেদা, আইসিডি'র উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ, আভাস'র নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল, রান'র নির্বাহী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উন্নয়ন সংগঠক রণজিৎ দত্ত প্রমুখ। মানববন্ধনে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনগুলো স্ব-স্ব ব্যানারে অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধন পরিচালনা করেন ম্যাপ'র নির্বাহী পরিচালক শুভংকর চক্রবর্তী।

এছাড়াও, উদযাপন পর্ষদের আহ্বায়ক ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে আরেকটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় পলাশপুর শাখায় এবং ৭ ডিসেম্বর আমির কুটির শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি মিনারা বেগম এবং রাধা রানীর সভাপতিত্বে বক্তারা সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করার আহ্বান জানান। সভা দুটিতে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালী

সংবাদ সম্মেলন : জেলা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি হোসনেয়ারা রুবীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কর্মসূচি এবং লিখিত সুপারিশসমূহ পাঠ করেন লিগ্যালএইড সম্পাদক সাজেদা খাতুন। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদে নেত্রীবৃন্দসহ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৭ নভেম্বর পুরাতন চড়াইকোল শাখায় শাখা সভাপতি শুকিলা খাতুনের সভাপতিত্বে, ২৯ নভেম্বর হরিজন কলোনিতে হরিজন সম্প্রদায়ের নেত্রী রিতা বাঁশফোড়ের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী তৃণমূল নারীরা সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার দাবি করেন। দুটি সভায় প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ১২ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। উপস্থিত ছিলেন কবি ও নাট্যকার লিটন আব্বাস, শিক্ষক সোলায়মান জোয়াদ্দার, কবি পরিমল কুমার ঘোষসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ।

আলোচকরা বলেন, পাল্লা দিয়ে বহুমাত্রিক সহিংসতা ও ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। অফিসে, বাসে এমনকি নিজের আবাস গৃহেও নারীরা নিরাপদ নয়। তারা সম্মিলিতভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণা করেন। সভায় ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরির পাঠকক্ষে জেলা ও তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দের অংশগ্রহণে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ ও হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইন এবং অভিভাবকত্ব, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন/কাবিন পদ্ধতি ও বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কাজে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন অ্যাড. মীর আরশেদ আলী, তাপস কুমার কুণ্ডু, মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সহসভাপতি হোসনেয়ারা রুবী ও চম্পা নজরুল, সহসধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী। প্রশিক্ষণে ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ: সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন। উপস্থিত আছেন জেলা সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন

রংপুর: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক গোলাম রব্বানী

নারায়ণগঞ্জ

সংবাদ সম্মেলন : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. হাসিনা পারভীন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক শামীমা রিতা, দিনার মাহমুদ, সৌরভ সিয়াম, প্রণব রায়, মিঠু, আবির, অনিক এবং আল-মামুনসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে জেলা শাখা কার্যালয়ে ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় বিভিন্ন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে উদীচীর সভাপতি জাহিদুল হক দিপু, সম্মানিত নাগরিক সমাজের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, শিক্ষক কাজী নুসরাত, নারী উদ্যোক্তা রুনা আজাদ ও নীলা আহমেদ, তরুণ সংগঠক শিশির চক্রবর্তী, একতা খেলাঘরের সাধারণ সম্পাদক অনিক সাহা, ব্যবসায়ী অহিদুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ করোনাকালে নারী ও শিশু নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণ, গোপনে ভিডিও করাসহ নানাবিধ বিষয়ে তাদের মাতামত উপস্থাপন করেন। এসব প্রতিরোধে বক্তাগণ গণমাধ্যম, সভা-সমিতি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও পাড়া-মহল্লায় প্রচারণা, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা, সন্তাদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া, জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন।

পাশাপাশি, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবিতে তৃণমূল সদস্যদের সাথে ৯ ডিসেম্বর গোদনাইল শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর

মানববন্ধন : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন এবং পরে

রাজবাড়ী: আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

প্রশাসকের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ সম্মেলন : ২৫ নভেম্বর বিকাল ৩টায় সুমি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক রুম্মানা জামান এবং সহসাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী যথাক্রমে মহিলা পরিষদের কর্মসূচি উপস্থাপন এবং লিখিত বক্তব্য উস্থাপন করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকসহ ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোমবাতি প্রজ্বলন : নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা নির্মূলের দাবিতে ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় শহীদ মিনারের পাদদেশে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়।

মতবিনিময় সভা : নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ হলরুমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেবাপ্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি সীড'র নির্বাহী পরিচালন সারথী রানী, ব্র্যাকের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর মাধুরী সুত্রধর, গুড হেলথ হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালন অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মামুনুর রহমান, পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাড. শামিমা আখতার শিরিন, স্বর্ণনারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মঞ্জশ্রী সাহা, ইউসেপ বাংলাদেশ'র খালেদা নাহার, আরডিআরএস'র শমসেয়ারা বেগম, তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্ক'র মো. মানিক, সনাক সদস্য মোফফেকা রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি খন্দকার ফখরুল আনাম বেঞ্জু ও সুজন সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্ব স্ব কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সকলে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেলা কমিটির সদস্য তাহেরা ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় পীরগাছা উপজেলায় শাখায় এবং ৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় পায়রাবন্ধ শাখায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা পরিষদের তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ বলেন মহিলা পরিষদের প্রস্তাবিত অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউএফসি) প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পদ ও সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। দুটি সভায় ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

একইসাথে, ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা কার্যালয়ে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' শিরোনামে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের বাস্তবায়িত কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সভায় ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

রাজবাড়ী

সংবাদ সম্মেলন : ২৫ নভেম্বর সংগঠন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহারের সভাপতিত্বে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সদস্য শায়লা তাবাসসুম নেওয়াজ এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যাভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করেন সদস্য রেখা দাস। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক দেবাশীষ বিশ্বাস, রবিউল ইসলাম, মেহেদী হাসান, সৌমিত্র শীল ও সুমন বিশ্বাসসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরলক্ষ্মীপুর (মিনুর বাড়ি), সজ্জনকান্দা ব্যাংক পাড়া, চরলক্ষ্মীপুর ধুঞ্চি পাড়া, বিনোদপুর কলেজ পাড়া ও রতনদিয় আদিবাসী পাড়ায় পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এবং নিজ নিজ শাখার তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ এসব সভায় আলোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারীদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। সবগুলো সভা মিলে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ২৭ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে তরুণীদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে, 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে ২ ডিসেম্বর বিকেলে আব্দুল্লাহ নার্সিং ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখা কার্যালয়ে ১২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার সভাপতি লাইলী নাহার, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পূর্ণিমা দত্ত, লিগ্যালএইড সম্পাদক রহিমা খাতুন, সদস্য নাজমা সনুলতানা, শ্বাশতী চক্রবর্তী, শাহিনা সুলতানা ও রেখা দাসসহ ২২ জন

উপস্থিত ছিলেন।

বার্তা প্রচার : পক্ষকালব্যাপী রাজবাড়ী ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড প্রণয়নের দাবি সংবলিত বার্তা সম্প্রচার করা হয়।

বরগুনা

সংবাদ সম্মেলন : ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় সংগঠন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নাজমা বেগম। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আক্তার সংগঠনের লিখিত বক্তব্য ও গৃহীত কর্মসূচি উপস্থাপন করেন এবং গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রচারে সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি, বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রের জেলা প্রতিনিধি, টেলিভিশন জেলা প্রতিনিধিসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তালতলী মালিপাড়া ছালেহিয়া দাখিল মাদরাসায় ৩০ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় আদিবাসী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য দূর করে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান বক্তাগণ। তালতলী উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সেলিনা আক্তার ইভার সভাপতিত্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক দুলালী ইয়াসমিন, সদস্য প্রমিলা রানী, আদিবাসী কমিউনিটি লিডার চংনায়চিং এবং আদিবাসী নারীরা আলোচনা করেন।

একই বিষয়ে ৫ ডিসেম্বর সনাক কার্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আরেকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি নিগার সুলতানার সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সচেতন নাগরিক সমাজ (সনাক) সভাপতি অ্যাড. আনিসুর রহমান, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুখরঞ্জন শীল ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন কামাল, প্যানেল

বরগুনা: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে আদিবাসী নারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বরগুনা'র তালতলী উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সেলিনা আক্তার ইভা

আইনজীবী অ্যাড. গোলাম মাওলা আজাদ ও নার্গিস পারভীন সুরমা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি গৌরাঙ্গ সিকদার, পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলর মমতাজ বেগম, বিবাহ রেজিস্ট্রার মো. আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেত্রীবৃন্দ।

মহিলা পরিষদ কার্যালয়ে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিগার সুলতানার সভাপতিত্বে মহিলা পরিষদের নেত্রীগণ ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা এবং নারী ও কন্যার প্রতি সকল সহিংসতার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য দাবি জানান।

পটুয়াখালী

সংবাদ সম্মেলন : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি পুষ্পা রানী সাহার সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক জালাল আহমেদ, মুফতি সালাহ উদ্দিন ও আহসান হাবিবসহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বাংদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য ও কর্মসূচি উপস্থাপন করা হয়।

আলোচনা সভা : শেরে বাংলা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে ৩০ নভেম্বর 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ' বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক রহিমা খাতুন। আলোচনা করেন মহিলা পরিষদের পটুয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শিরীন নাহার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সাহানা আক্তার মুক্তা। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের আলোচনায় বলেন, বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাইকে সাথে নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের সমাপনী হয় ১০ ডিসেম্বর আরেকটি আলোচনা সভার মাধ্যমে। সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি পুষ্পা রানী সাহা এবং অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক জালাল আহমেদ। বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি সুরাইয়া বেগম, আন্দোলন সম্পাদক মাফুজা হেলেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নারীর মানবাধিকার একটি বিশ্বজনীন অধিকার। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।

স্বরূপকাঠী

সংবাদ সম্মেলন : ২৫ নভেম্বর স্বরূপকাঠী প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নার্গিস জাহান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য এবং কর্মসূচি তুলে ধরেন। সম্মেলনে মো.

স্বরূপকাঠী: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রশাসন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ

বেলাব: সমাবেশ ও মানববন্ধনে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক জাহানুল হক বাবুল

কাওসার হোসেন, মো. হিরু, মো. আনোয়ার, সুপর্না আক্তার প্রমুখ সাংবাদিকবৃন্দসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরূপকাঠী সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি লাইলী জাহান। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রহিমা খাতুন, সহসভাপতি নাদিরা বেগম, আন্দোলন সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন, সদস্য শিবানী সাহা, রীনা সুলতানা প্রমুখ।

আলোচনা সভা : ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন উপলক্ষে প্রশাসন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিবর্গ, নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা হয়। এ সব সভায় সাংবাদিক মাসুদুল আলম, হাবিবুল্লা মিঠু, কাউন্সিলর বিউটি বেগম, শ্রমজীবী নারী দিলারা বেগমসহ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ স্বরূপকাঠী জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেলাব

মানববন্ধন : বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে বারৈচা রায়পুরা রোডে ২৫ নভেম্বর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বারৈচা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক জাহানুল হক বাবুল, মহিলা পরিষদ বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তি, সাধারণ সম্পাদক নাজরীন হক হেনা, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুন্নাহার আমিনা, লিগ্যালএইড সম্পাদক রোকাসানা বেগম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেলাব সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ৯ ডিসেম্বর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি রাবেয়া খাতুন শান্তির সভাপতিত্বে এবং লিগ্যালএইড সম্পাদক রোকসানা বেগমের সঞ্চালনায় নেত্রীবৃন্দ বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

রাজশাহী

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ : নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রথম দিন ২৫ নভেম্বর বিকেলে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এতে সাধারণ জনগণ, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী, বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষসহ দুই শতাধিক মানুষ তাদের মত প্রকাশ করে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা : ২৯ নভেম্বর বিকেলে নগরীর শিরইল কলোনিতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা হয়। সভায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ ও অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তুলে ধরে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ অলোচনা করেন। সভায় ২৫ জন তৃণমূল

নারী অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১ ডিসেম্বর বিকেলে পবা উপজেলার বড়গাছী ইউনিয়ন শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : ৩ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে রাজশাহী জেলার সংগঠকদের দিনব্যাপী প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল– হিন্দু ও মুসলিম বিবাহ আইন, তালাক ও সেপারেশন, অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। জেলা শাখার সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ দেন সংগঠনের প্যানেল আইনজীবী অ্যাড. বিশ্বজিৎ বিশ্বাস শোভন, অ্যাড. শামসুন্নাহার মুক্তি এবং আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক অ্যাড. শাহিনুল হক মুন। এ প্রশিক্ষণে ২২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন পরিবর্তন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ৪ ডিসেম্বর বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে অতিথিবৃন্দের মধ্যে অ্যাড. শাহিনুল হক মুন, ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি ডা. এফ এম জাহিদ, ছাত্রনেতা তামিম সিরাজী, সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল, সংস্কৃতিকর্মী মজিদা আক্তার বিথী, রাজশাহী থিয়েটারের সভাপতি নিতাই কুমার সরকার, রাজশাহী জেলা সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি মো. আবুল হাসান খন্দকার, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, আসুস'র নির্বাহী পরিচালক রাজকুমার শাও, মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারের সভাপতি আব্দুল লতিফ চঞ্চল প্রমুখ তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। বক্তাগণ ৭২-এর সংবিধান বিশেষত ধর্ম নিরপেক্ষতা কার্যকর করা, আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা, স্থায়ী সমাধানের পথ বের করাসহ বেশকিছু সুপারিশ করেন। সভায় ২৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী: আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রথম দিনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচির একাংশ

পাশাপাশি, পবা থানা শাখায় ৬ ডিসেম্বর বিকেলে একই বিষয়ে আরেকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় তৃণমূল নারীগণ তাদের মতামত তুলে ধরেন। সভায় ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা : ৫ ডিসেম্বর বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার মিলনায়তনে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তৃণমূল কর্মীদের সচেতন করা হয়। সভায় ২২ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী : মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে ১০ ডিসেম্বর বিকেলে আলোচনা সভার মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গৃহীত কর্মসূচির সমাপনী হয়। কল্পনা রায়ের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক ফয়েজুল্লাহ চৌধুরী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার ঘোষ, রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদের শরীফ আহমেদ, সোনালি সংবাদের সিনিয়র রিপোর্টার মো. তৈয়বুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ এই পক্ষ পালনের মাধ্যমে সংগঠনের অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় তুলে ধরেন। সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

সংবাদ সম্মেলন : মধুখালী প্রেসক্লাবে ২৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় মধুখালী মহিলা পরিষদের সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কর্মসূচি ও লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

র‍্যালি ও আলোচনা সভা : ২৮ নভেম্বর বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদে সভাপতি সুরাইয়া সালামের সভাপতিত্বে তৃণমূল নারীদের অংশগ্রহণে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শামচ্ছুন্নাহার, লিগ্যালএইড সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। বক্তারা বলেন, ধর্ষণকারীদের প্রত্যেকেই ধর্ষণের শিকার নারী বা কন্যাদের পরিচিত প্রতিবেশী, আত্মীয়, প্রেমিক, প্রাইভেট টিউটর বা স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক। আতংকের বিষয় ধর্ষণের শিকার ৬৪ শতাংশই শিশু-কিশোরী। বক্তারা সম্মিলিতভাবে ধর্ষণ প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভা : সংগঠন কার্যালয়ে ১৮ নভেম্বর বিকেল ৩টায় নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা

মধুখালী: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আবু সালেহীন সাম্মী

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাউন্সিলর রেহেনা আলমগীর ও রেশমা আক্তার, ইউপি সদস্য রেবেকা খাতুনসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। আলোচকগণ বলেন, নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তরুণ সমাজকে সচেতন করা, বাল্যবিবাহ না দেওয়া, দেশে প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ : উপজেলা পরিষদের আয়োজনে ১০ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অন্যান্য সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন।

ফরিদপুর

সংবাদ সম্মেলন : জেলা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকবৃন্দ ও জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দসহ ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বিকেলে রঘুনন্দনপুর পাড়ায় তৃণমূল নারীদের সাথে এবং ৭ ডিসেম্বর হরিসভা পাড়া শাখায় তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত তরুণ-তরুণী এবং নারীরা সম্পদ-সম্পত্তি সমঅধিকার প্রাপ্তি ও বৈষম্যমূলক আইন সংস্কারের পক্ষে তাদের মতামত তুলে ধরেন। দুটি সভায় মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়ে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি ও সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে বক্তরা সারা বিশ্বে সমতাভিত্তিক সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভায় মোট উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন।

কিশোরগঞ্জ

সংবাদ সম্মেলন : সংগঠন কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বিকেলে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিগ্যালএইড সম্পাদক অ্যাড. হামিদা বেগম পক্ষকালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুপারিশ তুলে ধরেন। এ সময় গণমাধ্যম কর্মীদের হাতে কর্মসূচি ও সুপারিশ তুলে দেওয়া হয়।

আলোচনা সভা : চৌদ্দশত ইউনিয়নে তৃণমূলের নারীদের নিয়ে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে ২৯ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা শাখার প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক তাহমিনা ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়নের ৩ জন নারী জনপ্রতিনিধিসহ ৪৫ জন তৃণমূল নারী উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘন– শিরোনামে ২ ডিসেম্বর শহরের বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে লিটল ফ্রেন্ডস কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অডিটোরিয়ামে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ সাজেদা খানমের সভাপতিত্বে শিক্ষক মাসুক উজ-জামান, কাউন্সিলর আব্দুল গনি, গৃহিণী সালমা বেগম, টি.আই.বির ইয়েস লিডার তানিয়া আক্তার পুনমসহ জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সভায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের দাবিতে ৩ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটোরিয়ামে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। আলোচ্য বিষয়ে মতবিনিময় করেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মো. রমজান আলী, আব্দুল জব্বার, প্রশিক্ষণার্থী মেহের পারভীন, রফিকুল ইসলাম, মাসুদ রানা, সাখাওয়াত হোসেন ও হিসাব কর্মকর্তা সোহেল আহাম্মদ প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন কলেজের শিক্ষক সাবিনা ইয়াছমিন। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে নারী ও কন্যা নির্যাতন এবং

সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা লিগ্যালএইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ সাদিয়া আফসানা রিমা। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, স্পেশাল পিপি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ অ্যাড. এম. এ আফজল, জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের নির্বাহী সদস্য ম.ম জুয়েল, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল হাশেম, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ সাজিদা ইয়াছমিন, জেলা নারী লেখক সোসাইটির সদস্য মাহফুজা আরা পলক, নারীকণ্ঠের সাধারণ সম্পাদক কামরুন্নাহার, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাছুমা আক্তার, পৌর কাউন্সিলর হাসিনা হায়দার চামেলী প্রমুখ। সভায় প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী: বিলাসপুর পাড়া শাখায় আলোচনা সভায় উপস্থিতির একাংশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আলোচনা সভা : আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরতে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় কাশীনগর গ্রাম শাখায় শাখা সভাপতি সুকুমারী ঋষির সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী ও সদস্য স্বপ্না কর। সভায় মোট ৪০ জন বিভিন্ন বয়সী নারী উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, ২৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় ঘাটুরা গ্রাম শাখায় শাখা সভাপতি হাসেনা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ২৭ জন বিভিন্ন বয়সী নারী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলন : ২৬ নভেম্বর শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিপাঠাগারে জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লিগ্যালএইড সম্পাদক লাকী সরকারের সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী জেলার নারী নির্যাতন পরিস্থিতি ও শাখার বাস্তবায়িত কর্মসূচির বিবরণ তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে ১২ জন সাংবাদিকসহ মোট ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : কসবা উপজেলার খিদিরপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাখার সহসভাপতি বিভা রায়ের সভাপতিত্বে ১১ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর' বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী ও অ্যাড. কবীর হোসেন। সভায় মোট ৮০ জন বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ : ২৯ ডিসেম্বর সকাল দশটায় ঘাটুরা গ্রাম শাখার কর্মী-সংগঠকদের অংশগ্রহণে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধে বাস্তব কাজের ধারা ও পদ্ধতি এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বন্ধে হাইকোর্টের রায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি আম্বিয়া বেগমের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ দান করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী ও লিগ্যালএইড সম্পাদক লাকী সরকার। প্রশিক্ষণে মোট ২৮ জন কর্মী-সংগঠক অংশ নেন।

সমাপনী: ১০ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সমাপন উপলক্ষে জেলা শাখার সভাপতি শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পক্ষের কর্মসূচির মূল্যায়ন, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় মোট ১৫ জন কর্মী-সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

টঙ্গী

সংবাদ সম্মেলন : আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর টঙ্গী প্রেসক্লাবে বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে নেত্রীবৃন্দ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য ও কর্মসূচি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সাংবাদিকসহ ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : বিলাসপুর শাখায় ৩ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় 'নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ কর, সমঅধিকার নিশ্চিত কর' শিরোনামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রেজিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ ও তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। বক্তারা বলেন, মহিলা পরিষদ নারী নির্যাতন বন্ধে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও

চট্টগ্রাম: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির

নির্যাতন বন্ধ হয়নি। নতুন নতুন পদ্ধতিতে নারী নির্যাতন হচ্ছে। নারী নির্যাতন বন্ধে তাই তৃণমূল থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। সভায় ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : ১০ ডিসেম্বর আনোয়ারা বেগমের সভাপতিত্বে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন'– এ স্লোগানে জেলা শাখার কার্যালয়ে বিকেল ৩টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গাজীপুর মহানগর সুজনের সভাপতি মনিরুল ইসলাম রাজীব, শ্রমিক নেতা আ.স.ম. জাকারিয়া, শিক্ষক মেহেরুন নেছা সীমা ও মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ তাদের মতামত তুলে ধরেন। বক্তারা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, অসম আইন, রীতি, প্রথা-বিধি-পদ্ধতি বিলোপ, সমতাভিত্তিক আইন প্রণয়ন, প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন। সভায় ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ডিসিহিল প্রাঙ্গণে ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ সময় বক্তাগণ নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকলক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির পরিবর্তন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করা এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উঠান বৈঠক : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে কুসুমবাগ শাখায় তৃণমূল নারীদের সাথে ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় দামপাড়া শাখায় তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সামিরা তাসনিম বানু, হালিমা কবির, আলিফ তাসনিম প্রমুখ তাদের মতামত তুলে ধরেন। তারা মুসলিম পারিবারিক আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার সমান অধিকার, হিন্দু পারিবারিক আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপসহ নানা সুপারিশ তুলে ধরেন এবং বৈষম্যমূলক আইন সংস্কারের দাবি জানান।

সমাপনী : ডিসিহিল প্রাঙ্গণে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় র‍্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক লতিফা কবিরের সভাপতিত্বে সভায় পক্ষের কর্মসূচির মূল্যায়ন, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় সম্পর্কে জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

কাউখালী

সংবাদ সম্মেলন : ২৫ নভেম্বর বেলা ১২টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালনে মহিলা পরিষদের কর্মপরিকল্পনা ও বক্তব্য তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে কাউখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি শেখ রিয়াজ আহমেদ নাহিদ ও সাংবাদিক এনামুল হকসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : ৯ ডিসেম্বর উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বিত করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুনন্দা সমাদ্দারের সভাপতিত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদা খাতুন রেখা, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ খসরু, সাংবাদিক এনামুল হক, ২নং আমড়াজুড়ি ইউপি চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আবু সাইদ মনু মিয়াসহ মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন মতামত দেন। সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অ্যাড. হীরালাল কুণ্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শুভ চক্রবর্তী, মাহাবুব হাসান সাকিব, লাবনী আক্তার এবং সীমা আক্তার আলোচনা করেন। বক্তারা

সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করার আহ্বান জানান। সভায় সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে, 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, চলমান করোনা মহামারীতে নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পরিবারের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতাবিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সভায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া

সংবাদ সম্মেলন : ২৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় সংগঠন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে নারী ও কন্যার প্রতি যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ ও বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইনের পরিবর্তন করে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সহসভাপতি সামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে সভায় সাংবাদিক শরীফ মাহমুদ, সুজন কর্মকার, আরিফুল ইসলামসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কর্মীসভা : জগতি শাখায় ২৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সভাপতি খুশির সভাপতিত্বে নারী ও কন্যা নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তসলিমা খানম, লিগ্যালএইড সম্পাদক নিলুফা বেগম, অর্থ সম্পাদক শেখ সামসুন্নাহার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাঈদা হক প্রমুখ।

মতবিনিময় : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় সংগঠন কার্যালয়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি সামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন অ্যাড. আরশেদ আলী, অ্যাড. সুলতানা বেগম মমো, মো. বিকাশ ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়া: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সভাপতি ফাতেমা বেগম

মাগুরা

সংবাদ সম্মেলন : সংগঠন কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং এই পক্ষ পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দাবি উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শরীফ তেহরান টুটুল, অলোক বোস, আবু বাসার আখন্দ, সঞ্জয় রায় চৌধুরী, ইমাম জাফর, রুপক আইচ প্রমুখ সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উঠান বৈঠক : নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর সাজিয়াড়া পাড়া শাখায় এবং ৩ ডিসেম্বর ঋষিপাড়া আদিবাসী পাড়া শাখায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কোভিডকালে বাল্যবিবাহ এবং নারীর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যাপারে তৃণমূলে নারীদের সচেতন করা হয়।

দিনাজপুর

সংবাদ সম্মেলন : দিনাজপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ২৫ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু। লিখিত বক্তব্যে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী নির্যাতন-বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পুরুষসমাজ ও তরুণদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় শিল্পকলা একাডেমিতে তরুণ-তরুণীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমানের সভাপতিত্বে অভিন্ন পারিবারিক আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাড. লিয়াকত আলী ও অ্যাড. মেহেরুল ইসলাম আলোচনা করেন। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ফারহানা রহমান, সূচনা রায়, তামান্না আক্তার তনু, আরজু, কৃষ্ণা প্রিয়া মুর্মু, খুকি হেম্ব্রম, বর্ষা, প্রিয়তি, সুমন মুর্মু, জয়ন্ত ও অশোক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি সংগঠনের নেত্রীবৃন্দও তাদের মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় অংশগ্রহণকারী সকলে বলেন, বৈষম্যমূলক আইনের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড) প্রতিষ্ঠা বর্তমান সময়ের দাবি। সভায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পোস্টার লাগানো : আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বিশ্ব মানবাধিকার

কুড়িগ্রাম: মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জেলা ও পাড়া শাখার নেত্রীবৃন্দ

দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লগানো হয়।

আলোচনা সভা : 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ: মানবাধিকার লঙ্ঘন' শিরোনামে আলোচনা সভা ১০ ডিসেম্বর দিনাজপুর প্রেসক্লাবের এম আব্দুর রহিম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মর্তুজা আল মুঈদ, প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বরূপ কুমার বক্সী বাচ্চু, বীরগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. মাসুদুল হক, কোতোয়ালি থানার অফিসার্স ইনচার্জ মো. মোজাফফর হোসেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রেজাউর রহমান রেজু, রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন পরিষদের রবিউল আউয়াল খোকা, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির ডা. আহাদ আলী, সাংবাদিক আজহারুল আজাদ জুয়েল, সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির তারেকুজ্জামান তারেক, লেখক লায়লা চৌধুরী প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পাঠ্যসূচিতে নারীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ ও বাক্য পরিহার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সহিংসতা প্রতিরোধে পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগসহ বিভিন্ন সুপারিশ উল্লেখ করেন। আলোচনা সভায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

সংবাদ সম্মেলন : কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবে ২৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের সূচনা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন লিগ্যালএইড সম্পাদক ঝুমা ঘোষ। সংবাদ সম্মেলনে প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য সাংবাদিক সফি খানসহ সাংবাদিক বৃন্দ ও সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকারের দাবিতে ২৯ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় চাকির পশার পাঠক চকরাটারি গ্রামে তৃণমূল নারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইন, বিবাহবিচ্ছেদ ও রেজিস্ট্রেশন আইন, ভরণ-পোষণ আইন, অভিভাবকত্ব ও প্রতিপাল্য আইনসহ অন্যান্য আইন এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

পাশাপাশি, ১২ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা কার্যালয়ে 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

মানববন্ধন : নারী ও কন্যার প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন করা হয়।

মুন্সিগঞ্জ

সংবাদ সম্মেলন : মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবে ২৫ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রতিপাদ্য, কর্মসূচি ও সুপারিশসমূহ উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন জেলা শাখার সহসভাপতি হামিদা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসক্লাবের সভাপতি এম. এ. জামাল হোসেন মণ্ডল, সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম কামাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু কামাল আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তোফাজ্জল হোসেন সিহাব, প্রচার সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন মানিক, কাজী বিপ্লব হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে মাঠপাড়ায়, পূর্ব দেওভোগ এবং কেওয়ার পাড়া শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখা ও সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোর সংগঠকগণ আলোচনা করেন।

মতবিনিময় সভা : মালপাড়া শাখায় ৫ ডিসেম্বর বিকেলে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকি, কোষাধ্যক্ষ মোর্শেদা খানম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী, কোর্টগাঁও শাখার সদস্য তাপসী রাবেয়া উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে জেলা শাখা কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন।

পিরোজপুর

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে আদিবাসীদের সমঅধিকার সম্পর্কে ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাতোয়ারা বেগম টুলির সভাপতিত্বে সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় রয়েল বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাইনুল আহসান মুন্না, গণউন্নয়ন সমিতির পরিচালক জিয়াউল আহসান জিয়া, সাংবাদিক খেলাফাত হোসেন খশরু, প্যানেল আইনজীবী মনজুরুল আজীম খান ও দিলীপ মাঝিসহ আদিবাসী নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। সভায় ৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন : সমমনা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় টাউন ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন রয়েল বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাইনুল আহসান মুন্না, গণউন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালক জিয়াউল আহসান জিয়া, কাউন্সিলর আ. সালাম বাতেন ও সাইদুল্লা লিটন, মানবাধিকার কমিশনের সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম বাদশা, সাংবাদিক গৌতম নারায়ন রায় চৌধুরী, সুজন সম্পাদক মো. শাহ আলম, ডাক দিয়ে যাই'র সমন্বয়কারী মানসুরা সাথী প্রমুখ। মানববন্ধনে ৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৫ নভেম্বর বিকেল ৪টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মাহাতাবুন নেসার সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালনের গুরুত্ব এবং নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা ও বাস্তব কাজের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস ও লিগ্যালএইড সম্পাদক শামীমা আফরোজ আইরিন। সংগীত পরিবেশন করেন আরিফা আক্তার কাকন ও সুলতানা আরা বেগম শিল্পী। কবিতা আবৃত্তি করেন রাজিয়া সুলতানা। সভায় ঢাকা মহানগর ও

পিরোজপুর: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পিরোজপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী

এর বিভিন্ন পাড়া শাখার ৪০ জন সদস্য যুক্ত ছিলেন।

আলোচনা সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ৩০ নভেম্বর বিকেলে উত্তরা শাখার সরাসরি এবং ১ ডিসেম্বর উত্তর খান শাখায় (আহ্বায়ক) অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা দুটির সদস্য খাদিজা রহমান ও তাহমিনা নাজনীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা মহানগর ও স্ব স্ব শাখার নেত্রীবৃন্দ বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভা দুটিতে যথাক্রমে ১৩ জন ও ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : শাহজাহানপুর পাড়া শাখায় ২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় তৃণমূল নারীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাড়া কমিটির সভাপতি সারা আলম। ঢাকা মহানগরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস, অর্থ সম্পাদক ফেরদৌস জাহান রত্না ও সাংগঠনিক সম্পাদক কানিজ ফাতেমা টগর। সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার ও বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার বিষয়ে নেত্রীবৃন্দ আলোচনা করেন। পরে পাড়া কমিটির সদস্যবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন পাড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী রোকসান আরা জেবীন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন।

গাইবান্ধা

সংবাদ সম্মেলন : জেলা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর বেলা ১১.৩০টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক রিঙ্কু প্রসাদ সম্মেলনের মূল বক্তব্য তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ১৬ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ৭ ডিসেম্বর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজা খানম মিতা আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ বলেন, বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও নারীরা পারিবারিক সম্পদ ও সম্পত্তি লাভে বৈষম্যের শিকার হন–যা উন্নয়নের অন্তরায়। এ জন্য বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কারের দাবি জানান তারা। সভায় মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ: বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে নওগাঁর ডিগ্রি মোড়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মানববন্ধন

সিলেট: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অ্যাড. ইরফানুজ্জামান

নেত্রকোণা

সংবাদ সম্মেলন : জেলা শাখা কার্যালয়ে ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি পারভীন সুলতানার সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ১৫ জন সাংবাদিক ও মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দসহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভা : 'বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার এবং সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার' বিষয়ে মাহমুদপুর গ্রাম শাখায় সাধারণ নারী-পুরুষের সাথে ২৮ নভেম্বর বিকেল ৩টায় এবং ৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সাথে পৃথক দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সভায় গ্রাম কমিটির সভাপতি মঞ্জুরা বেগম এবং দ্বিতীয় সভায় জেলা শাখার সহসভাপতি পারভীন সুলতানা সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোরশেদা খাতুন। মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দসহ অধ্যাপক পুরবী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হোসনে আরা বেগম, শিক্ষক শাহনাজ পারভীন, সাংবাদিক আলপনা বেগম, সংস্কৃতিকর্মী শিল্পী ভট্টার্চায্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দুটি মতবিনিময় সভায় প্রায় শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা : জেলা শাখা কার্যালয়ে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় 'নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ : মানবাধিকার লঙ্ঘন' বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি নূরজাহান বেগমের সভাপতিত্বে জেলা, পাড়া ও গ্রাম শাখার সদস্যসহ ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট

মতবিনিময় সভা : বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি রীনা কর্মকারের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন অ্যাড. বিদ্যুৎ কুমার দাস, অ্যাড. সৈয়দ শিরীন আক্তার, অ্যাড. মো. ইরফানজ্জামান চৌধুরী, জেলা উদীচীর সভাপতি এনায়েত হাসান মানিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি আল আজাদ ও সাংবাদিক আনাস হাবিব কলিন্স। মহিলা পরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা মুকুল। বক্তাগণ নারীর চালিকাশক্তির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দান, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করাসহ বেশকিছু সুপারিশ করেন। সভায় ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

একই বিষয়ে ৩০ নভেম্বর চৌধুরী গাঁও (হাজরাই) গ্রামে তৃণমূল নারীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সভাপতি ঊষা রানী মল্লিকের সভাপতিত্বে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ সম্পদ-সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। সভায় ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি বের হয়।

জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

সার্টিফিকেট কোর্সে প্যানেল আলোচনা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ পরিচালিত 'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের প্যানেল আলোচনা ৬ নভেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। প্যানেল আলোচনায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আমন্ত্রিত নারীরা তাঁদের জীবন-সংগ্রাম এবং পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বিবি রাসেল, আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার

বিবি রাসেল

আমি এই বাংলাদেশেরই একজন নারী। আমার মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষের বেড়ে ওঠার পেছনে তার পরিবারের একটি অবদান থাকে। আমি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি যেখানে আমার বাবা-মা আমাকে মাটি ছুঁতে দিয়েছেন' আকাশের তারা দেখিয়ে কবিতা শুনিয়েছে, গান শুনিয়েছে। আমি এখনও নিজেকে স্টার মনে করি না। আমি যেমন বাংলায় কথা বলতে পারি তেমনি অন্য অনেক ভাষায়ও কথা বলতে পারি। আমার সবচেয়ে প্রিয় পুরস্কার হলো বাংলা একাডেমির ফেলো। তারপর রোকেয়া পদক।

আমি দেশে এসেছি ১৯৯৪ সালে, এখন ২০২১ সাল। আমি ফিরে এসেছি শুধুমাত্র গ্রাম-বাংলার মানুষের জন্য। আমার এই স্বপ্ন ছিল সেই ছোটবেলায়। আমার বাবা আমাদের তিন বোনকে বাংলা মিডিয়ামে পড়িয়েছেন। আমরা নাচ শিখতাম, গান শিখতাম। আরও অনেক কিছু শিখতাম।

তখনকার সময় বাড়িতে অনেকে সবজি বিক্রি, ফল বিক্রি করতে আসত। আমি বলতাম আহ! তোমরা এসব শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা সংগ্রহ করো কোথা থেকে? ওরা বলত, পাশের তাঁতীদের কাছ থেকে। মূলত ওরাই আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। এখন বাংলাদেশে নতুনদের স্বপ্ন দেখা দরকার। আমি স্বপ্ন দেখেছি ছোটবেলায়। এই স্বপ্ন সফল করতে আমি বিদেশে গেছি। পড়াশুনা শেষে দেশে ফিরে এসেছি। অনেকে ভাবে আমি ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশুনা করেছি। আমার কোয়ালিফিকেশন ফ্যাশন ডিজাইন। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ফোরামগুলোতে আমার কাজটা ডেভেলাপমেন্ট সাসটেইনেবেলিটি নিয়ে।

আমার যথেষ্ট নাম হয়েছে। একটা বাঙালি মেয়ে, বাংলা মিডিয়ামে পড়া তাকে এক নামে ইউরোপে চেনা কোনো সহজ কাজ নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমার নামটাই বাধা। আরে বিবি রাসেলের তো কিছুই লাগবে না! আমি ব্যাংকে গেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আমার কয়টা বাড়ি? আমি বলি আমার কিছুই নাই। আমি বিদেশে যা রোজগার করেছি তা এখানে নিয়ে এসেছি। আমার বাবা আমার জন্য কিছুই রেখে যাননি। আমার বাবা-মা আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়নোর শিক্ষা এবং এ দেশকে চেনা ও এ দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে জানা- এগুলো শিখিয়েছেন।

আমার একটা স্লোগান আছে 'উন্নয়নের জন্যই ফ্যাশন'। আমি বিশ্বাস করি না যে ফ্যাশন মানে কোনো দামি ব্র্যান্ড। এটা একটা প্রয়োজন।

আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আমি যেহেতু অন্যদের ফান্ডিংয়ে চলি না, তাই আমার কাউকে দেখিয়ে পয়সা নিতে হয় না। আমার অফিস মতিঝিলে। তবে আমার কাজ একেবারে গ্রামভিত্তিক। আমার সাথে গ্রামের সাধারণ ঘরের এক ঝাঁক ছেলে কাজ করছে। ওদেরও কোনো গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, কিন্তু ওরা হচ্ছে আমার এক-একটা সম্পদ। আমার হাতে গড়া এক-একজন মানুষ। বিবি প্রোডাকশন আমি তাদেরই দিয়ে যাচ্ছি। তারাই এটাকে তুলে ধরবে। একটা তাঁতের কাপড় কিনলে আপনারা ভাববেন না যে তাঁতী এটা বানায় এটা তারই। তার আগে এটা সাতটা ধাপ পার হয়ে আসে। এর ফলে আপনি একটি পরিবারকে ডিগনিটির সাথে উঠতে দিচ্ছেন। আমার কাজের মধ্যে আমি এইটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি– I respect human dignity।

আছিয়া খালেদা নীলা, উইমেন অ্যান্ড ডিজিটাল

আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। উইমেন অ্যান্ড ডিজিটাল-এ কাজ করি ২০১৩ সাল থেকে। কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে নারী একদম কম। আমরা দুই একজন যারা কাজ করছি তাদের বিভিন্নভাবে ডিমোটিভেটেড করা হয়েছে। হ্যারেসমেন্টের

আছিয়া খালেদা নীলা

মধ্যে পড়ে এমন কথাবার্তা বলা হয়েছে। বলা হতো, তুমি এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে এসেছ কেন? তুমি ডিজাইন টিমে গিয়ে কাজ কর। তুমি এডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে কাজ কর। তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি ছেলেদের মতো এত কঠিন কাজ করতে এসেছ, এতো ইন্টারেস্ট কেন? ইত্যাদি। যেদিন থেকে আমি একজন প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেদিন থেকেই আমাকে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার প্রথম চাকরির ইন্টারভিউতে আমাকে দেড় ঘণ্টা ধরে প্রশ্ন করা হয়। যদিও অন্য পুরুষ প্রার্থীদের অনেক কম সময় ধরে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তারা এটা সহজভাবে নিতে পারছিলেন না। অবশেষে এতো সময় লাগছে দেখে কোম্পানির এম.ডি. এগিয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করেন সমস্যাটা কোথায়? তখন তারা উত্তর দেয় 'She is super arrogant. We cannot stop her.

কর্মক্ষেত্রে এসে দেখি অন্য রূপ। আমাকে কাজ করতে হতো পুরুষদের টিমে। কেউ আমাকে নিতে চাইত না। সবাই বলত, এ তো মেয়ে, এ কীভাবে কাজ করবে। আমাকে সবসময় চিন্তা করতে হয় যে আমাকে প্রমাণ করতে হবে– আমি পারি। আমি জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করি। এরপর আমার সি.টি.ও. হিসেবে প্রমোশন হয়। তখন আমি চিন্তা করি, আমি আর দেশে থাকব না। এই সময় বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেয়। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আমি আমার উইমেন ডিজিটাল বিজনেস মডেল ডিজাইনটা আবার শুরু করি। আমি চিন্তা করলাম শুধু ঢাকা নয়, গ্রামের মেয়েদের আইটি সেক্টরে সংযুক্ত করতে হবে।

ঢাকার পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কাজ শুরু করি। আমি এমন একটা প্রোডাক্ট তৈরির কথা ভাবি যা আমাদের গ্রামের বোনেরা কোনো হয়রানি ছাড়া সঠিক পন্থায় ব্যবহার করবে। তখন আমি এগ্রোটেক ও উইমেন অ্যান্ড কমার্স শুরু করি। আমি অনলাইনে তাদের প্রোডাক্ট সেল করার চিন্তা করি। এখন উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের শতরঞ্জি অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাচ্ছি এবং পাটের ব্যাগ জাপানে পাঠাচ্ছি। গ্রামের নারীরা কিভাবে তাদের প্রোডাক্টগুলো অনলাইনে সেল করতে পারবে সে বিষয়ে আমরা প্রচুর ট্রেনিং করাই। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেটে যাওয়া। আমরা ১১ হাজার ৭ শত ৯৩ জন নারীকে ট্রেনিং দিয়েছি তার মধ্যে ৭ হাজার ৫০৩ জন নারী বিভিন্ন আইটি সেক্টরে কাজ করছে এবং কেউ কেউ নিজেরা আইটি বিজনেস শুরু করেছে। করোনার সময় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনলাইনে ৫'শ জন নারীকে ট্রেনিং দিয়েছি। এবং তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। এখনও ট্রেনিং চলছে।

কামরুন্নাহার হিরু, বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন

কামরুন্নাহার হিরু

এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের কেউ সহজে এগিয়ে আসতে দেয় না। একটা পরিবারে ছেলে সন্তানটি যে সুযোগ পায়ে, সেই একই সুযোগ মেয়েরা পায় না। আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, মেয়েরা এটা পারে না, ওটা পারে না। অনেক সময় নিজের পরিবার থেকেই প্রতিবন্ধকতা আসে। আজ থেকে ৪৫ বছর আগে আমি জুডো খেলা শুরু করি। আজকে আমি জুডো ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। বাংলাদেশে যতগুলো ফেডারেশন আছে তার মধ্যে একমাত্র নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আমি।

এই কাজ করতে গিয়ে অনেক বাধা-বিঘ্ন পার হতে হয়েছে। আমার ফ্যামিলিকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। সেই সময়ে পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা ছিল এখন ডিজিটাল যুগে সেই অবস্থা না থাকলেও মেয়েরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

আমি জুডো-কারাতে দুটোই করেছি। তবে মার্শাল আর্টে এত প্রতিবন্ধকতা যে এক পর্যায়ে আমার বাবা বললেন, তুমি দাবা খেল। বসে বসে খেলা যায়। নারীদের জন্য এই খেলাই ভালো। তা-না হলে টেবিল টেনিস খেল। এই মারদাঙ্গা খেলার দরকার নেই।

মেয়েদের তো খেলার সুযোগ দিতে হবে। আমাকে এই খেলা চালিয়ে যেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আমি এখন এশিয়ান জুডো ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির টেকনিক্যাল স্পোর্টস মেম্বার হিসেবে কাজ করছি। সাউথ এশিয়ার জুডো স্পোর্টস ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছি। আমাকে কিন্তু কেউ এই জায়গাগুলো করে দেয়নি, নিজের যোগ্যতায় করে নিতে হয়েছে।

১৯৭৭ সাল থেকে আমি যতদিন খেলেছি টানা চ্যাম্পিয়ন ছিলাম জাতীয় জুডোতে। আমার সবসময় মনে হতো আমাকে জিততে হবে। এই খেলা অন্যরকম খেলা। এটা আত্মরক্ষামূলক ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

আমি মনে করি বাধা অতিক্রম করাই হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ঘরে-বাইরে মেয়েরা কাজ করছে। অনেক পুরুষ তাদের সাহায্য করেন, অনেকে করেন না। আবার অনেক নারীও নারীদের বাধাগ্রস্ত করছেন। সেই জন্যই আমি বলবো, বাধা আসবে, কিন্তু বাধাকে অতিক্রম করতে হবে।

শাপলা দেবী ত্রিপুরা, আদিবাসী নারী, সমাজকর্মী ও উদ্যোক্তা (সাম্পানি গ্রুপ অব ইনিসিয়েটিভ)

আমার জন্ম একেবারে প্রান্তিক এলাকায়। ১৯৮১ সালে আমাদের গ্রাম পুড়ে যায়। ফলে শরণার্থী হিসেবে আমরা ইন্ডিয়াতে চলে যাই। এক

শাপলা দেবী ত্রিপুরা

বছর পর বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং পড়ালেখা শুরু করি। এসএসসি পরীক্ষার পরে আমার বিয়ে হয়, তারপর আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের পর স্বামীর সাথে আমাকেও আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স পাস করি।

আমাকে সমাজকর্মী, উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত হতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর হাঁটতে হয়েছে। আপনারা জানেন, আদিবাসী নারীরা প্রান্তিক নারী হিসেবে আবার সামগ্রিকভাবে নারী হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। প্রান্তিক এবং সহিংসতার শিকার নারীদের পড়াশুনা, নিরাপত্তার জন্য আমি কিছু করার চিন্তা করি। এ চিন্তা থেকেই আমি উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি। আমি পশু পালন করেছি। প্রান্তিক নারীদের উৎপাদিত তাঁতের কাপড় এনে বিপণনের ব্যবস্থা করেছি। এই কাপড় বিক্রির অর্থ সহিংসতার শিকার নারীদেরকে বিচার পাওয়া ও চিকিৎসা খরচসহ অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করতাম। এভাবে কাজ করতে করতে বৃহত্তর কাজে নিযুক্ত হই।

দুর্গম এলাকায় প্রান্তিক গরিব মেয়েদের পড়াশুনার জন্য একটি আবাসিক হোস্টেল করেছি যাতে তারা ফ্রিতে থাকতে পারে। এ সবের কারণে আমাকে বিভিন্ন কটূক্তি শুনতে হয়েছে, হুমকি-ধামকি শুনতে হয়েছে। সবসময় সতর্কতার সাথে কাজ করতে হচ্ছে। প্রান্তিক এলাকার নারীদের স্ট্রাগল আলাদা। আমি মূলত চারটি সেক্টরে কাজ করি–পরিবহন, এগ্রো, পর্যটন ও হেন্ড্রিক্রাফটস। ঝরে পড়া শিশুদের আমার প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করে আবার পড়ালেখার সুযোগ করে দেই। আমার অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে যে আয় হয় সেটা দিয়ে আমি এসব শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার খরচ যোগাই। যেসব নারী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে তাদেরকে আমরা হাসপাতালে নেয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

এখন বুঝি আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে। প্রান্তিক এলাকায় অনেকে গবেষণার জন্য আসেন, কিন্তু কাজ করার মতো কেউ নেই।

আখতারী বেগম, গার্মেন্টস শ্রমিক

আমরা তিন ভাই-বোন। আমাকে আমার বাবা-মাকে দেখতে হয়। ২০১৮ সালে আমি চাকরি করতে ঢাকায় আসি। আমার আর্থিক অবস্থা বেশি ভালো না। করোনার সময়ে আমাকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়। বেতনের টাকা দিয়ে, ঘর ভাড়া দিয়ে হাতে বেশি টাকা থাকত না। করোনাকিালে চাকরি চলে যাওয়ার পর বাবা-মা'র বাড়িতে চলে যাই। পরিস্থিতি একটু ভালো হলে আবার টঙ্গীতে আসি এবং চাকরি নেই। বর্তমানে আমি যা বেতন পাই তা দিয়ে কোনো মতে চলে। বেতনের চেয়ে বাজার দর বেশি। বেতন বাড়ালে বাবা-মাকে নিয়ে চলতে আমার একটু ভালো হতো। জীবনে অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি। শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর জন্য আপনারা আওয়াজ তুলুন।

প্লাবনী ইয়াসমিন, সহিংসতার শিকার নারী

প্লাবনী ইয়াসমিন

আমি গোপালগঞ্জের মেয়ে, বরিশালের বউ। আমি নিজের পছন্দে বিয়ে করেছিলাম, এই কারণে আমি আমার পরিবার থেকে কোনো সাপোর্ট পেতাম না। সেই সময় আমার স্বামী যেহেতু বেকার ছিল তাই আমার ভরণ-পোষণসহ সবকিছুই আমাকেই করতে হতো। আমি হোমমেড খাবারের ব্যবসা করতাম। বিভিন্ন খাবারের অর্ডার নিতাম এবং রান্না করে সেল করতাম। আমার এই কাজ দিয়েই সংসার চলত। আমি সারাদিন কাজ করতাম। মার্কেটে যেতাম। তারপরও ঘরবাড়ি অপরিষ্কার থাকলে আমার স্বামী আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করত। সে এমএ পাস ছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই কোনো কাজ করত না। বাসায় বসে থাকতেই পছন্দ করত।

আমি যে বেকিংয়ের কাজ করতাম তাতে অনেক জায়গা লাগত। এই নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে মানসিক নির্যাতন করত। এক পর্যায়ে সে পরকীয়াতে জড়িয়ে পড়ে। আমি তাকে বাধা দেই, বোঝাই। একদিন মধ্যরাতে সে আমাকে মারধর করে এবং বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপর আমি আমার বাবা-মায়ের কাছে চলে যাই। এরপর আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স দেয়।

তখন আমি একটা কাজ খুঁজতে থাকি। সেই বরিশালেই একটা প্রতিবন্ধী স্কুলে ট্রেইনারের কাজ পাই। ১৯ দিন কাজ করার পর দুদকের মামলায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমার থাকার জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি একেক দিন একেক বান্ধবীর বাসায় শুধু রাতে থাকতাম।

অনেক খোঁজা-খুঁজির পর আমি স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে আয়ার কাজ করি আর চাকরি খুঁজতে থাকি। কিন্তু কম্পিউটারের দক্ষতা ছাড়া চাকরি পাওয়া কঠিন। আমি তো কম্পিউটারের কিছুই জানি না। আমি মহিলা সংস্থার কারিগরি ও ভোকেশনাল সেন্টারে তিন মাসের কোর্স করি। আমার খাওয়াসহ সবকিছু পত্রিকা অফিসের মাত্র ৩ হাজার টাকা বেতন দিয়েই চলতে হতো।

এরপর আমি মার্কেটিংয়ের একটি কাজ পেলাম। যেহেতু আমি ব্যাচেলর মেয়ে তাই কেউ আমাকে বাসা ভাড়া দেবে না।

আমি গত দুই বছরে নিজেকে নিজে পরিচালনা করতে শিখে গেছি। আমি গত পাঁচ বছরে পাঁচজন নারীকে সেলাই মেশিন কিনে দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করেছি। আর চারজনকে আমি বেকিংয়ের কাজ শিখিয়ে আয়ের সহযোগিতা করেছি। পাশাপাশি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে সংগঠক হিসেবে কাজ করছি।

জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন

সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ পরিচালিত 'জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক একাদশ সার্টিফিকেট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান ২০ নভেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এবং চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং কোর্স পরিচালক সীমা মোসলেম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের জেন্ডার স্পেশালিস্ট নাসরীন নাহার, ডট কন্সাল্টিং-এর সিইও সৈয়দ ফয়সল আহমদ এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অনিন্দিতা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম তার বক্তব্যের শুরুতেই ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবি সুফিয়া কামালের প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ২০১১ সাল থেকে এই সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। সময়ের সাথে সাথে এই শিক্ষা কার্যক্রমের পদ্ধতিগত ও গুণগত পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী কোর্সকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াস ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি একাডেমিশিয়ানদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, নারী আন্দোলনের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে বৈষম্য প্রতিকারের জন্য তাত্ত্বিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। সম্পদ–সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার ও নারীর গৃহকর্ম (Care Service)-এর মূল্যায়ন এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি কবি সুফিয়া কামালের লেখা একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চাই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র এবং সমাজের গণতন্ত্রায়ণ।' এই জায়গাগুলো চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারলেই নারী আন্দোলন শক্তিশালী হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুহৃদ, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এবং প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন নারী সমাজের উত্তরণে বেগম রোকেয়া ও কবি সুফিয়া কামালের অবদান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মেসোপটেমিয়ার সময় থেকেই সভ্য সমাজে শ্রেণিবিভেদ, জাতিবিভেদ ও বর্ণবিভেদ রয়েছে। এই সকল বিভেদের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে নারী-পুরুষের বিভেদ। তিনি নারীর গৃহকর্মের সাথে উন্নয়ন ও জিডিপির সম্পর্ক তুলে ধরে বলেন, আজকে নারীরা কর্মে-শিক্ষায়-নেতৃত্বে অনেক অগ্রসর হয়েছে। তারপরও নানা ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্র নারীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। তিনি নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা এবং নারী-পুরুষ সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু দ্বিতীয়বারের মতো সার্টিফিকেট কোর্সটি অনলাইনে পরিচালনার বিষয়টিকে করোনাকালীন সময়ের ইতিবাচক দিক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনলাইনে পরিচালনার কারণে কোভিড-১৯ সময়েও এই কোর্সের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। অনলাইনে হওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন পেশাজীবীরা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। এই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, অ্যাক্টিভিস্ট ও একাডেমিশিয়ানদের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে কর্ম ও তত্ত্বের একটা যোগসূত্র ঘটানোর পাশাপাশি কোর্স শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে মানবাধিকার ধারণা ও জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ তৈরি করাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। এই কোর্সের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব বলেন তিনি আশা করেন।

সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং কোর্স পরিচালক সীমা মোসলেম বলেন, মহিলা পরিষদের প্রধান কাজ হচ্ছে নারীসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলনমুখী কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জেন্ডার সংবেদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার কাজও করে থাকে। সেই লক্ষ্যে সংগঠন বিভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য নানা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। তারই ধারাবাহিক কাজের একটি অংশ এই সার্টিফিকেট কোর্স। এই কোর্সটির উদ্দেশ্য জেন্ডার-সংবেদনশীল মানবসম্পদ ও জেন্ডার সমতাপূর্ণ সমাজ গড়তে সহায়তা করা। এজন্য নারীবাদের তত্ত্ব ও মাঠপর্যায়ে লব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে একাডেমিশিয়ানদের সাথে সাংগঠনিক কাজের যোগসূত্র তৈরি করা। কেননা স্বাধীনতার ৫১ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে এদেশে নারীর

ড. অনুপম সেন

ড. নাসিম আক্তার হোসাইন

ডা. ফওজিয়া মোসলেম

সীমা মোসলেম

রীনা আহমেদ

সৈয়দ ফয়সল আহমদ

শ্রেণিগত, জাতিগত, ধর্মীয় পরিচয় অর্থাৎ যা যা প্রান্তিকতা তৈরি করে বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে সেই প্রান্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি অর্জন করাই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। এই কোর্স থেকে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের ধারণাগত চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে একই সঙ্গে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের জেন্ডার স্পেশালিস্ট নাসরীন নাহার, ডট কন্সাল্টিং-এর সিইও সৈয়দ ফয়সল আহমদ এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অনিন্দিতা বড়ুয়া কোর্স সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রথমেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান কোর্সটি অনলাইনে করার জন্য। অনলাইনে করার কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। তাঁরা আরও ধন্যবাদ জানান অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা কোর্সটি পরিচালনার জন্য, যেখানে একটি সমন্বিত পাঠ্যক্রম রয়েছে। যে পাঠ্যক্রমে নারীআন্দোলন, জেন্ডার ও অর্থনীতি, জেন্ডার ও রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জানার একটি পূর্ণাঙ্গ সুযোগ রয়েছে। যা ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। এছাড়াও দলীয় কাজের মাধ্যমে সহপাঠীদের সাথে তাঁদের চিন্তার আদান-প্রদান ঘটেছে। সর্বোপরি, কোর্সটির মাধ্যমে তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েছেন, তাদের ধারণাগত বিস্তৃতি ঘটেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।

অংশগ্রহণ ও অবদান সর্বত্র কিন্তু কোথাও অংশীদারিত্ব নেই। এর জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অবকাঠামোয় নারীর প্রতি অধস্তন ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী। তাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এই কোর্স সেই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে একটি মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা কোর্সটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন, অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই চ্যালেঞ্জিং। তারপরও অনলাইন ক্লাসগুলো অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক ছিল, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ খুব বেশি ছিল। জেন্ডার সংবেদনশীল রাষ্ট্র তৈরি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই কোর্সটি সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন এই সার্টিফিকেট কোর্সটিকে অনেক গভীর, নিবিড় এবং চেতনাকে নাড়া দেয়ার মতো একটি কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ করেন এবং কোর্সটি ক্ষমতায়নের সংজ্ঞার অনেক গভীরে, সমালোচনামূলক চেতনা তৈরির একটি উদ্যোগ বলে তিনি মনে করেন। কোর্সটি হলো ডাইন্যামিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অন্বেষণ, চর্চা ও অধিকার আদায়ের একটি কৌশল, একটি হাতিয়ার। এই কোর্সের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে চ্যালেঞ্জ করার, প্রতিরোধ করার শক্তি তৈরি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার বলেন, বিদ্যমান ব্যবস্থা যেমন পিতৃতান্ত্রিকতা,

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার সম্পাদক রীনা আহমেদ প্রধান অতিথি, কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দসহ কোর্সের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিচালনার সাথে যুক্ত এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

কোর্সটি ১২ আগস্ট শুরু হয়ে ৬ নভেম্বর শেষ হয়। কোর্স ফ্যাকাল্টি হিসেবে ছিলেন ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, টিআইবি, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ, আইন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রীবৃন্দ। এ কোর্সে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে কোর্সের শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা মহানগর কমিটির নেত্রীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ যুক্ত ছিলেন।

জেলা শাখায় 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সুনামগঞ্জ: তৃণমুল সংগঠকদের নিয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য

টঙ্গী: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংগঠকদের একাংশ

টঙ্গী

টঙ্গী জেলা শাখা তৃণমূল সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল- সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা; নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগ ও সিডও সনদ; পারিবারিক আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন- জেলা শাখার সভাপতি আনোয়ারা বেগম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শামীমা, সংগঠন সম্পাদক নুরজাহান এবং লিগ্যাল এইড সম্পাদক ফেরদৌসী জাহান। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন সহসভাপতি রেজিয়া সুলতানা পলি। এ প্রশিক্ষণে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদপুর

গোয়ালচামট পাড়া শাখার সংগঠকদের নিয়ে ২৩ ডিসেম্বর 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল- নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিডও সনদ বাস্তবায়ন। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি খাদিজা বেগম মনি। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা খানম এবং সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জেসমিন কবীর। প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মোট ২৯ জন।

সুনামগঞ্জ

জেলা শাখার সংগঠকদের নিয়ে ১ অক্টোবর বিকেল ৩টায় সংগঠন কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্য। প্রশিক্ষণ দেন সহসভাপতি নিগার সুলতানা কেয়া, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাফী সম্পা এবং ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর।

প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল– সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠকগণ আরও দক্ষ ও সচেতন হবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করনে। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সংগঠক অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি, কাইতকোণা শাখায় ২০ নভেম্বর আদিবাসী তরুণীদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন কাইতকোণা গ্রাম শাখার সভাপতি সংগীতা হাজং। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর। এই প্রশিক্ষণে ২০ জন আদিবাসী তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বরগুনা

২২ অক্টোবর জেলা কার্যালয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সেলিনা আকতার। প্রশিক্ষক ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফেরদৌসী বেগম মহুয়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক দুলালী ইয়াসমিন এবং কার্যকর কমিটির সদস্য নাদিয়া সুলতানা। শেষ পর্বে প্রশিক্ষণার্থীগণ ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে দলীয় কাজ সম্পন্ন করেন ও উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণে ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

বরগুনা: সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জেলা শাখার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দুলালী ইয়াসমিন

ঢাকা মহানগর

বুয়েট পাড়া শাখার সংগঠকদের নিয়ে ৭ অক্টোবর অনলাইনে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন ঢাকা মহানগর শাখার প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক ও বুয়েট পাড়া কমিটির সভাপতি রেবা নার্গিস। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল- কোভিড-১৯ এর অভিঘাত: নারী নির্যাতনের স্বরূপ- প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন- সাধারণ সম্পাদক রেহানা ইউনুস।

পিরোজপুর

পিরোজপুর জেলা শাখা সংগঠকদের নিয়ে ৭ অক্টোবর 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মনিকা মণ্ডল এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক কল্পনা মজুমদার। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল- বাংলার নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সিডও সনদ, জেন্ডার ধারণা ও নারীর ক্ষমতায়ন, সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সহসভাপতি সাবেরা সুলতানা, সহসাধারণ সম্পাদক লাইজু বেগম, সংগঠন সম্পাদক খালেদা আখতার হেনা এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকুল খানম। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ: ফুলপুর উপজেলা শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জেলা শাখার সদস্য এলিনা জামান খানম

ময়মনসিংহ

ফুলপুর উপজেলা শাখার ২৭ জন সংগঠককে নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে ১২ নভেম্বর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন ফুলপুর উপজেলা শাখার সভাপতি সুফিয়া বেগম। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল- নারীর অধিকার: বিদ্যমান আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধান, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি, সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে সংগঠকের ভূমিকা, দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি মনিরা বেগম অনু এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য এলিনা জামান খান।

কুড়িগ্রাম

ভেলাকোপা পাড়া শাখার সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল–সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র। প্রশিক্ষণ দেন জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী ও সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী। মডারেটর ছিলেন সহসভাপতি মাধুবালা দেব।

কুড়িগ্রাম: ভেলাকোপা পাড়া শাখায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণে উপস্থিতির একাংশ

মুন্সীগঞ্জ: তরুণী সংগঠকদের নিয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার

প্রশিক্ষণে ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি, ১৬ নভেম্বর রাজারহাট উপজেলা শাখার সংগঠকদের নিয়ে আরেকটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি মুক্তি চক্রবর্তী। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল– নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা। প্রশিক্ষক ছিলেন সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী ও সহসাধারণ সম্পাদক সুব্রতা রায়।

বরিশাল

জেলা শাখার সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ ৭ অক্টোবর সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল– ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম ও বাস্তব কাজের ধারা এবং সংগঠনের বাস্তব কাজের ধারা-পদ্ধতি। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, ভারপ্রাপ্ত সংগঠন সম্পাদক টুনু রানী কর্মকার এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক মনিকা মণ্ডল। মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন। প্রশিক্ষণে ২৫ জন সংগঠক অংশগ্রহণ করেন।

দিনাজপুর

দিনাজপুর জেলা শাখা তৃণমূল সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে ৯ নভেম্বর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি কানিজ রহমান। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল- জেন্ডার ধারণা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শান্তি ও সংঘর্ষ: নারীর জীবনে অভিঘাত এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সহসাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা সানু, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা পলি ও অর্থ সম্পাদক রত্না মিত্র। প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মোট ২০ জন।

মুন্সীগঞ্জ

জেলা শাখা তরুণী সংগঠকদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মোট ২৩ জন। প্রশিক্ষণে মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. নাছিমা আক্তার। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ছিল– সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং করোনাকালীন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কার্যক্রম। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাজেদা আক্তার টগর এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী।

পাশাপাশি, ১৫ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন পাড়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মডারেটর ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি সেলিনা খানম। নারী আন্দোলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভূমিকা বিষয়ে সহসভাপতি - হামিদা খাতুন; সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক সালমা আক্তার; নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জি। মডারেটর ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসরিন জাহান সাকী। শেষ পর্বে প্রশিক্ষণার্থীগণ ২টি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনা করেন এবং ফলাফল উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণে ২১ জন অংশগ্রহণ করেন।

কুমারখালী

কুমারখালী সাংগঠনিক জেলা শাখা কার্যালয়ে ২ অক্টোবর সংগঠকদের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দান করেন সহসভাপতি হোসনেয়ারা রুবী, সহসভাপতি চম্পা নজরুল, সাধারণ সম্পাপদক রওশন আরা, সহসাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা পারভীন, লিগ্যালএইড সম্পাদক সাজেদা খাতুন, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মেরিনা আক্তারি মিনা এবং অর্থ সম্পাদক হোসনে আরা। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র; সুশাসন ও জেন্ডার; বাংলার নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ; জেন্ডার ধারণা ও নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বাস্তব কাজের ধারা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও অভিন্ন পারিবারিক আইন। প্রশিক্ষণে মড়ারেটর ছিলেন সভাপতি মমতাজ বেগম। প্রশিক্ষণে ২১ জন অংশগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি, পান্টি পাড়া শাখায় তৃণমূল সংগঠকদের জন্য একই বিষয়ে ৬ অক্টোবর দিনব্যাপী আরেকটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম, সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা, সহসম্পাদক ইশরাত জাহান, প্রচার-প্রকাশনা ও গণমাধ্যম সম্পাদক মেরিনা আক্তার মিনা, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা পারভীন ও আন্দোলন সম্পাদক নূরজাহান বেগম। মাডারেটর ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক মনিরা হোসেন মেরী। প্রশিক্ষণে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালী

কাউখালী সাংগঠনিক শাখা কার্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় তৃণমূল গ্রাম ও ইউনিয়ন শাখার ৫০ জন সংগঠক, কর্মী ও তরুণী সদস্যকে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষনের বিষয় ছিল–বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে সংগঠকদের ভূমিকা ও দক্ষ সংগঠকের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মূলনীতি ও কার্যক্রম এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। প্রশিক্ষক ছিলেন কাউখালী শাখার সভাপতি সুনন্দা সমাদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শাহীদা হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ছায়া সমদ্দার, লিগ্যালএইড সম্পাদক ফরিদা ইয়াছমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক প্রভাতী মৃধা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য ঝুমুর ঘোষ।

দলীয় কাজ পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত আন্দোলন সম্পাদক মাহফুজা খাতুন এবং দলীয় কাজ উপস্থাপন করেন তরুণী সদস্য সিমা আক্তার ও লাবনী আক্তার।

কিশোরগঞ্জ: প্রশিক্ষণে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জেলা কমিটির সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক

মাগুরা

সংগঠকদের নিয়ে সংগঠন কার্যালয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ২৯ নভেম্বর বিকেল ৩টায়। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সহসভাপতি কাজী লাবনী জামান, লিগ্যালএইড সম্পাদক খালেদা হাশিম। মডারেটর ছিলেন মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লিপিকা দত্ত। আলোচনা শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজ করেন। প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন সংগঠককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কিশোরগঞ্জ

ডি.এল লাহিড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ নভেম্বর বিকেল ৩টায় তরুণীদের নিয়ে 'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিক। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক আতিয়া হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহানারা ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীল। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন আন্দোলন সম্পাদক মাছুমা আক্তার। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৫ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংগঠকদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ তৃণমূল শাখার কর্মী-সংগঠকদের নিয়ে ১ অক্টোবর ও ৩ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে এবং ২৭ ডিসেম্বর দ্বারিয়াপুর পাড়া শাখায় জেলা শাখার সভানেত্রী শোভা রানী পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ তিনটিতে প্রশিক্ষণ দান করেন সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী, আন্দোলন সম্পাদক শ্যামলী মিয়াজী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামীমা সিকদার দীনা। তিনটি প্রশিক্ষণে ৬০ জন কর্মী-সংগঠককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অনলাইন পাঠচক্র

পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নারী ও পুরুষের সমতার অন্তরায়: তারুণ্যের ভাবনা ও করণীয়

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নারী ও পুরুষের সমতার অন্তরায় : তারুণ্যের ভাবনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন পাঠচক্রে উপস্থিতির একাংশ

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক একটি সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের ভাবনাকে মহিলা পরিষদ অনেক গুরুত্ব দেয়। সেই লক্ষ্যে ৫ ও ৬ অক্টোবর, ১৪ ও ২৩ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর যথাক্রমে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে 'পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নারী ও পুরুষের সমতার অন্তরায় : তারুণ্যের ভাবনা' বিষয়ে অনলাইন পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। এই পঞ্চাশ বছরের নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নারী সমানভাবে তার অংশীদারিত্ব পাচ্ছে না। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ থাকে না। নারী যত অগ্রসর হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ও কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অধস্তন হিসেবে দেখছে। নারীকে মানুষ হিসেবে না দেখে নারী হিসেবে দেখছে। তার প্রমাণ– নতুন নতুন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে নারী। এক দিকে নারীর সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অন্যদিকে তার ওপর সহিংস আচরণ এই দুয়ে মিলে একটি সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়েছে। এ সংঘর্ষ নারী-পুরুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নয়, এটি একটি জেন্ডার ইস্যু, মানবাধিকারের প্রশ্ন। একটি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা। অর্থাৎ এই সমাজ নারীকে যেভাবে দেখতে চায়, নারীকে যেভাবে নির্মাণ করে তার মধ্যেই সহিংসতার বীজ রোপিত।

সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখি নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য সমাজের আচার-আচরণ, বিধিনিষেধ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই সৃষ্ট। একটি শিশু সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একজন নারী ও একজন পুরুষ হয়ে ওঠে। এই নির্মাণ কিন্তু সমাজ থেকেই করা হয়। বলা হয় তুমি নারী, তোমার এই এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে আর তুমি পুরুষ, তোমার এই এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

নারীকে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গিই নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে অন্তরায়। এই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের দোষ নয়, এটা নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আছে। আমরা নারীকে বলি তুমি মা, তুমি বোন, তুমি বধূ। তোমাকে আমরা সম্মান করি, পূজা করি কিন্তু আমরা নারীকে মানুষ হিসেবে যে মর্যাদা দেয়ার কথা তা দিই না। এখানে আমাদের দ্বিধা থাকে, প্রশ্ন থাকে। এটা আসে আমাদের দীর্ঘদিনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এসব পাঠচক্র থেকে পাওয়া তরুণদের মতামত সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো–

- যতই আইন হোক না কেন, আন্তর্জাতিক কনভেনশনে দেশগুলো স্বাক্ষর করুক না কেন সারা বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা রয়েছে। আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নাইজেরিয়ায় যদি কোন নারী বিদেশি কোনো

পুরুষকে বিয়ে করে তা-হলে তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয় না। কিন্তু যদি কোনো পুরুষ কোনো বিদেশি নারীকে বিয়ে করে তাহলে তাকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়।

- আমাদের সমাজে অনেক পরিবার ছেলে সন্তানটিকে শিক্ষার জন্য দূরে পাঠাচ্ছে কিন্তু মেয়ে সন্তানটিকে তারা পাঠাতে পারছে না নিরাপত্তার কারণে।
- আমি আমার মা বাবার একমাত্র মেয়ে সন্তান। আমার জার্নালিজমে পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী আইন বিভাগে ভর্তি হই। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমি কানাডায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এক বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করি। এই সময় আমার বাবা আমাকে বুঝাতে শুরু করে আমার বিদেশে কেন না যাওয়া উচিত। নিরাপত্তাসহ কি কি সমস্যা হতে পারে। আমাকে বিদেশে যেতে দেয়া হলো না।
- বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে, কিন্তু সমতায়নে এগোয়নি। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্পিকার নারী। এটা ক্ষমতায়ন কিন্তু সমতায়ন নয়। সবাই ভাবে মেয়ের বিয়ে হবে, সংসার করবে এটাই তো মেয়েদের কাজ। ছেলেরা পড়াশোনা করবে, আয় করবে, বড় বড় পজিশনে যাবে। এই চিন্তার ক্ষেত্রে সমতা আনতে হবে।
- নারীকে সম্মান দেয়া আর মর্যাদা দেয়া এক কথা নয়। আমরা ঘরে মাকে-বোনকে সম্মান দিই, মর্যাদা দিই না। আমরা এখনও নারীদের মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা অর্জন করতে পারিনি। এ ধারণা পরিবর্তনে শিক্ষা একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। নারীদের শিক্ষার জন্য গ্রাম পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। এ দিয়ে শেখানো হয় সংসারের সুখের জন্য পুরুষের যেন কিছু করার নাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন স্বনির্ভর নারীকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার পরিবারের পুরুষ সদস্য বা অন্যদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। পুরুষদের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে তার কারো কথা মানতে হয় না। সংসারের প্রয়োজনে একজন নারীকেই চাকরি ছাড়তে হয়। কোনো পুরুষকে চাকরি ছাড়তে হয় না। শিশু বয়স থেকেই সমান ভাবনা নিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা উচিত।
- একজন বাবা ছেলে এবং মেয়েকে সমানভাবে লালন-পালন করেন। কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সময় কেন যৌতুক দিতে হবে? একজন নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক সমান শ্রম দিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু নারী শ্রমিকের মজুরি কেন কম হবে? এটা তো নারী-পুরুষের সমান অধিকারের মধ্যে পড়ে না। এসব বিষয়ের অবসানে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কোনো নারী যদি সফল হয় তাকে অনেক প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সে যদি একদিন রাত আটটার পরে ঘরে ফেরে কিংবা কোনো ভুল করে তাহলে এক রাতের মধ্যে তার চারিত্রিক সার্টিফিকেট তৈরি করে দেয়া হয়। এমনকি বাবা-মাও তার পক্ষে কথা বলে না। ছেলেদের কিন্তু কেউ বলে না এত রাত করে কেন ফিরেছ? কী কাজ তোমার? সব নিয়মকানুন শুধু মেয়েদের জন্য।
- নারীকে নির্যাতন করতে পারা যেন পৌরষত্বের প্রকাশ।
- আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন। চার লক্ষাধিক নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যে সব নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তারা তো প্রতিদিন শহীদ হচ্ছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কারণ তাদেরকে সমাজ গ্রহণ করেনি। তাদেরকে সম্মান দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাদের আত্মার মৃত্যু হচ্ছে। আমরা তাদের অসম্মান থেকে বাঁচাতে পারিনি।
- গার্মেন্টস শিল্পে ৭০% নারী কাজ করছে কিন্তু তাদের কত শতাংশ আছেন এক্সিকিউটিভ বা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। বড় বড় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে খোঁজ নিলে এ সব পদে নারী খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ৭০% নারীর প্রায় সবাই শ্রমিক। এই নারীদের আনা হয় স্বল্প বেতনে কাজ করানো যায় বলে। আমরা তাদের মর্যাদা দিতে পেরেছি কি?
- সন্তান লালনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষ বলে ও আমার সন্তানের মা। কিন্তু কাউকে কখনও বলতে শোনা যায় না আমি ওর সন্তানের বাবা।
- বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়ে গেলে একটি স্লোগান দেখতে দেখা যায়–'বদলে যাও, বদলে দাও।' আসলে স্লোগানটি হওয়া উচিত– 'বদলে যাই এবং বদলে দিই।' আমি নিজে যদি না বদলাই তাহলে অন্যকে বদলানো সম্ভব নয়।
- ঘরে নারীরা যে কাজ করছেন তার মর্যাদা দেয়া হয় না বললেই চলে। এক গবেষণার (উন্নয়ন গবেষণা) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের নারীদের প্রতি বছরে মজুরিবিহীন গৃহ কাজের আর্থিক মূল্য ১,১১,৫৯,১৪৮ কোটি টাকা। এই গৃহকাজগুলো গৃহিণীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছেন। যদি পরিবার থেকেই এই কাজের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হতো তাহলেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে অনেকখানি।

এসব সভায় সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে, পরিবারকে বদলাতে হবে। আর এ ভাবেই বাংলাদেশ একটি জেন্ডার সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র হবে। প্রায় সবাই বলেছেন, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর মধ্যেই বেশি বিদ্যমান। আমরা শুরুতেই এই কথাটি বলেছিলাম। কেননা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বললেই সবাই বোঝেন, এই মনোভাব বুঝি পুরুষের মনোভাব। নারী তো সমাজের বাইরের কেউ নয়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই পুরুষতান্ত্রিকতা যেমন দীর্ঘ দিনে গড়ে উঠেছে তেমনি তা ভাঙ্গার জন্যও আন্দোলন দীর্ঘ দিনের। সেই রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া থেকে অনেকেই সামগ্রিকভাবে এই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন। নারীর মধ্যে সচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে পাশাপাশি পলিসি লেভেলেও পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা এবং গণমাধ্যম বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আজকের তরুণ সমাজই আগামীতে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গড়বে গড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জেলা শাখায় পাঠচক্র

বরিশাল: পাঠচক্রে নির্ধারিত লেখা থেকে পাঠ করছেন তরুণী সদস্য ইসরাত জাহান সানজিদা

কুড়িগ্রাম: পাঠচক্রে নির্ধারিত লেখা থেকে পাঠ করছেন পাড়া কমিটির তরুণী সদস্য টুম্পা খাতুন

নাটোর

একডালা মডেল হাইস্কুলের ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই তরুণ প্রজন্মের অংশীদারিত্ব' শিরোনামে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয় ৩০ নভেম্বর। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সীমা ইসলাম, লিগ্যালএইড সম্পাদক বিজলী রেজা, সংগঠন সম্পাদক মাকসুদা পারভীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, পরিবেশ সম্পাদক তসলিমা খান বেবী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ পাঠচক্রে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘণ্টাব্যাপী এই পাঠচক্রে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

নেত্রকোণা

১৯ অক্টোবর জেলা শাখা কার্যালয়ে সংগঠনের তরুণী সদস্যদের নিয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সহসভাপতি সাফিয়া লায়েছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ পাঠচক্রের বিষয় ছিল- 'সমাজসংস্কারক মহীয়সী নারীদের সংগ্রামী ও কর্মময় জীবন।' প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফাহমিনা সুলতানা তোতার সঞ্চালনায় মূল আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি। পাঠচক্রে বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কবি সুফিয়া কামালের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে তরুণ সদস্যরা আলোচনা করেন। পাঠচক্রে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০।

পাবনা

'জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী' বিষয়ে ১২ অক্টোবর জেলা শাখার কার্যকরী সদস্য মিমি খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ১২ নভেম্বর জেলা শাখার কার্যকরী সদস্য জান্নাতুল মাওয়ার সভাপতিত্বে জেলা কার্যালয়ে পৃথক দুটি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য মাছুরা খাতুন ও কামিনী খাতুন শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী পাঠ করেন। দুটি পাঠচক্রে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের তরুণীসহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

মনোরমা বসু মাসিমা এবং মাদাম কুরীর জীবনী সম্পর্কে ১১ অক্টোবর বিকেলে জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের সাথে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ সম্পাদক মলিনা মণ্ডলের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুমাইয়া আক্তার রিয়া, সারতী রবি দাস, ইসরাত জাহান ছড়া, মারুফা আক্তার, হাজারী আক্তার, জ্যোতির্ময়ী মিস্ত্রি, ইসরাত জাহান, তারা মনি, তিথি রায়, সুমাইয়া আক্তার রিনি ও সুমাইয়া আক্তার আলোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, অগ্নিযুগের বিপ্লবী, নারীমুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনোরমা বসু মাসিমার প্রয়াণ দিবস ১৬ অক্টোবর। বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের মতোই বাংলাদেশের নারীআন্দোলন ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলন, মানবাধিকারের আন্দোলন,

সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাথা। পাঠচক্রে ১১ জন ছাত্রীসহ ২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কাউখালী

নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়ার জীবনী সম্পর্কে ১৯ অক্টোবর বিকেল ৩টায় কাউখালী শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তরুণীকর্মী শম্পা রায়, জিতু আক্তার, তূর্ণী সমাদ্দার, মহানিশা মণ্ডল, শামীমা আক্তার, রুকাইয়া আক্তার এবং কাউখালী মহিলা কলেজের প্রভাষক কুমকুম ভট্টাচার্য্য। পাঠচক্রে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি, 'নারীআন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কাউখালী শাখার সভাপতি সুনন্দা সমদ্দারের সভাপতিত্বে পাঠচক্রে তরুণী সংগঠকগণ আলোচনা করেন।

কুড়িগ্রাম

জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভিন্ন পাড়া শাখার তরুণী সদস্যদের নিয়ে ১৪ নভেম্বর বিকেলে মাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ থেকে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন তরুণী সদস্য টুম্পা খাতুন, প্রিয়া খাতুন, নিলুফা বেগম ও জেলা শাখার সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী।

কিশোরগঞ্জ

'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও কবি সুফিয়া কামাল' বিষয়ে ১৮ নভেম্বর বিকেল ৪টায় সংগঠন কার্যালয়ে জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. মায়া ভৌমিকের সভাপতিত্বে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও বিভিন্ন তৃণমূল শাখার সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সম্পাদক অ্যাড. প্রতিভা শীলের সঞ্চালনায় পাঠচক্রে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'মহান বিজয় দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিষয়ে ১৬ ডিসেম্বর জেলা শাখা কার্যালয়ে বিভা রায়ের সভাপতিত্বে জেলা শাখা কার্যালয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা করেন বৈশাখী রায় ও বৃষ্টি সাহা। পাঠচক্রে জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাথী চৌধুরী ও কার্যকরী কমিটির সদস্য শিউলি দাস ছাড়াও ৬ জন তরুণী উপস্থিত ছিলেন।

কাউখালি: তরুণী সংগঠকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত পাঠচক্রের একাংশ

সুনামগঞ্জ: সংবাদপত্র পাঠের আসরে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সাবেক সভাপতি শীলা রায়

বাগেরহাট

জেলা কার্যালয়ে 'ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড' বিষয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সহসভাপতি মেরিনা জামানের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহম্মেদ পারুল ও ভারপ্রাপ্ত সহসাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীন। তরুণী সদস্যদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন রেক্সোনা রীমা এবং মাহনুর মীম। পাঠচক্রে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ

প্রশিক্ষণ উপপরিষদের ধারাবাহিক কর্মসূচি হিসাবে প্রতি বুধবার জেলা শাখা কার্যালয়ে তৃণমূল তরুণী ও নারীদের নিয়ে পত্রিকা পাঠের আসর বসে। আসরে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সপ্তাহের বিশেষ বিশেণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠ করে শোনানো হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে এ রকম ৮টি আসর হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়তায়ন, নারীর স্বাস্থ্য, নারীর সমঅধিকার, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার পাঠচক্রের তরুণী সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পত্রিকা পাঠের এই আসর ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জেলা শাখায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

মধুখালী: জয়িতা পুরস্কার হাতে অন্যান্যদের সাথে মহিলা পরিষদের আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, সদস্য রেশমা আক্তার এবং অলোকা বিশ্বাস

মধুখালী

জয়িতা সম্মাননা: উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশিকুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিতে ৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সফল নারীদের জয়িতা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মধুখালী শাখার তিন জন স্বেচ্ছাসেবী ও সংগঠক জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন। সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যেসব নারী ক্যাটাগরিতে আন্দোলন সম্পাদক মিলি ইসলাম, অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে কার্যকরী কমিটির সদস্য রেশমা আক্তার এবং শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে কার্যকরী কমিটির সদস্য অলোকা বিশ্বাস জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন।

বাগেরহাট

শেখ রাসেল দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ: ১৮ অক্টোবর প্রথম বারের মতো দেশব্যাপী শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

দাসত্ব বিলোপ দিবস পালন: 'দাসত্ব বর্ণবাদের উত্তরাধিকার বিলোপ : বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের জন্য বাধ্যতামূলক' এই স্লোগান নিয়ে ২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দাসত্ব বিলোপ দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বাগেরহাট মহিলা পরিষদ বধ্যভূমি চত্বরে সন্ধ্যা ৬টায় মোমবাতি প্রজ্বলন করে। বিভিন্ন ওয়ার্ড-এর নারী কাউন্সিলরগণ, মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ ও তরুণী সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল

মনোরমা বসু মাসিমা'র জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন: অগ্নিযুগের বিপ্লবী, নারীমুক্তি সংগ্রামের অগ্রসেনানী, কমিউনিস্ট নেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভানেত্রী মনোরমা বসু মাসিমা'র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর বিকেল ৫টায় বরিশাল মহাশ্মশানে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় এবং মাসিমা'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অপর্ণ করেন জেলা শাখার ও বিভিন্ন পাড়া কমিটির নেত্রী ও সদস্যবৃন্দ ।

পাশাপাশি, মনোরমা বসু মাসিমা'র ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর বিকেলে ৪টায় মনোরমা বসু মাসিমা স্মৃতি ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মাসিমা'র বাড়ি মাতৃমন্দির স্কুলে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোরমা বসু মাসিমা স্মৃতি ট্রাস্টের সভাপতি মানবেন্দ্র বটব্যাল। মাসিমা'র কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, অ্যাড. বিশ্বনাথ দাস মুন্সী, ম্যাপ'র নির্বাহী পরিচালক শুভংকর চক্রবর্তী, উদীচীর সভাপতি সাইফুর রহমান মিরণ, প্রশান্ত সাহা, ছাত্র ইউনিয়ন বরিশাল জেলার সভাপতি রাহুল দাস, শিশু সংগঠক জীবন কৃষ্ণ দে, নিগার সুলতানা হনুফা প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

নেত্রকোণা

নেত্রকোণা ট্রাজেডি দিবস পালন: ৮ ডিসেম্বর উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ও সমমনা অন্যান্য সংগঠনের সাথে নেত্রকোণা ট্রাজেডি দিবস পালন করে মহিলা পরিষদ। দিবস পালন উপলক্ষে হায়দার শৈলী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পন, পাঁচ মিনিট নিরবতা পালন, কালো ব্যাজ পরিধান এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানববন্ধন করা হয়। অন্যান্য সংগঠনের নেত্রীবৃন্দের সাথে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দসহ শাতাধিক মানুষ এসব কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নেত্রকোণা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী কার্যালয়ের সামনে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। এ হামলায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাজা হায়দার হোসেন, সাংগঠনিক

সম্পাদক সুদীপ্তা পাল শেলী, মোটর মেকানিক্স যাদব দাসসহ ৮ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৫০ জন আহত হন।

নেত্রকোণা হানাদার-মুক্ত দিবস পালন: ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ের মাধ্যমে নেত্রকোণাকে হানাদার মুক্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ১০টায় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার ১৬ জন নেত্রী ও কর্মী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং আলোচনা সভায় জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাহেজা বেগম এ্যানি বক্তব্য রাখেন।

কুমারখালী

শেখ রাসেল দিবস পালন: শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর কুমারখালী উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেখ রাসেল স্বরণে নির্মিত অস্থায়ী বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ।

জয়িতা সম্মাননা প্রদানে অংশগ্রহণ: অসামান্য অবদান রাখার জন্য পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পাঁচ জন নারীকে ৯ ডিসেম্বর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জয়িতা সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে নসভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মণ্ডল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজনীন ফেরদৌস, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তামান্না তাসনীম, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুজ্জামান তালুকদার ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুমারখালীর শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম।

দিনাজপুর

শোক জ্ঞাপন: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) দিনাজপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, কৃষক সমিতির সভাপতি, সংগীত ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মহিলা পরিষদের সুহৃদ বদিউজ্জামান বাদল ৬ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখা শোক প্রকাশ করে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়। পরের দিন ৭ অক্টোবর সংগীত ডিগ্রী কলেজে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

একইভাবে, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সহসভাপতি নুরুননাহার ইরার বড় কন্যা সায়লা সামাদের মৃত্যুতে ২৩ ডিসেম্বর জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

দিনাজপুর: কৃষক সমিতির সভাপতি, মহিলা পরিষদের সুহৃদ অধ্যাপক বদিউজ্জামান বাদলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন জেলা শাখার নেত্রীবৃন্দ

কুমারখালী: জয়িতা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আলোচনা করছেন জেলা শাখার সভাপতি মমতাজ বেগম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ

কুড়িগ্রাম

জয়িতা সম্মাননা ও রোকেয়া পদক লাভ: জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে ৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে জয়িতা সংবর্ধনা প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রওশন আরা চৌধুরী এবং সফল নারী

বরগুনা: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেয়েদের সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত তরুণীরা

উদ্যোক্তা হিসেবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক জুলিয়া জুলকার নাইন রত্না জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন। এছাড়াও, শিক্ষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ নানামুখী অবদানের জন্য জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য নাজমুন নাহান সুইটিকে বেগম রোকেয়া ফোরাম রংপুর ও আরডিআরএস বাংলাদেশ থেকে রোকেয়া পদক দেওয়া হয়।

বরগুনা

হানাদার মুক্ত দিবস পালন: ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ বরগুনা হানাদার মুক্ত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে মহিলা পরিষদ জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে সকাল ০৯টায় একটি র‍্যালি বের হয়ে কেন্দ্রীয় গণকবরে গিয়ে শেষ হয়। এবং গণকবরের শহীদবেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপস্থিত সকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার শপথ করেন। র‍্যালিতে জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার নেত্রী, সংগঠক ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সাইকেল র‍্যালি ও প্রতিযোগিতা: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মহিলা পরিষদ বরগুনা জেলা শাখার আয়োজনে ১৫ ডিসেম্বর নারীদের সাইকেল র‍্যালি ও সাইকেল চালানো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিকেল সাড়ে ৩টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউস মাঠে গিয়ে শেষ হয়। এরপর সার্কিট হাউস মাঠে নারীদের চাইকেল চালানো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতা ও র‍্যালির উদ্বোধন করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শুভ্রা দাস। প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের ক্রেস্ট ও সকল অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য চিত্তরঞ্জন শীল, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন কামাল, মহিলা পরিষদের সদস্য ডা. আজমেরী বেগম, আন্দোলন সম্পাদক হোসনেয়ারা চম্পা প্রমুখ। এতে ২০ জনের অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদপুর

চৌধুরী আরজু করিমের মৃত্যুবার্ষিকী পালন: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার প্রাক্তন সভাপতি চৌধুরী আরজু করিমের ৪র্থ মৃত্যবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২১ নভেম্বর বিকেল ৪টায় চর কমলাপুর পাড়া শাখায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে দাঁড়িয়ে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর শিপ্রা রায়ের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউবী শিকদারের সঞ্চালনায় বক্তারা সমাজসেবক, কবি, লেখক ও সংগঠক চৌধুরী আরজু করিমের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন। সভায় জেলা ও তৃণমূল শাখার নেত্রীবৃন্দসহ ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জ

জয়িতা সম্মাননা লাভ: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ জেলা শাখার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক রাজকুমারী মুখার্জী নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ক্যাটাগরিতে এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য অ্যাড. সুলতানা আক্তার সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ক্যাটাগরিতে জয়িতা সম্মাননা লাভ করেন।

মাগুরা

মাগুরা মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন: ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর মাগুরা হানাদার মুক্ত হয়। হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সকাল ১০টায় শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তকব অর্পণ ও সন্ধ্যা ৬টায় এক অবস্থানে থেকে প্রদীপ প্রজ্বলন কর্মসূচিতে মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সুনামগঞ্জ

কমরেড বরুণ রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সুহৃদ জননেতা কমরেড বরুণ রায়ের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় জেলা শাখার কার্যালয়ে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি গৌরী ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সাবেক সভাপতি শীলা রায়, সাধারণ সম্পাদক শরীফা আশ্রাপী সম্পা, ভারপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পাদক সবিতা বীর প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ কমরেড বরুণ রায়ের আবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সভা সঞ্চালনা করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য সন্ধ্যা তালুকদার। সভায় জেলা ও বিভিন্ন পাড়া শাখার ২৭ জন সংগঠক-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দেশব্যাপী বাংলাদেশ মহিলা পষিদের শাখাসমুহে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মহিলা পরিষদ নানা কর্মসূচি পালন করে। যেসকল শাখা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের প্রতিবেদন ও ছবি পাঠিয়েছে সেসব জেলাগুলো হলো–

পাবনা, নাটোর, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, বরিশাল, নেত্রকোণা, কুমারখালী, গাইবান্ধা, কাউখালী, নওগাঁ, রংপুর, কুষ্টিয়া, মাগুরা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরগুনা, স্বরূপকাঠী, বেলাব, রাজশাহী, মধুখালী, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট

নওগাঁ

নারায়ণগঞ্জ

নেত্রকোণা

সুনামগঞ্জ

জেলা শাখায় রোকেয়া দিবস পালন

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস ৯ ডিসেম্বর। দিনটি দেশব্যাপী রোকেয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদা এবং গুরুত্বের সাথে দিনটি পালন করে। জেলা শাখাগুলো আলোচনা সভা, র‍্যালি, রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা কর্মসুচি পালন করে। যেসব জেলা শাখা রোকেয়া দিবস পালনের প্রতিবেদন এবং ছবি পাঠিয়েছে সেগুলো হলো–

সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, বরিশাল, নেত্রকোণা, কুমারখালী, গাইবান্ধা, কাউখালী, রংপুর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, বরগুনা, স্বরূপকাঠী, বেলাব, রাজশাহী, মধুখালী, শেরপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, মুন্সীগঞ্জ, পাবনা, নাটোর ও রাজবাড়ী

রংপুর

কাউখালী

শেরপুর

রাজশাহী

জেলা শাখায় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

মধুখালী: রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান বিতরণ করা হয়

চট্টগ্রাম: ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতির একাংশ

বাগেরহাট

শীতবস্ত্র বিতরণ : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় রেল স্টেশন কলোনিতে ৫০ জন নিম্ন আয়ের ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহিলা পরিষদ বাগেরহাট জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. সীতা রাণী দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আহম্মেদ পারুল, ভারপ্রাপ্ত সহসাধারণ সম্পাদক রিজিয়া পারভীনসহ অন্যান্যরা শীতবস্ত্র বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল

শীতবস্ত্র বিতরণ : এনআরবিসি ব্যাংকের সৌজন্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বরিশাল শাখার উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় জেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন পাড়া শাখার নিম্ন আয়ের সদস্য এবং ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের মধ্যে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি, ডা. শিখা সাহার সহযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর বিভিন্ন পাড়া শাখার নিম্ন আয়ের সদস্যদের মধ্যে ২৫টি কম্বল) বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও, ২৭ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দরিদ্র্য ও অসহায়দের মধ্যে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসব শীতবস্ত্র বিতরণকালে মহিলা পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি রাবেয়া খাতুন, সহসভাপতি নুরজাহান বেগম ও প্রফেসর শাহ-সাজেদা, সাধারণ সম্পাদক পুষ্প চক্রবর্তী, সহসাধারণ সম্পাদক প্রতিমা সরকার, লিগ্যালএইড সম্পাদক জেসমিন আক্তার, কার্যকরী কমিটির সদস্য শিউলী সাহা, মরিয়ম বেগম রীনা, নিগার সুলতানা হনুফাসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মধুখালী

স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ : কোভিড-১৯ এবং এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মধুখালী সাংগঠনিক জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ অক্টোবর আখচাষী মহিলা ডিগ্রি কলেজ ও রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তরুণদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। এ সময় আখচাষী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার গোস্বামী ও প্রভাষকবৃন্দ, রইচ্ছুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সাজেদা বেগম ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোর্শেদা আক্তার মিনা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

ত্রাণ বিতরণ : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ১৯ ডিসেম্বর পাথরঘাটা জেলে পাড়ায় দরিদ্র্য মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, আলু, তেল ও পেঁয়াজ। এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক লতিফা কবির, সহসভাপতি শেলী দে ও নূরী আসমা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সিতারা শামীম, অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক পূর্বা দাশ এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক স্বপ্না বড়ুয়াসহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

সৈয়দা রওশন আরা হোসেনের কবিতা

আমি নারী

আমি নারী রুধিতে না পারি
দানবের হিংস্র থাবাকে
আমরণ লড়াই করে যাই
ভয়ার্ত পশুর সাথে
অতঃপর কাকুতি মিনতি
দূর্বল হরিণ শিশুটির মতো
নরপশু মেতে ওঠে দ্বিগুণ উল্লাসে
কর্ণকুহরে কিছুই পোঁছেনা তার
পাষাণ প্রাণে বিফল হয়ে ফিরে
প্রমিলার আর্তনাদ।
অবশেষে লুটিয়ে পড়ি
আহত পাখিটির মতো
পরদিন লাশ হয়ে ভেসে উঠি
সংবাদের প্রথম পাতায়।
কেউ কি বেঁচে আছ
শুনিতে কি পাও আমার ফরিয়াদ?
তাহলে বন্ধ কেন করছোনা আজও
পাষণ্ডের পুনঃ আবাদ।

অনাঘ্রাত তুমি

শ্রাবণের এই ঘন বরষায়
জানিনা কেন মন পিছু ফিরে চায়?
কেউতো নেই জানি আমারে কাঁদায়।
নাম ধরেতো কেই ডাকেনা আমায়,
চিত্ত খুঁজিয়া বেড়ায় লক্ষ তারায়
মনযমুনা ভেসে চলে মেঘের ভেলায়।
না পারি রুধিতে অশ্রুবারি
আমি যে এক পুরনারী
চলেছি কোন অচেনা পুরী।
কাকে দেখেছি কাকে দেখিনি!
কেউ তো আমার হৃদয় হরেনি
শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়েনি।
তবু কেন মনে জাগে হায়
ছিল কি কেউ আমার প্রতীক্ষায়?
ফিরায়ে দিয়েছি তারে চরম অবহেলায়?
তাই কি আজ মন বেদনায় কাঁদে?
ঝিঁঝিঁর ডাকে নিশিথ রাতে?
আঁধারের ঝুপঝুপ বৃষ্টির সাথে?
বসি বাতায়নে ভাবি মনে মনে,
ঢাকিবে দুচোখ দাঁড়িয়ে পেছনে।
শুধাবে আমায় বলতো আমি কে?
নেই সেই জন স্মরি অনুক্ষণ,
ছিন্ন তারে লোহিত ক্ষরণ
সুর তাই আর বাজেনা এখন।

কৃতী নারী

সেঁজুতি সাহা

সেঁজুতি সাহা

দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জিনোম বিন্যাস উন্মোচনকারী

বাংলাদেশী অণুজীববিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা ও চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিএইচআরএফ) প্রথম বাংলাদেশের কোভিড-১৯ রোগীদের নমুনা থেকে করোনা ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম বিন্যাস উন্মোচন করে।

২০২০ সালের কোভিড মহামারীর সময় বাংলাদেশের কোভিড-১৯ সনাক্তকরণের কাজে সিএইচআরএফ যোগ দেয়। সেঁজুতি সাহার নেতৃত্বে আরও আটজন গবেষকের যৌথ উদ্যোগে মে মাসে বাংলাদেশে প্রাপ্ত নমুনা থেকে সংগ্রহকৃত নতুন করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স সফলভাবে উন্মোচন করেন। একই বছরের জুলাইয়ে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল পোলিও ইরেডিকেশন ইনিশিয়েটিভের বোর্ড মেম্বার পদের নিযুক্ত হন তিনি।

সেঁজুতি সাহা আণবিক জিনতত্ত্বের গবেষক। বাংলাদেশের আণবিক জীববিজ্ঞানের প্রযুক্তি শিশুরোগ গবেষণায় ব্যবহারে সেঁজুতি সাহা কাজ করছেন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুদের মাঝে মেনিনজাইটিসের হঠাৎ প্রাবল্য দেখা দেয়। সেসময় তিনি এই আকস্মিক রোগ বিস্তারের কারণ বের করেন। চিকনগুনিয়া জ্বর ও মেনিনজাইটিস সংক্রমণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করে রোগ সনাক্তকরণের আধুনিক ও সুলভ উপকরণ বের করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনে (সিএইচআরএফ) কর্মরত।

সেঁজুতি কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈবরসায়নে স্নাতক শেষ আণবিক জিনতত্ত্বে পিএইচডি করেন। তিনি বাংলাদেশের সিএইচআরএফ ছাড়াও কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষক হিসেবে কাজ করেন।

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০১৮ সলে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস এওয়ার্ড লাভ করেন।

মেরিনা তাবাশ্যুম

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম সন পদক লাভকারী

মেরিনা তাবাশ্যুম

বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম মানবিক ঘর তৈরির জন্য যুক্তরাজ্যের মর্যাদাপূর্ণ সন পদক পেয়েছেন। ১৬ নভেম্বর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়া থেকে প্রথম স্থপতি হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার জিতেছেন বাংলাদেশের এই স্থপতি।

প্রতিবছর বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় তিনটি প্রধান নদী পানি ফুলেফেঁপে উঠে নদীর দুই কূল ছাপিয়ে যায়। এতে বিপর্যয়কর বন্যার সৃষ্টি হয়। হিমালয় থেকে প্রবল হিমবাহের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রবল বৃষ্টিপাত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক উত্তাপ বৃদ্ধির কারণে হিমবাহ গলে যাওয়ার হার আরও বেড়েছে। তীব্র বন্যায় রাতারাতি ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারিয়ে যায় মানুষের। অগণিত দ্বীপবাসীকে অস্থায়ী তাঁবুর নিচে আশ্রয় নিতে হয়।

অনেক সময় পলি জমে নদীর বুকে সৃষ্টি হয় নতুন 'চর'। একে সত্যিকার অর্থে ভূমি বলা চলে না। এটা ভেজা। এটা নদীর অংশ। কিন্তু ভূমিহীনদের জন্য এগুলো মাছ ধরা, চাষাবাদ করা ও পরিবার নিয়ে থাকার সুযোগ করে দেয় এসব চর।

মেরিনা এবং তাঁর দল ভূমিহীন চরের বাসিন্দাদের জন্য কম খরচের 'মডুলার হাউস কিট' তৈরিতে কাজ করেন। মেরিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে চর ডুবে যায়। কাজেই সে উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরির নকশা করেছেন তিনি।

গত বছর ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্টের ৫০ চিন্তাবিদের মধ্যে শীর্ষ ১০-এ স্থান করে নিয়েছিলেন মেরিনা। ১০ জনের মধ্যে তৃতীয় হন। মানুষের জীবনে স্থাপত্যের গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝার জন্য যুক্তরাজ্যের স্থপতি স্যার জন সনের নামে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

নেটওয়ার্কিং রিপোর্ট

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

তারিখ	বিষয়	আয়োজক	সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী
১১ অক্টোবর '২১	ইউএন উইমেন বাংলাদেশ	Gender Monitoring Network (GMN)Rapid Review report and meeting to discuss way forward	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
১১ অক্টোবর '২১	নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক সভা	কেয়ার বাংলাদেশ ও সিআইসিবিডি	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক
১৩ অক্টোবর '২১	ইউএনভি বাংলাদেশ	Inspiring Women Volunteer Award 2021	উম্মে সালমা বেগম, সংগঠন সম্পাদক
১৬ অক্টোবর '২১	Bangladesh Medical & Dental Council	Bangladesh Medical & Dental Council Meeting	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
১৮ অক্টোবর '২১	**সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট**	সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি, মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, উম্মে সালমা বেগম, সংগঠন সম্পাদক, রেহানা ইউনুস, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি সহ অন্যান্য
২১ অক্টোবর '২১	এসডিজি প্ল্যাটফরম	সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিবাদ	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
২১ অক্টোবর '২১	বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ	উইমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সীমা মোসলেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
২৩ অক্টোবর '২১	হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ	সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি	রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি
২৩ অক্টোবর '২১	আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক	আদিবাসী নারীদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অ্যাড. দিপ্তী রানী সিকদার, সিনিয়র আইনজীবী
৩০ অক্টোবর '২১	ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (ভিএসসি)	কমিউনিটি পুলিশিং ডে ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা	অ্যাড. মাসুদা রেহানা বেগম, সহসাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ফাতেমা খাতুন, আইনজীবী
১০ নভেম্বর '২১	গার্লস নট ব্রাইডস	ওয়ার্কশপ	জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি
১৪ নভেম্বর '২১	৭১ ফাউন্ডেশন	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল (অব) শওকত আলীর ১ম মৃত্যুবার্ষিকী	রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি উম্মে সালমা বেগম, সংগঠন সম্পাদক জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি
২০ নভেম্বর '২১	ডেইলি স্টার	আলোচনা সভা	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
২৪ নভেম্বর '২১	বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ	Roundtable on Importance of compliance in the mobile Financial Services Industry	রুমানা আক্তার, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, অর্থ ও প্রধান হিসাববক্ষক
৩০ নভেম্বর '২১	ইউএনভি	ভলান্টারিং ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট	রাবেয়া বেগম শান্তি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রিঙ্কু প্রসাদ, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি সাথী চৌধুরী, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি
৩০ নভেম্বর '২১	এজিএম	গার্লস নট ব্রাইডস	জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি
৩ ডিসেম্বর '২১	সুইজারল্যান্ড এ্যাম্বেসী	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের কর্মসূচি বিষয়ক	মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক
৬ ডিসেম্বর '২১	সুইডেন এ্যাম্বেসী	ফরমাল মিটিং	ডা. ফওজিয়া মোসলেম,সভাপতি
৮ ডিসেম্বর '২১	সুইস ন্যশন্যাল পাবলিক রেডিও অ্যান্ড টিভি	ইন্টারভিউ	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি
৮ ডিসেম্বর '২১	ইউএন উইমেন বাংলাদেশ	নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রচলিত আইন, নীতি রিভিউ বিষয়ক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন	জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ও লবি
১২ ডিসেম্বর '২১	Conference on Bangladesh Emerging from the pandemic: coping experiences and policy choices	সিপিডি	ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি লিলি আরা পারভীন, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর
১৩ ডিসেম্বর '২১	Launching ceremony for Right Here Right Now	বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি	রেখা চৌধুরী, সহসভাপতি জুয়েলা জেবুননেসা খান, আন্দোলন সম্পাদক, ঢাকা মহানগর

প্রস্তুতকারী: *জনা গোস্বামী , পরিচালক , অ্যাডভোকেসি ও লবি , বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ*

বই/পুস্তকাদি

নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (১৯৮৩)
নারী জাগরণ ও মুক্তি (১৯৮৬)
নারীর আইনগত অধিকার ও সহায়তা
মুক্তিযুদ্ধদিনের স্মৃতি ১ম খন্ড (২০০১)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (১৯৯৩)
বেগম রোকেয়া স্মরণিকা ১৯৭৯
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহে এক অমিততেজী যোদ্ধা প্রথম শহীদ নারী (১৯৯৫)
মনোরমা বসু (মাসিমা): মানবদরদী আদর্শ সংগ্রামী নারী (১৯৯৫)
চিরঞ্জীব সুফিয়া কামাল (মহিলা সমাচার, বিশেষ সংখ্যা-এপ্রিল, ২০০০)
বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও আইন সংস্কার (১৯৯২)
Women Rights, Law Reformation and Uniform Family Code (1993)
Endangered Humanity (2002)
Status of Women in Bangladesh (1992)
Teenagers and Forced for Flash Trade (1998)
Rokeya Sadan: Rehabilitation Center (2002)
Annual Report 2004, 2005, 2007, 2008
Process of Empowerment 2006
দেহব্যবসায়-বাধ্য কিশোরীরা
মধ্যপ্রাচ্যে মেয়েদের কর্মসংস্থান ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত-অবৈতনিক নারী শিক্ষা (১৯৯২)
ফতোয়ার বলী ছাতকছড়ার নূরজাহান (১৯৯৭)
পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী পাচার (১৯৯১)
মা ও শিশুর স্বাস্থ্য (১৯৮৩)
সৃজনী (উন্নয়ন ও প্রকল্প কার্যক্রম, ২০০৬)
মৌলবাদ মানবাধিকারের অন্তরায় (২০০৬)
ধর্ষণচিত্র ২০০০-'০৪ (২০০৬)
ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড (২০০৬)
আলোর পথযাত্রী (২০১০)
কলতান (২০১০)
বাংলাদেশে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা প্রতিবেদন ২০১২
মহিলা পরিষদ জার্নাল (২০১৩)

বিশেষ প্রকাশনা

জাতির বিবেক কবি: সুফিয়া কামালের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৯৯)
মহিলা পরিষদের পুনর্বাসন কেন্দ্র : রোকেয়া সদন (১৯৯৭)
সিডও কমিটির ৩১তম অধিবেশনের সমাপনী মন্তব্য (২০০৪)
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০০৮
একাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা, ২০০৮ [প্রকাশকাল ২০০৯]
দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের কমিশনভিত্তিক আলোচনা প্রতিবেদন, ২০১৩ [প্রকাশকাল ২০১৪]

এছাড়া নিয়মিত প্রকাশনা সংগঠনের মুখপত্র : মহিলা সমাচার

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

Sweden
Sverige

সুফিয়া কামাল ভবন
১০/বি/১ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০, ফোন +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স +৮৮০ ২ ২২৩৩৮৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org